# অর্থনীতি

## (Elements of Political Economy)

হাজরীবাগ, সেণ্টকলম্বাস্ কলেজের ইতিহাস ও অর্থনীতির
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক, )

**শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি. এ.,**

এফ্. আর্. ই. এস্., এফ্. আর্. হিষ্ট. এস্.,
এম্. আর্ এস., এ.,

প্রণীত

প্রকাশক

**শ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী**

'পৃথিবীর ইতিহাস" কার্য্যালয়, হাওড়া



মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র

শ্রীশঃ

DEDICATED

BY

KIND PERMISSION

TO

# The Hon'ble
# Maharajah Monindra Chandra Nundy Bahadur

*Of Cossimbazar*

**as a token of respect and gratitude.**

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
অহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥"

মহারাজ! আপনি একাধারে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বরপুত্র। নানারূপ [illegible]য়িক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, রাজসভায় রাজনীতির আলোচনায় [illegible]যুক্ত থাকিয়াও, আপনি অবিরত সরস্বতীর অর্চ্চনা-নিরত। সঙ্গে সঙ্গে, [illegible]পনি বাঙ্গালার সাহিত্য-সেবীর আশ্রয়স্থল। ক্ষুদ্র লেখক ইন্দ্রিয় এবং [illegible]র সংযমপূর্ব্বক, ভক্তিযুক্ত হইয়া এই অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছে—আপনি [illegible] ভক্ত্যুপহার গ্রহণ করুন। দেবপূজায় সচন্দন গন্ধপুষ্পের সহিত [illegible]ন্য তৃণও দেবতার চরণে ভক্তের অঞ্জলিরূপে স্থান পায়, এইমাত্র [illegible]সা। অন্য আকিঞ্চন নাই। নিবেদন ইতি।

[illegible]
চৈত্র, ১৩১৮

আপনার একান্ত বশংবদ
স্নেহাস্পদ গ্রন্থকার

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সংগোঽস্ত্বকর্ম্মণি।"

# নিবেদন

আমরা অর্থনীতি বিষয়ক স্থূল বিষয়গুলি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে পর্য্যালোচনার প্রয়াস পাইয়াছি। বিষয় গুরুতর—শক্তি সামান্য। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। আমাদের দেশে অর্থনীতির আলোচনা নাই। এদিকে সুধীবৃন্দের অধিকতর দৃষ্টি-নিক্ষেপ আবশ্যক। আমরা কোন অভাব-পূরণের জন্য কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই নাই। বিশেষতঃ, গ্রন্থে যথেষ্ট ভ্রম প্রমাদ থাকিবার সম্ভাবনা। কিন্তু, বঙ্গভাষায় যাহাতে অর্থ-নীতির আরও আলোচনা হয়, কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের দৃষ্টি এবিষয়ে পতিত হয়, আমাপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তিগণ এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন, তজ্জন্যই আমরা এ ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে সাহসী হইয়াছি।

'অর্থনীতি' পুস্তকাকারে বাহির হইবার একমাত্র কারণ—মাননীয় কাশীমবাজারাধিপতির আনুকূল্য। সেজন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। শ্রীযুক্ত মাননীয় মহারাজা বাহাদুর মুদ্রণের ব্যয়-ভার বহন না করিলে, 'অর্থনীতি' সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিত না। তাই, মহারাজার চিরস্মরণীয় নামের সহিত আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ জড়িত রহিল।

'অর্থনীতি' প্রকাশে মানসী সম্পাদক সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। কাগজ খরিদ হইতে দপ্তরীর বাড়ীর কার্য্য এসকলই তিনি তত্ত্বাবধান করিয়াছেন। তিনি

ভয় দেখাইয়াছেন, ধন্যবাদ দিলে তিনি ভবিষ্যতে এরূপ উপকার করিবেন না; সুতরাং, তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদানে বিরত রহিলাম। সেণ্ট কলম্বাস্ কলেজের বটানীর সুযোগ্য অধ্যাপক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত গণেশ চন্দ্র চন্দ্র এম্. এ., এফ্. আর্. মেট্. সক্., এম্. আর্. এ. এস্., এফ্. আর্. বি. এস্., প্রুফ সংশোধনে ও ভাষার সৌষ্ঠব সম্পাদনে, যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। আমার কনিষ্ঠ, মধুপুর, এডোয়ার্ড-জর্জ্জ ইনষ্টিটিউসনের প্রধান শিক্ষক শ্রীমান্ যতীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি. এ., এম্. আর. এ. এস্., পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিয়া, হাজারীবাগ মধ্যবঙ্গ স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত মহাশয় 'প্রেস কপি' করিয়া, এবং সেণ্ট কলম্বাস্ কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ বিনয়ভূষণ মজুমদার নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়া, সাহায্য করিয়াছেন। ইহাঁদের সকলকেই ধন্যবাদ দিতেছি।

পূজ্যপাদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্র নাথ সেন এম্. এ., মহাশয় স্নেহ-প্রণোদিত হইয়া যে অমূল্য ভূমিকা লিখিয়াছেন, তজ্জন্য কি বলিয়া তাঁহাকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইব ভাবিয়া পাই না। তিনি গ্রন্থকারকে যে প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা যে স্নেহবশে করিয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহারই পদপ্রান্তে বসিয়া প্রথম অর্থনীতি শিক্ষা করিয়াছি। গ্রন্থে শিখিবার মত যদি কিছু থাকে, সেজন্য তাঁহার শিক্ষাই মূলীভূত কারণ।

আমার এই প্রথম পুস্তকখানি প্রকাশের সময়ে আর দুইজনকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান আবশ্যক। প্রথম, 'পৃথিবীর ইতিহাসের' সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়; দ্বিতীয়, 'ভারতী' সম্পাদিকা পূজনীয়া মাতৃদেবী শ্রীযুক্তেশ্বরী স্বর্ণকুমারী

দেবী। বীজ রোপণ ও জলসিঞ্চনে যে বৃক্ষ উৎপাদিত হইয়াছে, তাহার ফল মিষ্ট কি টক তাঁহারাই দেখিবেন এবং সে জন্য তাঁহারাই দায়ী।

মফঃস্বল হইতে প্রুফ দেখিবার অসুবিধার ফলে গ্রন্থে কিছু কিছু মুদ্রাকর-প্রমাদ রহিয়াছে। যে যে স্থলে অর্থবোধে বিশেষ অসুবিধা হইবে কেবল সেই কয়টী স্থলের জন্য শুদ্ধিপত্র দেওয়া হইল।

গ্রন্থের বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে একটী কথা বলা আবশ্যক। কেহ কেহ হয় ত, আমি গবর্ণমেণ্টের সপক্ষেই অনেকস্থলে মতপ্রকাশ করিয়াছি বলিয়া, আমাকে দোষী করিবেন। উপায় নাই। মহাত্মা নৌরজী সত্যই বলিয়াছেন "I, for one, have not the shadow of a doubt that in dealing with such justice-loving, fair-minded people as the British, we may rest fully assured that we shall not work in vain." অর্থাৎ, ইংরাজের ন্যায় ন্যায়পরায়ণ জাতির সহিত ব্যবহারে যে আমরা নিশ্চিতই কৃতকার্য্য হইব, তদ্বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই নাই। পরলোকগত রমেশ চন্দ্রও বলিয়াছেন যে, "Englishmen can look back on their work in India, with some legitimate pride. They have conferred on the people of India what is the greatest human blessing,—Peace. They have framed wise laws, and have established courts of Justice, the purity of which is as absolute as in any country on the face of the earth. These are results which no honest critic of British work in India regards without high admiration." অর্থাৎ, ইংরাজ আমাদের দেশে যাহা করিয়াছেন, তজ্জন্য আত্মশ্লাঘা বোধ করিতে পারেন। আমাদের দেশে তাঁহারাই শান্তি আনয়ন করিয়াছেন।

আইন প্রণয়ন ও উপযুক্ত বিচারালয় স্থাপন করাতে, তাঁহারা আমাদের প্রকৃত ধন্যবাদার্হ। দাদাভাই নৌরজী ও রমেশচন্দ্রের এই কথাগুলির সত্যতা সকলেই স্বীকার করিবেন।

পরিশেষে, পাঠকগণ ও সুধীবৃন্দের নিকট বক্তব্য যে, গ্রন্থে যে সকল ভ্রমপ্রমাদ দৃষ্টি হইবে, তাহা গ্রন্থকারকে জানাইলে, ভবিষ্যতে সংশোধন করা যাইবে। গ্রন্থকারের এই প্রথম উদ্যম,—ভরসা সকলেই ইহাকে করুণার চক্ষে দেখিবেন। ইতি।

হাজারীবাগ<br>
চৈত্র, ১৩.৮ } শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

# ভূমিকা

বিগত শতাব্দীর মধ্যে পাশ্চাত্য জগতে অর্থনীতির আলোচনার এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটা সময় ছিল যখন অনেক মনীষি ও চিন্তাশীল লেখকগণ শুধু যে অর্থনীতিকে একটী বিজ্ঞান বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন তাহা নহে ; কিন্তু ইহাকে স্বার্থপর, নীচ, ও নিতান্তই তমোলোকের বস্তু বলিয়া অভিশপ্ত করিয়াছেন। সেদিন এখন আর নাই। ইহার কারণ একদিকে এই শাস্ত্রের আলোচনার প্রণালী ও সিদ্ধান্তের মধ্যে যুগান্তর, এবং অপরদিকে এই প্রণালী ও সিদ্ধান্ত সকলের ফলে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সামাজিক জগতে যুগান্তর।

এখন সকলেই স্বীকার করিবেন, যে যথাযথভাবে এই শাস্ত্রের আলোচনা করিতে হইলে, ইহাকে সমাজনীতি, রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির সঙ্গে মিলাইয়া করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন দেশ কালভেদে, ইহাকে প্রত্যেক জাতির প্রাকৃতিক ও সামাজিক অবস্থার সঙ্গেও মিলাইয়া লইতে হইবে।

এই আধুনিক প্রণালী অনুসারে বঙ্গভাষায় এই শাস্ত্রের আলোচনা হয়, ইহা নিতান্তই বাঞ্ছনীয়। অর্থ-উৎপাদন, এবং অর্থ-বিভাগ, স্বদেশী ও বিদেশী বাণিজ্য, রাজস্বের সঙ্গে দেশের শান্তি ও সামাজিক উন্নতির সম্বন্ধ, ইত্যাদি অনেক বিষয় যে সকল নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহা সর্ব্বসাধারণের জানা প্রয়োজন। এই সকল নিয়মের আলোচনা হইতেই সমাজে অর্থ সম্বন্ধে সুবন্দোবস্ত ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। মানব জীবনের অনেক অংশ অর্থের সঙ্গে জড়িত। জীবিকা, পরিবার-প্রতিপালন, সামাজিক ক্রিয়া-কলাপ, ধর্ম্ম-অনুষ্ঠান, রাজ্যরক্ষা ও

রাজ্যশাসন, দান, চিকিৎসা, বিজ্ঞান, শিল্প ও কলাবিদ্যার অনুশীলন, বিদ্যালয় ও ধর্ম্মালয়-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সমস্তই অর্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থের সদ্ব্যবহার মানুষকে পরমার্থের দিকে লইয়া যায়; তাহার ব্যতিক্রম হইলে অর্থের ন্যায় অনর্থ আর কি আছে?

আমার স্নেহাস্পদ বন্ধু ও ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রীমান্ যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার এই বিষয়ে একজন উদ্যোগী হইয়াছেন। ইতিহাস ও অর্থনীতির আলোচনাকে তিনি আপনার জীবনের ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। স্বদেশী ভাষায় অনেকগুলি মাসিকে এখন তাঁহার আলোচনার ফল প্রকাশিত হইতেছে। এই ছোট পুস্তকখানি তাঁহার এইরূপ অধ্যবসায়েরই ফল।

বিষয়টী যেরূপ বিস্তৃত ও দুরূহ, তাহাতে এই ছোট পুস্তকের মধ্যে ইহার সম্যক আলোচনা সম্ভব নয়। তাছাড়া, বর্ত্তমান যুগের আমাদের উপযোগী স্বদেশী অর্থনীতি বলিয়া কোন শাস্ত্র এখনও রচিত হয় নাই। এ বিষয়ে বিদেশী লেখকগণও এখন নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তদ্ভিন্ন সেখানে রাজনীতি ও সমাজনীতির যথেষ্ট আলোচনা আছে, অর্থনীতিকে সহজেই তাহাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করিয়া দেওয়া যায়। এখানে কিছুই নাই। এরূপ অবস্থায় এবিষয়ে যাঁহারা প্রথম চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের কার্য্যে ত্রুটী না থাকাই অসম্ভব। কিন্তু, সকল ত্রুটী সত্ত্বেও তাঁহাদের এই চেষ্টা ও উদ্যম, আশা করি, সাধারণের নিকট উৎসাহ লাভ করিবে।

কলিকাতা
১৫ই এপ্রেল, ১৯১২

শ্রীবিনয়েন্দ্র নাথ সেন।

# সূচী।



"অর্থনীতি"র অন্তর্ভূক্ত ১—৫০ পৃষ্ঠা "মানসী"তে, ৫১—৭৪ পৃষ্ঠা "ভারতী"তে, ৭৪—১০৯ পৃষ্ঠা "সুপ্রভাতে", ১০৯—১১৯ পৃষ্ঠা "প্রতিভায়;" ১১৯—১২৯ পৃষ্ঠা "অর্ঘ্যে", ১২৯—১৩৭ পৃষ্ঠা "সাহিত্যে" এবং ১৫৪—১৫৮ পৃষ্ঠা "সাহিত্য-সংবাদে" প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সকল মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ও সম্পাদিকাগণকে এই অবসরে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

# BIBLIOGRAPHY.

গ্রন্থ-প্রণয়নে নিম্নলিখিত পুস্তক ও পুস্তিকার সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে :—


## ( সাধারণ )।

Palgrave ... Dictionary of Political Economy.
Marshall ... Economics of Industry.
" ... Principles of Economics.
Mill ... Principles of Political Economy.
Prothero ... Political Economy.
Price ... Short History of Political Economy in England.
" ... Short History of English Commerce and Industry.
Adam Smith ... Wealth of Nations.
Sidgwick ... Principles of Political Economy.
Fawcet ... Political Economy.
Mrs. Fawcet ... Political Economy.

## ( ভারতীয় )।

Romesh Dutt ... India under Early British Rule.
" ... India in the Victorian Age.
Imperial Gazetteer of India (Vols. I—IV.)
Morrison ... Industrial Organisation of an Indian Empire.
Ranade ... Essays on Indian Economics.
Gokhale ... Speeches ( Natesan ).
Dadabhai ... Speeches ( Natesan ).
Industrial Conference Reports (Published by the Indian Industrial Conference Office, Amraoti ).
Sircor ... Economics of British India
Strachey ... India.
Government Reports.
গিরিজ্রনাথ সেন ... ধনবিজ্ঞান।

# শুদ্ধিপত্র।

| পৃষ্ঠা | লাইন | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ৩ | ৯ | কোনরূপ | বিশেষ |
| ৯ | ২৪ | বাণিজ্যের সুবিধা অসুবিধা | "বাণিজ্যিক ভ্রম" (Mercantile policy) |
| ১৬ | মার্জ্জিন | মূলধন | পরিশ্রম |
| ৩২ | | স্কটল্যাণ্ড ৭.৩ | স্কটল্যাণ্ড ৭ |
| | | ইতালি ৩৭ | ইতালি ৩½ |
| ৩৩ | | রুসিয়া ৮ শি | রুসিয়া ৮ পে |
| | | ভারতবর্ষ ৮৩ শি | ভারতবর্ষ .৮৩ পে |
| ৩৪ | | জাপান ১১ শি | জাপান ১১ পে |
| ৬৩ | ১ | ভিন্ন ভিন্ন দেশে | ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ে |
| ৮২ | ৫ | সাদারল্যাণ্ড | সাণ্ডার ল্যাণ্ড |
| ১১৮ | ২ | বিনিময় ! | বিনিময়। |
| ১৩৩ | মার্জ্জিন | শিল্পজাতপন | শিল্পজাত পণ্য |
| ১৩৭ | ১৩ | অন্তর্বাণিজ্য | আন্তর্জাতিক বাণিজ্য |

# নির্ঘণ্ট।

## নির্ঘণ্ট।

## নির্ঘণ্ট।

# অর্থনীতি।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমাদের অভিধান-কারকেরা বলিয়া গিয়াছেন যে, যে দ্রব্য দ্বারা প্রয়োজন সিদ্ধ হয় তাহাই অর্থ। ইংরাজীতে, ( Wealth অর্থে Anything which has an Exchange value ) যে দ্রব্যের বিনিময় মূল্য আছে তাহাকেই অর্থ বলা হয়। যে বাতাসে আমরা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করি, তাহা একান্ত আবশ্যক। জলও আর একটি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। সাধারণতঃ বাতাস ও জলের মূল্য নাই। কিন্তু অবস্থা বিশেষে জলেরও যথেষ্ট মূল্য আছে। আজ কাল বাজারে অনেক প্রকার ( Mineral water ) খনিজ জল বিক্রয় হইতে দেখা যায়। যে স্থানে ঐ জল উৎপন্ন হয় সে স্থানে উহার কোনই মূল্য নাই, বা উহার বিনিময়ে কোন দ্রব্যই পাওয়া যায় না; কিন্তু ঐ জল অন্যত্র প্রেরিত হইলেই

তথায় বিক্রয় বা বিনিময় করা যায় এবং তখন সেই জলই অর্থ বলিয়া পরিগণিত করা হয় ও যায়। সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, অবস্থা বিশেষে কোন দ্রব্য কোন সময়ে অর্থ বলিয়া বিবেচিত হয়, কোন সময়ে হয় না। অর্থের উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময় সম্বন্ধীয় বিষয়াদি যে শাস্ত্রে বর্ণিত হয় সেই গ্রন্থকে অর্থনীতি নামে অভিহিত করা হয়।

অধ্যাপক মার্শাল বলিয়াছেন যে, যে শাস্ত্র মানব সকলের দৈনন্দিন কার্য্য সমূহের পর্য্যালোচনা এবং কি উপায় অবলম্বনে অর্থাগম হয় ও কি প্রকারে তাহা ব্যয় হয় তাহার অনুসন্ধান করে সেই গ্রন্থই অর্থ নীতি। কেয়ার্ণস বলেন যে, যে গ্রন্থ অর্থের উৎপাদন ও বণ্টন সম্বন্ধীয় গতিবিধি সমূহ আলোচনা করে তাহাকে অর্থনীতি বলা হয়। সাধারণতঃ, মনুষ্য সকলের অর্থের উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময় সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী যে শাস্ত্র শিক্ষা দেয়, তাহাকে অর্থনীতি বলা যাইতে পারে।

অর্থনীতির ঠিক উদ্দেশ্য কি এই সম্বন্ধে অনেক মনস্বিগণ অনেকরূপ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ আদম স্মিথ তাঁহার যুগান্তকারী Wealth of Nations গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে অর্থনীতির দুইটী উদ্দেশ্য; প্রথম, লোকে যাহাতে অধিক পরিমাণে অর্থ উৎপাদন করিতে পারে, তাহার শিক্ষাদান এবং দ্বিতীয়তঃ, যাহাতে অধিক অর্থ উৎপাদিত হইয়া সাধারণের কার্য্যে ব্যয়িত হইতে পারে তাহারই চেষ্টা করা। তাঁহার মতে অর্থনীতি, রাজা প্রজা উভয়েই কি প্রকারে ধনশালী হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা দেয়। আদম স্মিথ তাঁহার পুস্তকে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে, কি প্রকারে গবর্ণমেন্টের সাহায্য ব্যতিরেকে কোন জাতির অর্থ উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করা যায়, সমাজে বিভিন্ন প্রকার লোকের মধ্যে এই উৎপন্ন দ্রব্য কি প্রকারেই বা বিভাগ করা যায় এবং অর্থ জমাইয়া রাখিলেই বা কি ফল হয়, এই সমস্ত বিষয়ের বিবেচনা করিয়াছেন। তৃতীয় ভাগে,

তিনি বিনিময়ের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া, চতুর্থভাগে, সমাজের ক্রমিক উন্নতিতে উৎপাদন ও বিভাগের কি প্রকারে ব্যতিক্রম হয় এবং পঞ্চমভাগে গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা কি ভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত তাহার সম্বন্ধে বিস্তারিত নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। স্মিথের মতে গবর্ণমেণ্ট কিম্বা রাজকর্ম্মচারীগণের, ব্যবসায়াদি বিষয়ে সাধারণের উপর হস্তক্ষেপ করা, সমীচীন নহে।

আদম স্মিথ গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করার ফলে, একদল লেখক অর্থনীতিকে সমাজবিজ্ঞানের এক অংশ ধরিয়া থাকেন * এবং অর্থনীতির সহিত রাজনীতির কোনরূপ সম্পর্ক নাই এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এই জন্যই স্মিথের পরবর্ত্তী অর্থ-নীতি প্রণয়নকারী ব্যক্তিগণ স্মিথের মতাবলম্বন করিয়া যে সমস্ত পুস্তকাদি প্রণয়ন করেন তাহাতে যে শাস্ত্র কেবল মাত্র আর্থিক বিষয়ই আলোচনা করে, তাহাকেই অর্থনীতি বলা যায়, এইরূপ সংজ্ঞা প্রদান করেন। স্বনাম-খ্যাত রিকার্ডো তাঁহার পুস্তকের নাম "Principles of Political Economy and Taxation" বলিয়া আখ্যা দেন। এই আখ্যাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার মতে রাজস্ব সম্বন্ধীয় বিষয় অর্থনীতির বহির্ভূত বলিয়াই তিনি "এবং" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে সিনিয়র সাহেব এক পুস্তকে অর্থনীতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন।

---

* "Political Economy, in short, came to be conceived as a part of the Science of human society, rather than a part of the art of Government, the guidance which the Science had to give to Government being apart from questions of taxation, mainly summed up in the simple phrase "Hands off!" Dictionary of Political Economy.

প্রথম ভাগে, তিনি ঔপপত্তিক ( Theoretical ) অংশে উৎপাদন ও বণ্টন বর্ণনা করিয়াছেন ; দ্বিতীয়ভাগে কার্য্যকরী ( Practical ) অংশে, যে সমস্ত বিধি প্রতিপালন করিলে আর্থিক উন্নতি হয় তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

মোটের উপর ধরিতে গেলে অর্থনীতির ঔপপত্তিক এবং কার্য্যোপযোগী (কার্য্যকরী) উভয় বিভাগই আছে। সংক্ষেপে, এই দুই বিভাগকে অর্থনীতির Art বিভাগ ও Science বিভাগ বলা যাইতে পারে। * অর্থনীতিতে পদ্ধতিও দুই প্রকার। প্রথম আনুমানিক (Deductive) দ্বিতীয় আরোহ। (Inductive) অধ্যাপক সিজউইকের মতে প্রথমোক্ত পদ্ধতি বণ্টন ও বিনিময়াদি ব্যাপারে বিশেষ কার্য্যকারী। মার্শাল বলেন যে বৈদেশিক-বাণিজ্য প্রভৃতিতে এই প্রক্রিয়াই বিশেষ উপযোগী। তাঁহার মতে শুধু ঘটনা দ্বারা কোন কার্য্যই হয় না—অনুমান অত্যাবশ্যক। অর্থের উৎপাদন ও বণ্টনের কারণ পরিবর্ত্তন প্রণিধান করিতে হইলে আমাদের দ্বিতীয় পদ্ধতির অনুসরণ করিতে হয়। অর্থনীতি আলোচনাকারী মনস্বিগণের মধ্যে তিনটী সম্প্রদায় বা বিভাগ আছে। প্রথম ইংরাজসম্প্রদায়—( English school ) এই সম্প্রদায়ের লেখকেরা ধরিয়া লন যে, সকল লোকেরই অর্থের প্রতি অতৃপ্ত বাসনা এবং অন্যান্য ইচ্ছা বা উত্তেজনা দমন করিয়া লোকে, কেবল মাত্র অর্থেরই আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন

* "For brevity it seems convenient to refer to them as the Science of the art of the Political Economy, the latter historically the subject to which the term was mainly applied in its earlier use, where as among English Political Economists of the present century, there has been a tendency to restrict it to the former." Ibid.

লোকের উপর একই ইচ্ছা যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কার্য্য করে এবং সংসারে অন্য কোন সদিচ্ছার প্রতি আসক্ত না হইয়া কেবল মাত্র অর্থে আসক্ত হইলে যে সে ব্যক্তি মনুষ্যপদবাচ্য হইতে পারে না, তাহা ইহারা আদৌ মানেন না। *

দ্বিতীয় সম্প্রদায়কে, ঐতিহাসিক সম্প্রদায় ( Historical বা German School ) নামে অভিহিত করা হয়। ইহারা কোন দেশের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার সহিত পূর্ব্বতন ইতিহাসের সম্পর্ক বিচার করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হন। ইহাদের মতে প্রত্যেক বিষয় সম্যক রূপে পর্য্যালোচনা না করিয়া কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন নহে।

তৃতীয় সম্প্রদায়ের নেতা—অধ্যাপক মার্শাল। এই সম্প্রদায় মনে করেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির চরিত্র এবং কার্য্যক্ষমতা ঘটনা নিচয়ের উপরেই নির্ভর করে। ইহাদের মতে শিল্পোন্নতি করিতে হইলে, উপযুক্ত স্থলে উপযুক্ত ব্যক্তির নিয়োগ এবং তাহাদের ইচ্ছামত কার্য্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করা উচিত। প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ দায়ীত্বে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে দেওয়াই কর্ত্তব্য, ইহারা এইরূপ মনে করেন। "Some Aspects of Competition" নামক গ্রন্থে অধ্যাপক প্রবর লিখিয়াছেন "They are most anxious to preserve the freedom of the individual to try new paths on his own responsibility. They regard this as the vital service which free competition renders to progress, and desire on Scientific grounds, to disentangle the case for it from the case

* Mr. Ruskin এই সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিকে "যন্ত্র বিশেষস্থ" আখ্যা দিয়াছেন "abstract economic man is mere covetious machine"

for such institutions as tend to maintain extreme inequalities of wealth. Economists of this way of thinking consider that the privileges of Capital and Wealth exceed those which necessarily attach to "The function of the under-taker of business-enterprises."

আমরা অর্থনীতিবিৎগণকে মোটামুটি হিসাবে তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়াছি। এখন প্রাচীনকালে অর্থনীতি কি অর্থে ব্যবহৃত হইত এবং সেই সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত এই শাস্ত্রের যে কি উন্নতি হইয়াছে তাহার পর্য্যালোচনা করিব।

প্রাচীন গ্রীসে অর্থনীতি অর্থে তথাকার লোকে প্রত্যেক গৃহস্থের নিজ নিজ পারিবারিক কার্য্যনির্ব্বাহ এবং বিশেষতঃ গৃহস্থের আয় ও তাহার বন্দোবস্ত সূচক ব্যাপার মাত্র বুঝিত। গ্রীস্‌দেশবাসীরা সাধারণতঃ ব্যবসায় বাণিজ্যকে হীন জ্ঞান করিত। স্পার্টার স্বনাম-প্রসিদ্ধ নিয়মপ্রণয়নকারী লাইকারগ্যাস স্পার্টাবাসীদিগকে সকল প্রকার শিল্পকর্ম্মে নিযুক্ত হইতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। আথেন্সে এই কার্য্য ক্রীতদাস দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। অধ্যাপক মাহোপি বলিয়াছেন যে তথাকার সভ্যতার একটী বিশেষ লক্ষণ স্বরূপ, বাণিজ্য অথবা যে সমস্ত কার্য্যে যথেষ্ট অবসরের অভাব হইত, সেইরূপ সকল কার্য্যকেই আথেন-বাসীরা ঘৃণা প্রদর্শন করিত।

অর্থনীতিবিশারদ কোন গ্রীসীয় গ্রন্থকারের মধ্যেই আমরা "ব্যক্তিগত ভাবের লক্ষণ" কিছুই দেখিতে পাই না। আমরা দেখিতে পাই যে কি প্রকারে সুদক্ষ নাগরিক গড়া যাইতে পারে, প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টের এই মাত্র উদ্দেশ্য ছিল। প্রাচীন পণ্ডিতগণ অর্থ-সংগ্রহ-শিক্ষা দেওয়ার বিরুদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন, যে অর্থ হইলেই মানুষ বিলাসী হয়

এবং বিলাসী হইলে তাহাদের যুদ্ধ করিবার প্রবৃত্তি লোপ পায়। প্লেটো তাঁহার Republic নামক ( সাধারণ তন্ত্র ) গ্রন্থে একটী আদর্শ নগরীর চিত্র দিয়াছেন। এই চিত্রে, তিনি কারিকর এবং সওদাগরদিগকে আদর্শ নগরী হইতে বহিষ্কৃত করিতে আদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে প্রকৃতিদেবী চর্ম্মকার অথবা কর্ম্মকার প্রস্তুত করেন নাই। কেন না এই প্রকার ব্যবসায়মাত্রেই মনুষ্যকে অধোগামী করায়। তাঁহার মতে আদর্শ নগরী ( বা দেশ ) যেন অন্যান্য দেশের সহিত অনাবশ্যক সম্বন্ধ না রাখে। শিশুসন্তানদিগকে বিনষ্ট করিয়া এবং বাল্যকালে বিবাহ প্রথা বন্ধ রাখিয়া লোকসংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে। মূল্যবান প্রস্তরাদি যতদূর সম্ভব দেশ হইতে দূরীভূত করিতে হইবে এবং সুদের লোভে টাকা কর্জ্জ দেওয়া বন্ধ করিতে হইবে।

প্লেটোর পর জেনোফন তাঁহার "Economicus" গ্রন্থে ও অর্থনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। কি করিয়া প্রত্যেকের পারিবারিক খরচ ও বিষয়াদির সুবন্দোবস্ত করা যায়, তিনি সেই সম্বন্ধে কিছু কিছু উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। আরিষ্টটল তাঁহার "Politics" নামক পুস্তকেও অর্থনীতিসম্বন্ধীয় বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। তিনিও, প্লেটোর পথাবলম্বন করিয়া ব্যবসায়ীকে ঘৃণা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে যে রাজ্য প্রকৃতরূপে সুশাসিত হইতে চায়, সে রাজ্যের অধিবাসীরা যেন কারিকর কিম্বা ব্যবসায়ী না হয়, কেননা এই সমস্ত ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবনাতিপাত করিতে হইলে অধর্ম্মে পতিত হইতে হয়। তবে আরিষ্টটল্ এক বিষয়ে অনেকের অগ্রণী হইয়াছেন—তিনি পরিষ্কার বলিয়া গিয়াছেন; যে অর্থ ও মুদ্রা এক নহে। আমরা পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, আরিষ্টটল্ এই প্রসঙ্গে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে ঠিক।

রোমরাজ্যেও শিল্প, কৃষিকার্য্যাদি ক্রীতদাস দ্বারা সম্পাদিত হইত। এই কারণে ভূমির উৎপাদিকা শক্তিও অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। ধনাঢ্যব্যক্তিদিগের জমিদারীতে কেবল মাত্র ক্রীতদাস-গণই কার্য্য করিত। পণ্ডিতপ্রবর শিশিরো (Cicero) রোমদিগের বাণিজ্য নৈপুণ্য দেখিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিতেন। কারখানায় কার্য্য করিলে সম্মানের লাঘব হয়, মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় না লইলে ব্যবসায়ে সফলতা লাভ করা যায় না, ইহাই তৎকালীন ধারণা ছিল। রোমকগণ মনে করিত যে, যে দেশে যত স্বর্ণ থাকিবে সেই দেশ ততই ধনশালী বলিয়া পরিগণিত হইবে, সেই জন্য তাহারা স্বর্ণের রপ্তানী আদৌ পছন্দ করিত না। শিশিরো তাঁহার পুস্তকে বিশেষ আহ্লাদের সহিত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন যে "সিনেট বিশেষ বিবেচনার সহিত স্বর্ণের রপ্তানির বিরুদ্ধে অনুশাসন প্রচলিত করিয়াছেন।"

ইউরোপে অর্থনীতির চর্চ্চা

ফিউডালিসিম্ প্রচলিত ইউরোপের মধ্যযুগে যে, জমিদারগণ বাণিজ্যাদি বিষয়ে একান্ত বিরুদ্ধবাদী ছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য। এই সময়ে জমিদারগণ শিল্পের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন এবং কেবল যুদ্ধ বা শিকারোপযোগী অস্ত্রাদি নির্ম্মাতা কারিকরগণ ব্যতীত অন্যান্য কারিকরগণকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। * যাহা হউক ধর্ম্মযুদ্ধের (Crusades) ফলে এবং ইউরোপের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রমিক উন্নতিতে উপরোক্ত ভ্রান্তি ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতে থাকে। ইংলণ্ডের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে অর্থনীতিবিষয়ক ধারণার ক্রমোন্নতি বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়। রাজা এথেলষ্টানের সময় এক রাজাজ্ঞা

* The class which predominated in it was not sympathetic wi[illegible]ndustry, and held the handicrafts in contempt except those sub[illegible]rvient to war or sports." EncyclopaediBa.

প্রচারিত হয়; উহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে লণ্ডন নগরীর যে কোন সওদাগর বাণিজ্যার্থ তিনবার সমুদ্র-যাত্রা করিলে "থেন" ( Thane বা সম্রান্ত ব্যক্তি ) বলিয়া পরিগণিত হইতেন। ম্যাগ্‌নাকাটায় বৈদেশিক বণিকদিগকে ইংলণ্ডে অবাধে যাতায়াতের ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং ১৩০৩ সনে প্রচারিত আইনে (Carta mercatoria) ইংলণ্ডে অবস্থিত বৈদেশিক সওদাগরদিগকে নানারূপ স্বত্ব প্রদান করে। রাজা তৃতীয় এডোয়ার্ডের সময় পশমের ব্যবসায় ইংলণ্ড একরূপ একচেটিয়া করিয়া লয়, এবং ১৩৫০ সনে ইংলণ্ড ১১৬৪৮০০০ পাউণ্ড মূল্যের পশম রপ্তানি করে। এই সময় হইতে ক্রমে ইংলণ্ডে বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতি দেখা যায়। ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে রুষের সহিত বাণিজ্যের সময় "রুষিয়া কোম্পানী" নামে একটী কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্যার্থ সুপ্রসিদ্ধ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পর হইতেই ক্রমে ক্রমে ইংলণ্ডে অবাধ বাণিজ্য বিস্তারিত হইতে থাকে।

১৫৮১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম অর্থনীতিসম্বন্ধীয় পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের নাম "Brief conceipt of English policy,"—প্রণেতা উইলিয়ম ষ্টাফোর্ড। প্রায় এই সময়েই, ইটালিদেশে বর্ণার্ডো "The Tuscan Cultivation" নামক অর্থনীতিবিষয়ক পুস্তকে টাস্কানি দেশের আর্থিক বিষয় লিপিবদ্ধ করেন। ইটালীতে এই সময়েই অর্থনীতিবিষয়ক আরও দুইখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। প্রথম খানি, গ্যাস্‌পার স্কারুফি কৃত—"Discourse on money and the true proportion of gold and silver"। এণ্টনিও সেরা প্রণীত—"Brief treatise on the causes which make gold and silver abundant in kingdoms" খানিই দ্বিতীয় পুস্তক।

এই সময়ে, ইংলণ্ডে বাণিজ্যের সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন

হয়। এই মতের প্রবর্ত্তকগণ সুবর্ণ রৌপ্য বা মূল্যবান প্রস্তরাদি দেশের বাহিরে যাইতে দেওয়া কোনরূপেই সঙ্গত বোধ করিতেন না। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সওদাগরগণ ভারতবর্ষে আসিয়া দ্রব্যাদি বিনিময়ে যখন এ দেশীয় দ্রব্যাদি কিনিতে সক্ষম হইলেন না এবং স্বর্ণ বা রৌপ্য ব্যতিরেকে দ্রব্যাদি খরিদ যখন অসম্ভব হইল তখন কোম্পানীকে নগদ মুদ্রায় ত্রিশ সহস্র পাউণ্ড রপ্তানি করিবার আদেশ দেওয়া হইল।

১৬১৩ খৃষ্টাব্দে সার ডাড্‌লি ডিগেস্ "Defence of trade" নামক পুস্তকে ইংলণ্ড হইতে বৎসর বৎসর অনেক টাকা রপ্তানি হইয়া যাওয়া সত্বেও ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্যের সপক্ষে পত্র লেখেন। ১৬২১ খৃষ্টাব্দে সার টমাস মান "Discourse on trade from England into the East Indies" লেখেন। এই পুস্তকে তিনি দেখাইয়া দেন যে, দেশের আমদানী দ্বারাই বৈদেশিক বাণিজ্যের লাভালাভ ঠিক করা যায় এবং রপ্তানির সহিত তুলনায় আমদানী কোন অংশেই কম প্রয়োজনীয় নহে। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রাদি রপ্তানি সম্বন্ধে সকল প্রকার প্রতিবন্ধক, আইন দ্বারা দূরীভূত করা হয়।

ইংলণ্ড যখন অর্থনীতিবিষয়ক প্রস্তাবাদি লইয়া ব্যস্ত ছিল তখন তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্সও নিশ্চেষ্ট ছিলনা। প্রথিতনামা সালী ( Maximilan de Bethunc Duke of Sully) তখন চতুর্থ হেনরীর মন্ত্রী এবং বস্তুতঃ ফ্রান্সের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। দেশের উন্নতির জন্য তিনি কতকগুলি নিয়ম প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিশেষ উল্লেখ যোগ্য,—শস্যাদি রপ্তানি হইবার বিরুদ্ধে যে কয়েকটী নিয়ম প্রচলিত ছিল, সেগুলি কতক পরিমাণে শিথিল করিয়া দেন। কৃষকদিগের উপর যে সমস্ত কর ধার্য্য ছিল সে সকল করের হার কমাইয়া দেন এবং যাহাতে কৃষির উন্নতি হয় তজ্জন্য শিল্পের অনাদর করিতে থাকেন। পরবর্ত্তী কালে

চতুর্দ্দশ লুইর প্রধান মন্ত্রী কোলবার্ট কৃষির অনাদর করিয়া শিল্পের উপরই অধিক যত্ন প্রকাশ করিতে থাকেন। এই উদ্দেশ্য-সাধন মানসে তিনি পাঁচটী বিধি প্রণয়ন করেন। শস্যাদির রপ্তানি বন্ধ করিয়া দেওয়াতে অনেক জমি অকর্ষণাবস্থায় পড়িয়া থাকে এবং দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। বৈদেশিক দ্রব্যাদির আমদানী রহিত করাতে হলণ্ডবাসীরাও প্রতিশোধ কামনায় ফরাসী মদ্যের উপর শুল্ক স্থাপন করে। বাধ্য হইয়া ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে নিমিজিউ-য়েনের সন্ধি দ্বারা ফ্রান্সকে হলণ্ডের সহিত অবাধ বাণিজ্যে আবদ্ধ হইতে হয়। কোলবার্ট, যাহারা বাণিজ্যার্থ নূতন কোম্পানী স্থাপন করিতে লাগিলেন অথবা সামুদ্রিক বাণিজ্যে রত হইতে লাগিলেন, তাঁহাদের নানাপ্রকারে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন এবং অবাধে স্বর্ণ ও রৌপ্যের রপ্তানির অনুমতি দিলেন এই সমস্ত বিষয় যাহাতে সুকৌশলে সম্পন্ন হয় তজ্জন্য কোলবার্ট ফ্রান্সে এক আইন (Ordance de la marine) প্রণয়ন করেন।

এদিকে ইংলণ্ডে ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে সার উইলিয়ম পেটী "Treatise on taxes and contributions" নামক অর্থনীতিবিষয়ক এক পুস্তিকা লেখেন। ইহাতে ইনি স্পষ্টাক্ষরেই বলেন যে "ভূমি এবং পরিশ্রমই অর্থ উপার্জ্জনের মূলমন্ত্র এবং প্রকৃষ্ট উপায়" ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে সার জস্থুয়া চাইল্ড "Brief observations concerning trade and the interest of money" নামক গ্রন্থে বলেন যে প্রত্যেক দেশের সুদের হার গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলেন যে, হলণ্ডে সুদের হার কম বলিয়াই হলণ্ড বাণিজ্যে অত্যন্ত উন্নতি লাভ করিয়াছে। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে মনস্বী লক দুইখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। মূল্য বিষয়ক মত প্রকাশে লকই অগ্রণী। তিনি বলেন যে, পৃথিবীর উৎপন্ন জিনিসের মধ্যে $\frac{৯৯}{১০০}$ অংশ মনুষ্যের পরিশ্রমেরই ফল। এমন কি

যদি আমরা সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখি তাহা হইলে একশত ভাগের মধ্যে নিরানব্বই ভাগই পরিশ্রমের অংশে পড়ে, একভাগ মাত্র প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। লকের পুস্তিকা দুখানির নাম "Considerations on the lowering of interest and raising the value of money" এবং "Further considerations" উভয় পুস্তিকাতেই তিনি "বাণিজ্যিক মিথ্যা সিদ্ধান্তের" ( Mercantile fallacy ) পক্ষে মত দেন। "স্বর্ণ বা রৌপ্য যদিও অল্প লোকের কার্য্যে আসে তাহা হইলেও তাহারাই অর্থ। আমাদের প্রতিবেশী অপেক্ষা আমরা যত স্বর্ণ রৌপ্য জমা রাখিতে পারি আমরা ততই ধনী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিব।" লকের মতে "সাধারণে একমত হইয়া যে দর স্থির করে তাহাই মুদ্রার মূল্য।"

কিছুদিন পরে, "রবিনসন ক্রুসো" প্রণেতা দানিয়েল ডিফো "Giving alms no charity" নামক পুস্তিকায় দেখান যে পাত্রাপাত্র নির্ব্বিশেষে দান করিলে দেশের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। এই সময়েই ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে "ইংলণ্ড ব্যাঙ্ক" ( Bank of England ) স্থাপিত হয়; Chancellor of the Exchequer মনটেগ ১২০০০০০ পাউণ্ড গবর্ণমেণ্টের কার্য্য জন্য ধার লইয়া পাওনাদারদিগকে একটী ব্যাঙ্কে পরিণত করিয়া শতকরা আট পাউণ্ড হিসাবে সুদ দিতে প্রতিশ্রুত হন এবং রাজকরকে ঐ টাকার সুদের প্রতিভূ-স্বরূপ রাখেন। হুইগ্‌গণ এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করাতে, তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী টোরীগণ "ল্যাণ্ডব্যাঙ্ক" নামক অন্য একটী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার উদ্যোক্তাগণ, ব্রিস্‌কো ও চেম্বারলেন—জমি বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ দিবার ব্যবস্থা করেন। ইহা সফলতা লাভ করিতে পারে নাই।

১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে সার ডাড্‌লি নর্থ তাঁহার "Discourses on trade"

লিখেন। তিনি ব্যবসায়ের সমতার (Balance of trade) বিরুদ্ধে মত লিপিবদ্ধ করেন। সার উইলিয়াম ডডেনাণ্ট "Essay on the East-India trade" পুস্তকে অর্থের প্রকৃত অর্থ দেন। "স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা ব্যবসায়ের পরিমাণ যদিও বোঝা যায় তত্রাপি ভূমি ও পরিশ্রম দ্বারা লব্ধ অর্থ'ই মূল অর্থের কারণ।" ইহার পরে যোশিয়া টাকার্ "Essay on French and English trade", "Questions on Commerce", "Elements of commerce and theory of taxes" পুস্তক লেখেন। টাকার্ অবাধ-বাণিজ্যের পক্ষপাতী এবং তিনি আমেরিকাকে স্বাধীনতা দিবার প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, ইংলণ্ডবাসী যখন দোকানদার ( Shop-keeping nation ) ব্যতীত অন্য কিছুই নয় তখন আমেরিকারূপ খরিদ্দারকে জোর করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে ইংলণ্ডরূপ দোকানের কোন লাভ হইবে না।

এই সময়ে ফ্রান্সে অনেকগুলি অর্থনীতিবিৎ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পঞ্চদশ লুইয়ের চিকিৎসক কুইনের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি "Economic picture," "The general maxims for the Economical government of an agricultural kingdom" পুস্তক এবং "Encyclopaedia বা "বিশ্ব-কোষে" কয়েকটী প্রবন্ধ লেখেন। তাঁহার শেষোক্ত পুস্তকে কোন এক জাতি অপর কোন বৈদেশিক জাতির সহিত বাণিজ্য করিলে, যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা অস্বীকার করেন। বাণিজ্য বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই তাঁহার অনুমোদিত ছিল।* ষোড়শ লুইর মন্ত্রী টারগট "Reflections on

* Let entire freedom of commerce be maintained ; for the regulation of commerce, both internal and external, the most sure, the most exact, the most profitable to the nation and to the state, consists in entire freedom of competition."

the formation and distribution of Riches", মিরাবো "The friend of men or a treatise on population, theory of taxation, the economists, rural philosophy or the general and political economy of Agriculture" নামক পুস্তক লেখেন! প্রথিতনামা ভলটেয়ার অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী ছিলেন।

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আদম স্মিথ্ তাঁহার যুগান্তকারী "Wealth of Nations" নামক সুবিখ্যাত পুস্তক লেখেন। স্থানে স্থানে আমরা এ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি। আদম স্মিথ ব্যতীত বেনথাম, ম্যাল-থাস, রিকার্ডো প্রভৃতি কয়েকজন অর্থনীতিবিৎও এ বিষয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ম্যালথাসের "Essay on population" আরোহ পদ্ধতির প্রথম পুস্তক। রিকার্ডো ১৮১৫ সনে (ওয়াটারলুর যুদ্ধের বৎসর) "Essay on the influence of a low price of corn on the profits of stock", ১৮১৬ সনে "Proposals for an economical and secure currency with observations on the profits of the Bank of England" এবং ১৮১৭ সনে "Principles of political economy and taxation" প্রণয়ন করেন। 'খাজনা' বিষয়ক প্রস্তাবে আমরা রিকার্ডো সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করিব। ১৮২১ সনে জেমস্ মিল্ তাঁহার "Elements of Political Economy" প্রকাশ করেন; তিনি রিকার্ডোর মতেরই অনুসরণ করেন। তদীয় পুত্র ষ্টুয়ার্ট মিল ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে "Essays on some unsettled questions of Political Economy" লেখেন এবং ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে "Principles of Political Economy with some of their applications to social philosophy" নামক সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক প্রণয়ন করেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে সিজউক তাঁহার

Elements of Political Economy" প্রকাশ করেন। ইহার পর কেয়ার্ন্‌স্‌, বাজহট্‌, জেভন্‌, ফসেট্‌, মার্শাল্‌ প্রভৃতি স্ব স্ব পুস্তকাদি প্রকাশিত করিয়াছেন।

---

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

## উৎপাদন।

প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা অর্থনীতির উৎপত্তি ও উদ্দেশ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। অর্থের উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময় লইয়া অর্থনীতির কার্য্য। আমরা এই পরিচ্ছেদে উৎপাদন সম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়াস পাইব।

অর্থ উৎপাদন করিতে হইলে তিনটী শক্তি বা উপাদান আবশ্যক—

ভূমি।

ভূমি, পরিশ্রম ও মূলধন। ভূমি অর্থে আমরা কেবল জমি বলিতেছি না—প্রকৃতিদেবী আমাদের যাহা কিছু প্রদান করিয়াছেন তাহাদের সকলকেই ঐ সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়া থাকে। ভূগর্ভ-প্রোথিত মণি, রত্ন, কয়লা, নদ নদী তড়াগস্থ মৎস্যাদি সকলই ভূমির অন্তর্গত।*

মূলধন।

ভূগর্ভে যথেষ্ট কয়লা আছে কিন্তু মনুষ্য-শক্তি প্রয়োগের দ্বারা সে গুলিকে পৃথিবীগর্ভ হইতে উত্তোলন না করিলে উহা কোন কার্য্যেই আসে না। যে শক্তি দ্বারা ভবিষ্যৎ কার্য্যের জন্য ভূগর্ভস্থিত কয়লাকে খনন করিয়া আনা

---

* "By land is meant not merely land in the strict sense of the word, but the whole of the material and the forces which nature gives freely for man's aid, in land and water, in air and light and heat."

হয় তাহাকে পরিশ্রম কহে। কিন্তু কেবল পরিশ্রম দ্বারাই কোন কার্য্য সম্পূর্ণ সাধিত হয় না। অন্যান্য শক্তি বা উপাদানেরও যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে। প্রকৃতি এই সকল উপাদান সরবরাহ করেন। এঞ্জিন নির্ম্মাণোপযোগী ধাতব দ্রব্যগুলি প্রকৃতিদেবী আমাদের দিয়াছেন সত্য, কিন্তু পরিশ্রমের দ্বারা এই দ্রব্যগুলি অন্য দ্রব্যে রূপান্তরিত না করিলে এঞ্জিন প্রস্তুত করা যায় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কোন দ্রব্য ব্যবহারোপযোগী করিতে হইলে অন্ততঃ দুইটী শক্তি আবশ্যক—প্রথম প্রকৃতি দত্ত সকল প্রকার উপাদান (যাহাকে আমরা পূর্ব্বে 'ভূমি' এই সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছি) এবং দ্বিতীয় পরিশ্রম।

মূলধন।

কিন্তু কেবল মাত্র এই দুইটী শক্তিতেই আমাদের কার্য্য সিদ্ধি হয় না। কার্য্যে সফলতা লাভ অর্থাৎ অর্থোৎপাদন করিতে হইলে এই দুইটী ব্যতীত আরও একটী অতীব প্রয়োজনীয় শক্তি আবশ্যক—যাহাকে মূলধন বলা হয়। আমরা প্রকৃতি-দত্ত ধাতবদ্রব্যগুলি পাইয়াছি, পরিশ্রমের জন্য লোকও পাইয়াছি, কিন্তু যে লোক পরিশ্রম করিবে, তাহার নিজ শরীর-রক্ষণ বা পরিবারবর্গের ভরণপোষণার্থ খাদ্যাদি আবশ্যক এবং এই খাদ্যাদি ক্রয়ের জন্য অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থ (ইহাকে আমরা মূলধন বলিব) ব্যতীত ভবিষ্যৎ অর্থোৎপাদনের জন্য কার্য্য পরিচালন করা নিতান্ত অসম্ভব। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ অর্থাগমের জন্য আমাদের অর্থ সঞ্চিত করিয়া রাখিতে হইবে এবং যে অর্থ এই উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত সঞ্চিত করিয়া রাখা হয়, তাহাকে মূলধন নামে অভিহিত করা হয়। * সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃতি-দত্ত কোন বস্তুকে

* "A fund for consumption and devoted to sustain those engaged in future production."

পরিশ্রম দ্বারা আমাদের আবশ্যকোপযোগী কোন বস্তুতে পরিণত করিতে হইলে মূলধন প্রয়োজন। আমরা ক্রমান্বয়ে এই তিনটী বিষয়ই পর্য্যালোচনা করিব।

## ভূমি

প্রথম ভূমির বিষয়ই আলোচিত্য হইল। অনেকেরই ধারণা কেবল উর্ব্বরতার উপরই ভূমির উৎপাদিকাশক্তি নির্ভর করে। বস্তুতঃ তাহা নহে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভূমি হইতে উৎপন্ন দ্রব্য ব্যবহারযোগ্য হইবার পূর্ব্বে পরিশ্রম ও মূলধন আবশ্যক। সুন্দরবনের প্রায় অধিকাংশ জমিই যথেষ্ট উর্ব্বরা, কিন্তু শুধু ভূমি উর্ব্বরা হইলেই কি চলে? এই ভূমি হইতে ফসল উৎপন্ন করিতে হইলে, পরিশ্রম ও মূলধনের আবশ্যক। ছোটনাগপুর অঞ্চলের অনেক জমি কঙ্কর পরিপূর্ণ এবং একপ্রকার অনুর্ব্বরা বলিলেও চলে কিন্তু সেখানেও মূলধন ও পরিশ্রম প্রয়োগে ফসল উৎপাদিত হইয়া থাকে। আবার, সুন্দরবনে উৎপন্ন ধান্য, চাউল কলিকাতায় রপ্তানি করিতে হয়, কেন না সুন্দরবনে এত লোক নাই, যে সেগুলি সেখানেই বিক্রয় হইতে পারে। চাউল কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলে পাঠাইতে যে খরচ পড়ে, বস্তুতঃ উহা ভূমির উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য হইতে বাদ যায়। এরূপ ক্ষেত্রে, যদি সুন্দরবনে কোন দিন লোকসংখ্যা এরূপ বৃদ্ধি পায় যে উৎপাদিত সমস্ত ফসলই সেখানে ব্যয় হইতে পারে, তাহা হইলে জমির উর্ব্বরতা স্বল্প পরিমাণে হ্রাস পাইলেও ঐ জমির অর্থ-উৎপাদনের ক্ষমতা

বেশী হইল, ইহাই বলিতে হইবে। তখন আর চাউল রপ্তানির ব্যয় থাকে না এবং সেই জন্য ইহার একটী কার্য্যকরী শক্তি ( utility ) বৃদ্ধি পায়। এই অভাবপূরণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে উহার মূল্যও বাড়িয়া যায়। এই জন্য যাহাতে পণ্যদ্রব্য এক স্থান হইতে ( অর্থাৎ যে স্থানে উহার অভাব নাই ) অন্য স্থানে ( অর্থাৎ যে স্থানে পণ্যদ্রব্যের অভাব আছে ) সহজে রপ্তানি হইতে পারে। এইরূপ অনুষ্ঠানে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়। ছোটনাগপুর অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে কাষ্ঠ পাওয়া যায় কিন্তু ক্রেতা কম বলিয়া কাষ্ঠের মূল্যও খুব কম। এই কাষ্ঠ যদি কোন দিন কলিকাতায় স্বল্প-ব্যয়ে আনিবার সুব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে ইহার মূল্য বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, সে সময় ছোটনাগপুরে ভূমির উর্ব্বরতাশক্তিও বেশী হইবে।*

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে অনেক সময় অনেক দ্রব্য অধিক পরিমাণে আবশ্যক হয়, এবং যে জমিতে ঐ সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপন্ন হয়, সেই সকল জমির উৎপাদিকা শক্তি অধিক হয়। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা সহজে প্রতীয়মান হইবে। অষ্ট্রেলিয়ায় যথেষ্ট পশুচারণের ভূমি

---

* দেওয়ান বাহাদুর আম্বালাল সকরলাল সুরাট শিল্প সমিতিতে যথার্থই বলিয়াছিলেন, "The question of a cheap and quick transport of our goods from one part of the country to another has not received the attention it deserves. It is however of vital importance to the growth of our industries * * * It is as new blood to a living organisation. It is by quick and cheap transport that America has achieved her industrial preeminence. Indian goods need very cheap freights and rapid transport."

ছিল, এবং সেখানে পশুর পশমের মূল্য বেশী ছিল। কিন্তু পশুর মাংসের মূল্য তত অধিক ছিল না। ইহার কারণ এই যে, পশম অনায়াসে এবং অল্পব্যয়ে ইংলণ্ডে রপ্তানি করা যাইত, কিন্তু মাংস দেশেই নষ্ট হইয়া যাইত। অধিবাসীরা যাহা খাইতে না পারিত, তাহা কোন কার্য্যেই আসিত না এবং উহা রপ্তানি করিবার ও সম্ভাবনা ছিল না বলিয়া নষ্ট হইত। কিছু দিন পরে, যখন অষ্ট্রেলিয়ার সুবর্ণ-খনি আবিষ্কৃত হইল তখন এই অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিল। অর্থলোভে, দলে দলে লোক অষ্ট্রেলিয়ায় বাস করিতে লাগিল। লোকবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাংসের মূল্যও বেশী হইয়া গেল। পশুচারণের ভূমির উর্ব্বরতা পূর্ব্বের ন্যায়ই থাকিয়া গেল, কিন্তু উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য এবং লোকবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূমির মূল্য অধিক হইয়া যাওয়াতে, ভূমির অর্থোৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি পাইল।

'ক্রমিক আয়-হ্রাসের নিয়ম।'

অধ্যাপক মার্শাল এই প্রসঙ্গে একটি নিয়মের কথা লিখিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ভূমি-কর্ষণে মূলধন ও পরিশ্রম বৃদ্ধি করিয়া উৎপন্নদ্রব্যগুলিকে অধিক মূল্যবান করিতে হইলে উৎপন্নদ্রব্যের পরিমাণ দিন দিন কম হইয়া যায়। অধ্যাপকমহাশয় এই নিয়ম ব্যাখ্যা করিবার সময় বলিয়াছেন যে, উৎপন্নদ্রব্যের পরিমাণ বিবেচনা করিবার সময় যদি কোন বিশেষ কারণে উহার মূল্য বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে সেই কারণ গুলি পৃথক করিয়া এই নিয়মের বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। অনেক সময় নূতনরেল হওয়ার দরুণ নিকটবর্ত্তী পল্লীর পণ্যদ্রব্যের মূল্যের যথেষ্ট তারতম্য হয়। সেই জন্য মার্শাল বলিয়াছেন যে, এই নিয়ম কেবল মাত্র উৎপন্নদ্রব্যের পরিমাণের বিষয়ই বিবেচনা করে—মূল্যের বিষয় নহে। এই নিয়ম বা বিধিকে তিনি "ক্রমিক আয় হ্রাসের নিয়ম" এই আখ্যা

প্রদান করিয়াছেন। এই নিয়ম পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, যে কৃষিতত্ত্বের উন্নতি হইলে কোন কোন ভূমির উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে পারে। এমনও হইতে পারে,—যে, পূর্ব্বে যে পরিমাণে মূলধন ও পরিশ্রম প্রয়োগ করা হইত, তদপেক্ষা অধিক মূলধন ও পরিশ্রম নিয়োগ করিলেই কৃষিতত্ত্বের উন্নতি না হইলেও সেই জমির উৎপন্নদ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু অধিক পরিশ্রম ও মূলধন যে হারে প্রয়োগ করা হইবে, উৎপন্নদ্রব্যের পরিমাণ সেই হারে বৃদ্ধি হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, কৃষিতত্ত্বের যতই উন্নতি হউক না কেন, অধিক ফসল পাইবার জন্য ক্রমাগত অতিরিক্ত মূলধন ও পরিশ্রম ব্যয় করিলেও মূলধন ও পরিশ্রমের অনুপাতে উৎপন্ন দ্রব্য পাওয়া যাইবে না; অর্থাৎ উৎপন্নদ্রব্যের পরিমাণ কম হইবে।

মাত্রা।

প্রত্যেক জমিতে মূলধন ও পরিশ্রম নিয়োগের একটী সীমা বা মাত্রা আছে। এই সীমা অতিক্রম করিবার পূর্ব্বে যে মূলধন ও পরিশ্রম প্রয়োগ করা হয়, সেই মূলধন ও পরিশ্রমের পরিমাণকে 'মাত্রা' ( dose ) বলা হয়। যে মাত্রা হিসাব করিয়া কৃষক তাহার ভূমি, পরিশ্রম ও মূলধনের ঠিক প্রতিদান পায়, (অর্থাৎ না বেশী না কম) পায় তাহাকে "শেষ মাত্রা" এবং ঐ প্রতিদানকে "শেষ প্রতিদান" বলা হয়। মনে করুন, কোন জমির উৎপন্নদ্রব্যের দ্বারা কেবল মাত্র চাষের ব্যয় নির্ব্বাহ হয় কিন্তু কিছুই উদ্বৃত্ত থাকে না; সেক্ষেত্রে ঐ জমিতে 'শেষমাত্রা' প্রদান করা হইয়াছে ইহা বলা হয়। এই শেষমাত্রা অতিক্রম করিয়া যদি এ প্রকার জমিতে আর অধিক পরিশ্রম এবং অধিক মূলধন প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলেই কৃষককে লোকসান করিয়া জমি চাষ করিতে হইবে।*

---

* "It is not necessary for the argument to suppose that there is any such land ; what we want to fix our minds on is the return

## পরিশ্রম।

এক্ষণে পরিশ্রমের কথা ধরুন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে প্রকৃতিদেবী আমাদের অনেক উপাদান সদাসর্ব্বদাই সরবরাহ করিতেছেন। পরিশ্রম ও মূলধন আমাদের সেই স্বাভাবিক উপাদানগুলি ব্যবহারোপযোগী করিয়া দেয়। প্রায় দেখা যায়, সকল দ্রব্যই কার্য্যোপযোগী করিয়া লইবার পূর্ব্বে আমাদের অনেক প্রকার প্রক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এই সকল প্রক্রিয়ায় পরিশ্রম প্রয়োজন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের নিত্য-ব্যবহার্য্য বস্ত্রের কথা আলোচনা করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনের ফলে, বঙ্গে কয়েকটী "মিল" স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে কার্য্যের অনেক সুবিধা এবং পরিশ্রমের লাঘব হইতেছে। তথাপি একখানি বস্ত্র-বয়ন করিতে হইলে কতকগুলি প্রক্রিয়া আবশ্যক। তুলা হইতে সূত্র প্রস্তুত হইতেছে। সেই সূত্র হইতে বস্ত্র-প্রস্তুত হইতেছে, ঐ বস্ত্রই পাইকারগণ আবার খুচরা দোকানদারগণকে বিক্রয় করিতেছে। পল্লীগ্রামে ঐ সকল বস্ত্র পরিধান করিয়া আমরা সকলে লজ্জা নিবারণ করিতেছি। ইহার

---

to the marginal dose ; whether it happens to be applied to poor land or to rich, does not matter ; all that is necessary is that it should be the last dose which can *profitably* be applied to the low" Marshall. ভারতবর্ষের ন্যায় কৃষিপ্রধানদেশে এই নিয়ম যথার্থ বর্ত্তে। মহামতি গোখলে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে কৃষকগণের অজ্ঞতা ও মূলধনের অভাব হেতু, ভূমির উর্ব্বরতা দিন দিন অত্যন্ত হ্রাস পাইতেছে এবং শস্যও দিন দিন কম হইয়া যাইতেছে। অধ্যাপক মার্শাল বলেন, যে ভূমির ক্রমিক আয়-হ্রাসের নিয়ম অবশ্যম্ভাবী।

প্রত্যেক প্রক্রিয়ার মধ্যে অনেক পরিশ্রম আবশ্যক হইতেছে। বীজ বপন হইতে বস্ত্রপরিধান পর্য্যন্ত অনেকগুলি প্রক্রিয়া আবশ্যক, যেমন আমেরিকা হইতে বীজ আনয়ন, বীজবপন ও রক্ষণ, সূত্র প্রস্তুত করন, বস্ত্রবয়ন; এইগুলি ব্যতীত আরও অনেক প্রক্রিয়ার আবশ্যক হয়। বীজ আমেরিকা হইতে জাহাজে করিয়া আনিতে হয়, এই জাহাজ নির্ম্মাণে কত শত লোককে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। জাহাজ পরিচালনে নাবিক আবশ্যক। তারপর, বীজ বোঝাই, খালাস, প্রভৃতি কার্য্যে কত শত সহস্রলোকের পরিশ্রমের উপর এই সামান্য নিত্য ব্যবহার্য্য বস্ত্র-প্রস্তুত নির্ভর করে। আমরা, বাল্যকালে পড়িয়াছি যে, একটি ভদ্রলোক তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্রগণকে "দশসহস্রলোকের প্রস্তুত পিষ্টক" ভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। পরে সেই পিষ্টক, ভোজনালয়ে নীত হইলে তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্রগণ বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইল। কেননা "দশসহস্র লোকের প্রস্তুত পিষ্টক" সাধারণ পিষ্টক ব্যতীত আর কিছুই নহে। তখন তিনি শ্লেট পেনসিল লইয়া বীজবপন হইতে পিষ্টক প্রস্তুত পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রক্রিয়া গুলির মধ্যে কত সহস্রলোকের পরিশ্রম প্রয়োজন হইয়াছে তাহার হিসাব করিতে বলিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অর্থ উৎপাদনে পরিশ্রম একটি প্রধান অঙ্গ বা শক্তি।

'ফলোৎপাদক ও অফলোৎপাদক পরিশ্রম।'

পরিশ্রম ব্যতীত কোন অর্থই উৎপাদিত হয় না, কিন্তু সকল পরিশ্রমই অর্থোৎপাদনে আনুকূল্য করে না। এই জন্য পরিশ্রমকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়—'ফলোৎপাদক পরিশ্রম' এবং 'অফলোৎপাদক পরিশ্রম।' যে পরিশ্রমে অর্থ উৎপাদিত হয়, তাহাকে ফলোৎপাদক এবং যাহাতে তাহা না হয় তাহাই অফলোৎপাদক পরিশ্রম। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রকৃতিদেবী উপাদান সরবরাহ

করেন। আমরা নিজেরা এই প্রকার মৌলিক উপাদান প্রস্তুত করিতে পারি না। আমরা কেবল মাত্র প্রকৃতি-দত্ত উপাদান সকল একত্র করিয়া বা বিশ্লেষণ করিয়া নিজেদের মনোমত দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারি। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, প্রকৃতিদেবী যেরূপ নিজ-অনায়াস লব্ধ উপাদান দ্বারা নিজে কিছুই করিতে পারেন না, আমরাও সেই রূপ উপাদান ব্যতীত শুধু পরিশ্রম দ্বারা কিছুই করিতে পারি না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যে পরিশ্রম উপাদান সমূহে ফল অর্পণ করে ( অর্থাৎ যাহাতে অর্থোৎপাদন হয় ) তাহাই ধনোৎপাদক বা ফলোৎপাদক পরিশ্রম। কৃষক, শিল্পী প্রভৃতির কর্ম্ম এই হিসাবে ফলোৎপাদক। যাহারা পণ্যদ্রব্য এক স্থল হইতে অন্যস্থলে বহন করিয়া লইয়া যায়, তাহারাও এইরূপ পরিশ্রম করে। শান্তিরক্ষক কর্ম্মচারীগণেরও পরিশ্রম ফলোৎপাদক, কারণ, দ্রব্যাদি উপযুক্ত ভাবে রক্ষা না করিলে, তাহা হইতে ফল উৎপন্ন হয় না।

অনেকে বলেন একপ্রকার পরিশ্রম আছে, যাহাতে প্রত্যক্ষে কোন অর্থ উৎপাদিত হয় না এইরূপ বোধ হয়, কিন্তু তাহা হইতে পরোক্ষে যথেষ্ট ফল উৎপাদন হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, অনেক সময় কোন রেলের রাস্তা আরম্ভ হইয়া কিছু দিন পরে তাহা পরিত্যক্ত হয়। এ ক্ষেত্রে অনেক বৃথা পরিশ্রম হইয়া যায়,—রেল-নির্ম্মাণে যে পরিশ্রম ব্যয় হইয়াছে তাহাতে কোন রূপ অর্থ উৎপাদিত হইল না।

অন্য এক প্রকার পরিশ্রম আছে, যাহাদ্বারা প্রত্যক্ষ কোন অর্থ উৎপাদিত হয় না—এইরূপ বোধ হয়; কিন্তু তাহা হইতে পরোক্ষে যথেষ্ট ফল উৎপন্ন হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শিক্ষার বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মানসিকবৃত্তি সকল পরিমার্জ্জিত হয়। সেই জন্য শিক্ষিত ও অশিক্ষিত কারিকরের কার্য্যের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ পরিলক্ষিত

হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত শান্তিরক্ষকদিগের কার্য্য এই পরোক্ষ আখ্যার অন্তর্ভূত, * এবং ইহা স্পষ্ট বলা যাইতে পারে যে, যিনি যে কোনও প্রকারে শ্রমজীবীদিগের শারীরিক বা মানসিক উন্নতি করেন, জাতীয় উন্নতিতে তাঁহার স্থান অনেক উচ্চে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই জন্য অনেক পরিশ্রম যাহা প্রথমে ফলোৎপাদক নহে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, বিবেচনা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, উহা প্রকৃত ফলোৎপাদক। শিক্ষকের পরিশ্রম এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত।

---

* Ten years of National Growth নামক প্রবন্ধে প্রথিত নামা মুলহাল সাহেব যাহা লিখিয়াছেন এবং যাহার সারাংশ ফসেট সাহেব তাঁহার পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে আমাদের বক্তব্য আরও সুস্পষ্ট হইবে বলিয়া এস্থানে উহা উদ্ধৃত করিলাম।

A comparison of the years 1874 and 1885 shows that the number of children at school, in the Unitedkingdom, increased from 2,565,400 to 4,329,450. During the same period there was a very satisfactory decrease of crime and pauperism, amounting to 33 to 36 per cent respectively ; there was diminution in the consumption of alcohol per head from 2.33 gallons to 1.79 gallons, while at the same time there was an increase in the consumption per head of all the principal necessaries of life, such as meal, sugar, tea &c. ; the money in the Savings Banks in the same ten years increased from 67 to 94 millions, and the money in Mutual benefit Societies from 20 to 62 millions অর্থাৎ শিক্ষার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে চৌর্য্য-বৃত্তি, মাদকতা প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। সেভিংস ব্যাঙ্কে যথেষ্ট টাকা মজুদ হইতেছে এবং শ্রমজীবিগণের সন্তানগণ শিক্ষা-প্রাপ্ত হওয়াতে তাহাদের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে। রেভারেণ্ড হর্সলি তাঁহার "Jottings from Jail" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন "I wish the school net were more diligently and success-

পূর্ব্বোক্ত সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমরা ফলোৎপাদক পরিশ্রমকে নিম্নলিখিত প্রকারে ব্যাখ্যা করিতে পারি যে, যে পরিশ্রম প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে উপাদান সমূহে ফল অর্পণ করিয়া অর্থোৎপাদন করে, তাহাই "ফলোৎপাদক পরিশ্রম।" পক্ষান্তরে, যে পরিশ্রম প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে দেশের অর্থবৃদ্ধির সহায়তা করে না, তাহাকে "অফলোৎপাদক পরিশ্রম" বলে। এই জন্য গায়ক, অভিনেতা, নর্ত্তক প্রভৃতির পরিশ্রম আমাদের অর্থবৃদ্ধির সাহায্য করে না। ইহাদের পরিশ্রমের ফল কোন বস্তু বিশেষে নিহিত থাকে না বা ভবিষ্যতেও কোন উপকার উৎপাদন করে না। অনেকের মতে রাজনৈতিকদিগের পরিশ্রম অফলোৎপাদক। এই বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। তথাপি আমাদের মতে রাজনৈতিকগণের পরিশ্রম পরোক্ষে ফলোৎপাদন করে।

পরিশ্রমের অর্থোৎপাদিকাশক্তি নানাকারণে বৃদ্ধি পায়। প্রথমতঃ ভূমির উর্ব্বরতা এবং মূলধনের আধিক্যের জন্য ঐ শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি হয়। তৎপরে বৈপ্রেতি ( energy ) এবং মানসিক শক্তি এই দুইটী ক্ষমতা থাকিলে শ্রমজীবিগণ কার্য্যে উন্নতিলাভ করিতে পারে। এই দুইটী শক্তির আধিক্য ও অভাবের জন্য ইংরাজ ও আইরিশ শ্রমিকগণের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ দেখা যায়। আমাদের দেশে পশ্চিমদেশীয় মজুরগণ অধিক

---

fully cast. Of 78,416 persons apprehended in London, there were 8426 males and 4677 females who could neither read nor write, while 45021 males and 4677 females are described as being able to read and write imperfectly i.e. out of 78,416 persons apprehended 75,789 were altogether uneducated or imperfectly educated." জেলে ৭৮৪১৬ জন কয়েদীর মধ্যে ৮৪২৬ জন পুরুষ এবং ৪৬৭৭ জন স্ত্রীলোক একবারেই লেখা পড়া জানিত না।

পরিশ্রমী বটে, কিন্তু তাহাদের বুদ্ধিমত্তা কম। পক্ষান্তরে, বঙ্গদেশীয় শ্রমজীবিগণ স্বল্প পরিশ্রমী হইলেও বুদ্ধিমত্তায় অপর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শান্তিপুরের রাজমিস্ত্রীর বেতন মাসিক কুড়ি টাকা; হাজারিবাগে রাজমিস্ত্রীর বেতন সাড়ে সাত টাকা মাত্র। শেষোক্ত স্থলে মিস্ত্রীগণ প্রাতে ৭ হইতে ১২টা ও বৈকালে ১টা হইতে ৫টা একুনে ৯ ঘণ্টা করিয়া পরিশ্রম করে। শান্তিপুরে 'রাজেরা' ১১টা হইতে ৫টা অর্থাৎ ৬ ঘণ্টা পরিশ্রম করে; তথাপি ইহাদের বেতন বেশী। কিন্তু হাজারিবাগের মিস্ত্রীরা তিন দিনে যে কার্য্য করে, শান্তিপুরের রাজেরা এক দিনেই প্রায় সেই কার্য্য করিয়া থাকে। সুতরাং কার্য্যের অনুপাতে শান্তিপুরের মিস্ত্রীরাই শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ অধিক অর্থোৎপাদনে সহায়তা করে।

শিক্ষার উপর অর্থোৎপাদন যথেষ্ট নির্ভর করে। শিক্ষা দ্বারা যে শুধু বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হয়, তাহা নহে, মানসিকবৃত্তির সহিত নৈতিকবৃত্তির ও উন্নতি হয়। সেই সঙ্গে পরিশ্রমোৎপন্ন ফলের হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়। অসৎ শ্রমজীবি থাকিলে তাহাদের উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য অধিক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হয় এবং সেই জন্য উৎপন্নদ্রব্যের মূল্যের ও তারতম্য হয়। মনে করুন, বিশ জন শ্রমজীবির কার্য্য-পরিদর্শনের জন্য এক জন পরিদর্শক আবশ্যক। সাধারণতঃ পরিদর্শকের বেতন, সাধারণ শ্রমজীবিগণের অপেক্ষা অনেক বেশী হয়। কিন্তু যদি কর্ম্মকর্ত্তা তাহাদিগের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন এবং নিজের একার পরিদর্শনই যথেষ্ট বিবেচনা করেন, তাহা হইলে এই পরিদর্শকের বেতন তাঁহাকে দিতে হয় না। কর্ম্মকর্ত্তা অনায়াসে এই পরিদর্শকের বেতনের কিয়দংশ শ্রমজীবিদিগকেও দিতে পারেন অথবা ইচ্ছা করিলে তিনি উৎপন্নদ্রব্যের ও মূল্য হ্রাস করিতে পারেন। প্রথমোক্ত উপায় অবলম্বন করিলে শ্রমিকদিগের লাভ হয়, এবং দ্বিতীয় প্রকারে সর্ব্বসাধারণের লাভ হয়।

আমাদের দেশে ঘরে ঘরে শিক্ষা প্রচলিত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ১৯০২ সনে মহামান্য গবর্ণর-জেনারেল বাহাদুরের সভায় আয়-ব্যয় হিসাবে যে তর্ক-বিতর্ক হয়, তাহাতে মান্যবর গোখলে মহোদয় বলিয়াছিলেন যে, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের মধ্যে দশজন বালকের মধ্যে নয়জন অশিক্ষিত থাকে। ইহা গভীর পরিতাপের বিষয় যে, পাঁচটীগ্রামের মধ্যে চারিটীগ্রামে পাঠশালাও নাই; অথচ শিক্ষার জন্য যে ব্যয় হইতেছে, তাহার হার কয়েক বৎসর হইতে একই রহিয়া যাইতেছে। তৎপর, তিনি ইংলণ্ডের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তথায় পাঠশালা বা স্কুলে সকল বালককেই যাইতে হয়। পঞ্চদশ বৎসরে শিক্ষার ব্যয় সাড়ে চারি কোটী হইতে প্রায় বার কোটীতে পরিণত হইয়াছে, তথাপি তথাকার জন সাধারণের নেতাগণ ইহাতেও সন্তুষ্ট হইতেছেন না। বড়লাট সভার অন্যতম সদস্য এবং ভারতবর্ষীয় শিল্প-বৈঠকের সম্পাদক মাধোলকার মহাশয়ও ঠিক একই কথা অন্যত্র বলিয়াছেন।* ইংলণ্ড এখনও ধন-

শিক্ষার আবশ্যকতা।

* "England still occupies a pre-eminent position among the progressive nations of the world as a manufacturing and exporting country. But because her supremacy is threatened and other nations who only a generation ago were far behind her, her leaders are urging to quicken her pace and to strengthen and qualify herself for effecting their object. If such admonition, if their waking up, is found necessary for England, how much more imparative is it in the case of India." And again "Some education is necessary even for workmen and artizans and that our industrial development can not be said to be established on a solid foundation, unless

শালী দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তত্রাপি অন্যান্য জাতির উন্নতি দেখিয়া তথাকার নেতাগণ যাহাতে অন্যান্য দেশাপেক্ষা ইংলণ্ড বরাবরই উন্নতির শীর্ষ স্থানে থাকিতে পারে তজ্জন্য অনবরত চেষ্টা করিতেছেন। ইংলণ্ডের পক্ষে যদি ইহা প্রযোজ্য হইতে পারে, তবে ভারতবর্ষের পক্ষে ইহা কত দূর প্রযোজ্য, তাহা সকলেই বিচার করিতে পারেন। বস্তুতঃ আমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে শিক্ষা বিস্তার। অন্যান্য দেশের সহিত সংক্ষেপে আমরা আমাদের দেশের তুলনা করিয়া এই বিষয়টী আরও একটু সরল ও সহজ বোধ্য করিবার চেষ্টা করিব।

প্রথমতঃ ইংলণ্ডের কথা ধরুন। গত ১৯০১ সনের আদম সুমারিতে দেখা গিয়াছে যে সাড়ে একত্রিশ কোটী লোকের মধ্যে ৪৬৬৬,০০০ বালক প্রাথমিক বিদ্যালয়েই অধ্যয়ন করে। উচ্চবিদ্যালয়ের বা কলেজের ত কথাই নাই। গত বিশ বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি শিল্প-বিদ্যালয় ( Technical ) স্থাপিত হইয়াছে। মাঞ্চেষ্টারনগরীতে একটী টেক-নিক্যাল বিদ্যালয়ের জন্য ৪৫ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে। লীডস্ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত অন্য একটী টেকনিক্যাল বিদ্যালয়ের জন্যও প্রায় ঐরূপ ব্যয় হইয়াছে। লণ্ডনে শিল্প-শিক্ষার জন্য অনেক

---

the mass of operatives, on whose labours it would depend are filled physically, intellectually and morally for his work." Rao Bahadur R. N. Mudholkar in "Education and industrial development."

আমাদের পরম ভক্তিভাজন রাজরাজ্যেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয় বাৎসরিক পঞ্চাশ লক্ষ টাকা নিম্ন-শিক্ষার জন্য দিতে আদেশ করিয়াছেন। তাহাতে দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে। এ দান—রাজরাজ্যে-শ্বরেরই উপযুক্ত হইয়াছে।

গুলি বিদ্যালয় আছে, এতদ্ব্যতীত মাঞ্চেষ্টার, বার্ম্মিংহাম, লীডস্ প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ নগরীতে অনেক শিল্প-বিদ্যালয় আছে। অনেকগুলির ব্যয় গবর্ণমেণ্ট বহন করেন, কয়েকটীর ব্যয় সদাশয় ব্যক্তিগণ বহন করিয়া থাকেন।

পাশ্চাত্য প্রদেশ।

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে প্রত্যেক প্রদেশে এই সকল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সেগুলিতে বিনা বেতনে অধ্যয়ন করিতে দেওয়া হয়। এই সমস্ত ষ্টেট কলেজ ব্যতীত ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের অন্যান্য বিদ্যালয় আছে। সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্র (Modern Review) মডার্ণ রিভিউতে সন্ত নিহাল সিংহ এই প্রকার অনেকগুলি স্কুলের বৃত্তান্ত দিয়াছেন। যদি আমেরিকার দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমাদিগের ধনকুবেরগণ ঐরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা হইলে দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে। জর্ম্মনীও শিল্প-বিদ্যায় বিশেষ অগ্রণী। বার্লিনের King's Technical High Schoolএ পনের শতের অধিক ছাত্র অধ্যয়ন করে। ফ্রান্স শনৈঃ শনৈঃ এ বিষয়ে অগ্রসর হইতেছে। পেরী নগরীর Music Des arts Metris বিদ্যালয়ে অনেক ছাত্র অধ্যয়ন করে। বস্তুতঃ গাইকোয়ার মহোদয় কলিকাতা শিল্পসমিতির অধিবেশনে সত্যই বলিয়াছিলেন,—"Education has undergone a complete revolution in the West within the present generation. The great armaments of the Western nations, their vast armies and their navies, do not receive greater attention and greater solicitude in the present day than that education in industrial pursuits which befits them for the keener struggle, which is

continually going on among nations for industrial and manufacturing supremacy" অর্থাৎ পাশ্চাত্য দেশে সৈন্য বৃদ্ধির দিকে যেরূপ লক্ষ্য থাকে তদপেক্ষা শিল্প-শিক্ষা বিস্তারের প্রতি অধিক লক্ষ্য থাকে। "আমরা কি শুধু পড়ে রব পিছে ?"

জাপান।

জাপানে প্রত্যেক বালকবালিকা ছয় বৎসরে পড়িলেই বিদ্যালয়ে যাইতে বাধ্য। নতুবা আইনানুসারে তাহাদের দণ্ডনীয় হইতে হয়। শতকরা নব্বই জন লোকে এইক্ষণে জাপানে লেখা পড়া শিক্ষা করে। সাধারণতঃ প্রাথমিকশিক্ষার জন্য কোন বেতন লওয়া হয় না। প্রাথমিক এবং উচ্চ বিদ্যালয়ে নৈতিকশিক্ষাও দেওয়া হয়। কলেজে বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদিগকে নৈতিক ও মানসিক শিক্ষাও দেওয়া হয়। বৈজ্ঞানিক ও শিল্প-শিক্ষার যথেষ্ট প্রচলন আছে।

পর পৃষ্ঠার তালিকা দৃষ্টে এ বিষয় স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

| দেশের নাম | লোক সংখ্যা in millions | প্রতি দশ লক্ষে কত লোক ভর্ত্তি | লোক সংখ্যার অনুপাতে ভর্ত্তি (লক্ষ) | মোট ব্যয় (পাঃ হিঃ) ১ পা = ১৫৲ | লোক প্রতি ব্যয় | মন্তব্য | উচ্চ শিক্ষা | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | দেশের নাম | লোক সংখ্যার অনুপাতে ব্যয় |
| | | | | | শি. পে. | | | পেন্স |
| অষ্ট্রীয়া | ৪১. ৪ | ৬. ২ | ১৫ | ৫. ৩৫ | ২ ৬ | | অষ্ট্রীয়া | ৬ |
| বেলজিয়াম | ৬. ৭ | ·৮ | ১৪. ৫ | ১. ৫ | ৪ ৬ | | বেলজিয়ম | ৬ |
| দেনমার্ক | ২. ২ | ·৩ | ১৪ | ... | ... | | দেনমার্ক | ৮ |
| ফ্রান্স | ৩৮. ৫ | ৫. ৫ | ১৪. ৪ | ৮. ৯ | ৪ ১১ | | ফ্রান্স | ৬ |
| প্রুসিয়া | ৩৪. ৫ | ৬. ·৩ | ২০ | ৯. ২ | ৫ ৫ | | জর্ম্মানি | ৭ |
| ইংলণ্ড ও ওয়েলস্ | ৩১. ৭ | ৫. ৭ | ১৭. ৭ | ১২. ১ | ৫ | | গ্রেটবৃটেন | ১১ |
| স্কটল্যাণ্ড | ৪. ৩ | ৭. ৩ | ১৭ | ১. ৬ | ৭ ৮ | | গ্রীস | ২ |
| আয়র্লণ্ড | ৪. ৫ | ·৮ | ১৭. ৬ | ১. ২ | ৫ ৫ | | ইতালি | ৩৭ |
| গ্রীস | ২. ৫ | .১৬ | ৬. ৭ | ... | ... | | নরওয়ে | ৪ |

| দেশের নাম | লোক সংখ্যা in millions | প্রতি দশ লক্ষে কত লোক ভর্ত্তি | লোক সংখ্যার অনুপাতে ভর্ত্তি ( লক্ষ ) | মোট ব্যয় (পাঃ হিঃ) ১পা = ১৫৲ | লোক প্রতি ব্যয় | মন্তব্য | উচ্চ শিক্ষা | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | দেশের নাম | লোক সংখ্যার অনুপাতে ব্যয় |
| | | | | | শি. পে. | | | পেন্স |
| ইতালি | ৩. ২ | ২. ৪ | ৭. ৩ | ২. ৫ | ১ ৭ | | রুসিয়া | ২ |
| নরওয়ে | ২ | .৩ | ১৬. ৪ | ৪. ৫ | ৪ ৬ | | স্পেন | ১½ |
| পর্ত্তুগাল | ৫ | .২৪ | ৪. ৭ | ... | ... | | সুইডেন | ৬½ |
| রুসিয়া | ১২৬. ৫ | ৩. ৮ | ৩ | ৪ | ৮ | | সুইজরলণ্ড | ১১ |
| স্পেন | ১৮. ২ | ১. ৪ | ৭. ৪ | ... | ... | | যুক্তরাজ্য | ১১ |
| সুইডেন | ৫. ১ | .৭৪ | ১৪. ৫ | ১. ১ | ৪ ২ | | কানাডা | ১০ |
| সুইজরলণ্ড | ৩. ১ | ·৬৫ | ২০. ৭ | ১. ৩ | ৮ ৫ | | অষ্ট্রেলেসিয়া | ৮ |
| ভারতবর্ষ | ২২১. ২ | ৩. ১৬ | ১. ৪ | ·৭৬ | ৮৩ | | ভারতবর্ষ | ৪½ |

| দেশের নাম | লোক সংখ্যা | প্রতি দশ লক্ষে ভর্ত্তি | অনুপাতে ভর্ত্তি | মোট ব্যয় | লোক প্রতি ব্যয় | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | শি. পে. | |
| জাপান | ৪২. ৭ | ৩. ৩ | ৭. ৮ | ২ | ১১ | |
| কেপকলোনি | ১. ৫ | .১৫ | ৯. ৬৫ | .২৭ | ৩ ৬ | |
| নেটাল | .৫৪ | .০২ | ৪. ৫০ | .০৬ | ২ ২ | |
| মিশর | ৯. ৭ | .২১ | ২. ১৭ | ... | ... | |
| যুক্তরাজ্য | ৭৫. ৩ | ১৫. ৩ | ২০. ৯ | ৪৪. ৫ | ৯ ১০ | |
| কানাডা | ৫. ২ | .৯৫ | ১৮ | ২ | ৭ ৯ | |
| অষ্ট্রেলিয়া | ৪. ৩ | .৭৯ | ১৮ | ২. ৫ | ১১ ৭ | |

এই প্রসঙ্গে ১৯০৩ সনের আয়-ব্যয়ের হিবাবের বক্তৃতায় গোখলে বলিয়াছেন "These figures tell a most melancholy tale and show how hopelessly behind every other civilized nation on the face of the earth we are in the matter of public education." এই মন্তব্যের উপর কোন কথা বলিবার স্পর্দ্ধা রাখি না। আমরা কেবল মাত্র দেশবাসীর দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিয়া এই প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিলাম।

অন্যের তুলনায় ভারতবর্ষ অনেক পশ্চাৎ।

আদম স্মিথ বলিয়াছেন যে, পরিশ্রমকে বিভাগ করিয়া লইলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। কোন বস্তু উৎপাদন করিতে একই ব্যক্তি শ্রম না করিয়া, যদি বিভিন্ন ব্যক্তি ঐ দ্রব্যটীর ভিন্ন ভিন্ন অংশ প্রস্তুত করে, তাহা হইলে ঐ দ্রব্যটী সত্বর এবং সুন্দররূপে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাকে শ্রম-বিভাগ বলা যায়। উদাহরণস্বরূপ আদম স্মিথ বলিয়াছেন, আলপিন প্রস্তুত করিতে অষ্টাদশ প্রকারের প্রক্রিয়ার আবশ্যক। প্রথমতঃ লৌহ হইতে তার করিতে হয়, পরে তারকে সমানভাগে বিভক্ত করিয়া এক দিকে চোয়াল করিতে হয়, পরে আলপিনের মাথা লাগাইয়া বার্ণিশ করিয়া কাগজে গ্রথিত করিতে হয়। একটী লোককে যদি এই অষ্টাদশ প্রকারের কার্য্যই করিতে হয়, তাহা হইলে দৈনিক কুড়িটীর অধিক আলপিন সে প্রস্তুত করিতে পারে না। কিন্তু যখন পরিশ্রমকে বিভাগ করিয়া দেওয়া হয় অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন কারিকর ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত হয়, তখন মাত্র দশজন লোক দৈনিক পঞ্চাশহাজার পিন প্রস্তুত করিতে পারে। খেলিবার তাস প্রস্তুত কারতে বাহাত্তরটী ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ার প্রয়োজন। এক জনকে যদি সকল কাজই করিতে হয়, তবে দৈনিক দুই এক খানির

শ্রম-বিভাগ।

অধিক তাস প্রস্তুত হইতে পারে না, কিন্তু ত্রিশটী লোকের মধ্যে যদি এ বাহাত্তর রকমের কার্য্য বিভাগ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে আমর দৈনিক পনের হাজার পাঁচশত তাস পাইতে পারি। আমাদের দে যাঁহারা প্রতিমা নির্ম্মাণ করে, তাহাদের কার্য্যের এইরূপ শ্রম বিভা আছে। যাঁহারা পটুয়া বা মালীদের কার্য্যাবলী দেখিয়াছেন তাঁহার জানেন, যে বাড়ীর স্থবির ও বৃদ্ধ-স্ত্রীপুরুষে 'বড়ে' বাঁধে। বালকবালিকার উহাতে কর্দ্দম মাখাইয়া "একমেটে' করে। বয়স্ক স্ত্রীলোকে "দোমেটে' করিয়া দেয় এবং যাহারা প্রবীণ ও কার্য্যদক্ষ তাহারা প্রতিমার মুণ্ড নির্ম্মাণ, রংয়ের কার্য্য ও পটচিত্র করে। এই শেষোক্ত দিগেরই যদি সকল কার্য্য করিতে হইত, তবে ইহাদের অন্ন-জল জুটিত না, কিন্তু এই প্রকার শ্রম-বিভাগ আছে বলিয়াই এইরূপ এক একটী সংসার অনেক-গুলি প্রতিমা গঠন করিতে সক্ষম হয়।

জাতিভেদ।

আমাদের দেশে প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ যে জাতিভেদ বা বর্ণভেদ করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রকৃত পক্ষে শ্রম-বিভাগ ব্যতীত কিছুই নহে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তব্য কার্য্যও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, ইহা শ্রম-বিভাগেরই অন্য নাম মাত্র। কিন্তু এখন এই বিভাগের যেরূপ দিন দিন অধোগতি হইতেছে, তাহাতে ও অন্যান্য কারণে এই প্রকার জাতিভেদ ঠিক বাঞ্ছনীয় নহে।*

---

* কলিকাতায় একদিন বরোদার গুইকোয়ার মহোদয় বলিয়াছিলেন,—"Egypt in the ancient time had abundant resources, but failing to note the value of human life, failing to conceive the interests of the working masses, she sank from the pinnacle of power and culture into political servitude. The nation that despises its humblest classes

শ্রম-বিভাগ করা হইলে সাধারণতঃ তিনটী সুবিধা ভোগ করা যায়। প্রথম, কার্য্যে নিপুণতা লাভ। এক ব্যক্তি যদি ক্রমান্বয়ে বহুবৎসর ধরিয়া একই কার্য্য করে তাহা হইলে স্বভাবতঃই সে কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিতে পারে। ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার অনেক দিন ধরিয়া ঔষধ মাপিতে মাপিতে, পরে এমন অভ্যাস লাভকরে, যে অনেক সময়, সে আন্দাজ করিয়া ঠিক যতটুকু ঔষধ দরকার, ঠিক ততটুকুই ঢালিতে পারে। প্রায় সকল ভাল কাটা-কাপড়ের দোকানেই দেখা যায় যে "কাটার" কাপড় কাটে, সে শেলাই করে না। আবার যে শেলাই করে, সে কাপড় কাটে না। উভয়ের কার্য্য ভিন্ন, কিন্তু এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন, নিজ নিজ কার্য্যে অনবরত লিপ্ত থাকিয়া, তাহারা ইহাতে যথেষ্ট নিপুণতা লাভ করে।

দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে যথেষ্ট সময় সংক্ষেপ হয়। এক ব্যক্তির বিভিন্ন

---

that provides for them no opportunity to rise in the social scale and in self-esteem, is building its home upon the sand. The wealth of a nation is the quality of its manhood." And again "Break the monopoly of caste prerogatives and social privileges. They are self-arrogated and are no more inherent in any one caste than commercial predominance or political supremacy in any one nation. Elevate your brethren of the humble-castes to your own level and smooth all artificial angularities. বর্ত্তমান ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকেই The Depressed classes' mission দেখা যাইতেছে। ইহা যে একটী শুভ-সূচনা তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। জোর করিয়া (যাহাকে Brute force বলে) কাহাকেও নীচু রাখা যায় না। গুণ ও কর্ম্মানুসারে সকলকে স্ব স্ব স্থান ছাড়িয়া দিতে হইবে। ইংলণ্ডে জোর করিয়া শ্রমজীবীগণের পারিশ্রমিকের হার নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছিল বলিয়াই—ওয়াট টাইলারের বিদ্রোহ।

প্রকারের কার্য্য যদি নিজেকেই করিতে হয়, তাহা হইলে এক কা
পরিত্যাগ করিয়া অন্য কর্ম্মে হাত দিতে এবং দ্বিতীয় কর্ম্মোপযোগী সা
সরঞ্জামাদি ঠিক করিয়া লইতেও তাহার অনেক সময় অনর্থক অতিবাহি
হয়। যাঁহারা পল্লীগ্রামবাসী তাঁহারা সকল সময়েই দেখিতে পান যে
ঘরামীগণ চাল ছাইবার জন্য যতক্ষণ চালের উপরে থাকে, ততক্ষণ একমনে
কাজ করিয়া যায়, কিন্তু যদি সামান্য কোন দ্রব্যের অভাবের জন্য একবার
উপর হইতে নামিয়া আইসে, তাহা হইলেই বাজে কাজে কিছু সময় অতি
বাহিত করে। এই জন্য এককাজে লাগিয়া থাকিলে সময় কম নষ্ট হয়।

তৃতীয়তঃ, একজন এক কার্য্যে অনবরত নিযুক্ত থাকিলে কি প্রকারে
স্বল্প-পরিশ্রমে বা স্বল্প সময়ে সেই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার
বিষয় চিন্তা করে এবং অনেকক্ষেত্রে এইরূপেই তাহার উপায় উদ্ভাবিত
হয়।*

শ্রেণী-বিভাগ।

উপরে লিখিত শ্রম বিভাগের তিনটী সুবিধা আদম স্মিথই উল্লেখ
করিয়াছেন। তাঁহার পরে বাবেজ সাহেব শ্রম
বিভাগ সম্বন্ধে আরও একটা বিভাগ নির্দ্দেশ
করিয়াছেন; উহাকে শ্রেণী-বিভাগ বলা যায়। যে কারিকর, যে কার্য্যের
উপযুক্ত তাহাকে কেবল সেই কার্য্যের জন্য নিযুক্ত করা উচিত। একটী
দ্বাদশ বৎসরের বালককে দিয়া যে কার্য্য চলে, সে কার্য্যে প্রাপ্তবয়স্ককে
নিযুক্ত করিলে অযথা লোকসান হয়। যে দৈনিক দশ টাকা বেতনের
উপযুক্ত কার্য্য করিতে পারে, তাহাকে দুই টাকা বেতনের কার্য্যে
নিযুক্ত করিলে, তাহারও ক্ষতি, দেশেরও ক্ষতি। পক্ষান্তরে, যে দুই

---

* "Indian Industry subsidiary to agriculture would be more efficient if labour could be further divided." কি করিয়া উহা সম্ভব তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই প্রণিধান করা কর্ত্তব্য।

টাকা বেতনের কার্য্যের উপযুক্ত, তাহাকে দশ টাকা বেতনের কার্য্যে নিযুক্ত রাখিলেও বিস্তর ক্ষতি।

আমরা শ্রম-বিভাগের "গুণ" বা "সুবিধা" গুলিই উল্লেখ করিলাম। কিন্তু স্থল বিশেষে ইহাতে যথেষ্ট অসুবিধাও হয়। এক খানি চেয়ার নির্ম্মাণের জন্য যদি আসন প্রস্তুতে একজন, হাত ও পায়ের জন্য অন্য একজনকে নিযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে অনেক সময় চেয়ার ঠিক "ফিট" করে না। অনেক কাটিয়া ছাটিয়া ঠিক করিয়া লইতে হয়। বাজারের সাধারণ চেয়ার সেই জন্য অনেক সময় খরিদ্দারের মনঃপূত হয় না। দোকানদার একজনের সঙ্গে এমন সকল বন্দোবস্ত করে যে এ মাসে তাহাকে এত গুলি পা দিতে হইবে; অপরের সহিত আবার আসনের বন্দোবস্ত করে। দোকানদার দোকানে এই সব জোড়া দিয়া চেয়ার প্রস্তুত করে এবং সেই সকল বেমানান জোড়ের মুখে যথেষ্ট পুডিং দিতে বাধ্য হয়। এই একটী অসুবিধা। আবার এক ঘেয়ে কাজ করিতে করিতে, অনেক সময় সঙ্কীর্ণতা আসিয়া উপস্থিত হয়। রহস্য-প্রিয় বিলাতীসংবাদপত্র অনেকসময় আমাদের দেশীয় টেলিগ্রাফ ডিপার্ট-মেণ্টের কেরানীগুলির কথা লিখিতে যাইয়া রসিকতা করিয়া লিখিয়া বসেন "Tiger on platfrom, wire instructions।" এরূপ গল্পগুলি কত দূর সত্য তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। তবে, অনেক সময় একই রকমের কাজ করিতে করিতে যে "একঘেয়ে" ভাব আসে, সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। "মাছিমারা কেরানী"—এই প্রবাদবাক্যের সার্থকতা ইহা হইতেই উপলব্ধি হয়।

শ্রম-বিভাগে অসুবিধা।

অবাধ-বাণিজ্যকে এক প্রকার শ্রম বিভাগ বলা যাইতে পারে। এক এক দেশে এক এক দ্রব্য অনায়াসেই উৎপন্ন করা যায়। আবার

সেই দেশেই অন্য কোন দ্রব্য অতি কষ্টেও উৎপন্ন করা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে যে দেশে কোন দ্রব্য সহজেই উৎপন্ন হয় সেই দেশে কেবল ঐ দ্রব্যই অনায়াসে উৎপন্ন করিয়া এবং যে দ্রব্য সহজে হয় না তাহা অপর স্থল হইতে ( অর্থাৎ যে স্থলে ইহা সহজ-সাধ্য ) আমদানী করিলে উভয় দেশেরই সুবিধা হয়। নিম্ন বঙ্গে যেমন চাউল প্রচুর পরিমাণে জন্মে, বিহারে সেইরূপ যথেষ্ট গম হয়। গম ও চাউল বিনিময় করাকে একরূপ শ্রম-বিভাগ বলা যায়।*

সমবায় পরিশ্রম।

শ্রম-বিভাগে যেমন পরিশ্রমের অর্থোৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হয়, সমবায় শক্তির প্রয়োগেও সেইরূপ উহার অর্থোৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়। নদীগর্ভ হইতে নোঙর তুলিতে একটী লোকের যেমন যথেষ্ট অসুবিধা ও ক্লেশ হয়, তেমন আবার অনেক সময় যায়। কিন্তু কয়েক জনে মিলিয়া অনায়াসে সেই কার্য্য খুব অল্প সময় শেষ করিতে পারে। এই সমবায় পরিশ্রম দুই প্রকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম, অবিমিশ্রিত এবং দ্বিতীয় মিশ্রিত। কয়েক জন লোক মিলিয়া যখন একই কার্য্য সম্পাদন করে, তখন উহাকে অবিমিশ্রিত পরিশ্রম বলা যায়। দশ পনের জন লোক মিলিয়া এক খানি গাড়ি ঠেলিয়া লইয়া যাওয়াকে,

---

* "Free trade is simply an extension of the principle of the division of labour. By breaking down the artificial carriers which have been erected between nations, each country instead of being obliged to depend entirely on home-manufactures, can divide its energies to those branches of trade and agriculture to which natural circumstances or national peculiarities have specially adapted it." Fawcet.

এই প্রকার পরিশ্রম আখ্যা দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে, যখন একই কার্য্য সম্পাদন করিতে ভিন্ন ভিন্ন লোক, ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করে, তখন উহাকে মিশ্রিত সমবায় বলা যায়। বস্ত্র-প্রস্তুতের কথা ধরুন। এক খানি বস্ত্র প্রস্তুত করিতে এক দল লোক তুলার চাষ করে, অন্যদলে সূত্র-প্রস্তুত করে। অন্যদলে বয়ন করে এবং এই বিভিন্নদলের সমবেতকার্য্য দ্বারা উদ্ভূত দ্রব্যের নাম বস্ত্র। ব্যবসায়ে সমবেত পরিশ্রমের শক্তির প্রতি যে আমাদের দেশে সুদৃষ্টি পড়িয়াছে ইহা অতি শুভ-মুহূর্ত্তেই পড়িয়াছে বলিতে হইবে।সকল প্রদেশে এইরূপ সমবায় শক্তি পরিচালিত সমিতি ইত্যাদি গঠিত হইয়াছে এবং ইহার ফলে দেশে যে শীঘ্রই ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়িয়া উঠিবে তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, ইহা বলিলে কোনরূপ অত্যুক্তি হইবে না।

পরিশ্রমোৎপাদিত ফলে কি প্রকারে অধিক পরিমাণে কার্য্য করা যাইতে পারে, তাহার অনেকগুলি কারণ আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। যন্ত্রাদির অধিক ব্যবহার, শ্রমিকদিগের নৈপুণ্য, বুদ্ধি, সততা, বিশ্বস্ততাও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। শ্রমিকদিগের নৈপুণ্য দ্বারা যে পরিশ্রমের অর্থোৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায় ইহা বোঝান নিস্প্রয়োজন। শ্রমজীবীদিগের বুদ্ধিমত্তার উপরও ইহা যথেষ্ট নির্ভর করে। অজ্ঞ কারিকরগণকে ঠিক যে ভাবে কার্য্য করিতে বলা যায়, তাহারা ঠিক সেই ভাবে কার্য্য করে, কোনপ্রকার ব্যতিক্রম হইলেই, তাহাদের আর কোন কার্য্য করিবার শক্তি থাকে না। "এক হাতে তেল, এক হাতে নুন" এইরূপ ভাবেই তাহারা কার্য্য করে। সততা প্রভৃতির কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

যন্ত্রাদির ব্যবহার প্রসঙ্গে অনেকেই বলেন যে যন্ত্রাদি ব্যবহারে উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়। তবে আমাদের দেশে ইহা কতদূর

প্রযোজ্য হইতে পারে, সে বিষয়ে যথেষ্ট মত ভেদ আছে। আমাদের দেশে মিলে, বা ফ্যাক্‌টারীতে যে পরিমাণ মজুর খাটে, তদপেক্ষা অনেক লোক নিজ নিজ বাড়ীতে থাকিয়াই কার্য্য করে। কলিকাতা শিল্প-প্রদর্শনীতে মহারাজ গুইকোয়ার বাহাদুর একটী সারগর্ভ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন; তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে মিল বা ফ্যাকটরীতে যে সংখ্যক লোক কাজ করে, তদপেক্ষা অনেকসংখ্যক লোক নিজ নিজ কুটিরে বসিয়া কার্য্য করে। গ্রামে, নগরে যে সকল তন্তুবায় বা অন্যান্য শিল্পীগণ কার্য্য করে, তাহারাই আমাদের সহানুভূতি পাইবার যোগ্য। গুইকোয়ার মহোদয়ের মতে আমাদের দেশে মিল ইত্যাদি স্থাপন করা অপেক্ষা, গ্রামে যাহাতে এই সকল তন্তুবায় বা অন্যান্য কারিকরগণ তাহাদের পৈত্রিকবাসভবনে অবস্থান করিয়া তাহাদের পৈত্রিককার্য্যেই লিপ্ত থাকিতে পারে তজ্জন্য সকলেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

সংক্ষেপে, কি কি প্রকারে শ্রমিকদিগের অর্থোৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায় তাহা নিম্নে বিবৃত করা গেল,—

| | | |
|---|---|---|
| শ্রমবিভাগ | নৈপুণ্য | |
| সমবায়শক্তিপ্রয়োগ | বুদ্ধিমত্তা | উন্নতি, শিক্ষা। |
| যন্ত্রাদির ব্যবহার | নৈতিকচরিত্র | |
| মূলধন বৃদ্ধি | বিশ্বস্ততা | |

আর একটী মাত্র কথা বলিয়া অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিব। আমাদের দেশে শ্রমিকের অভাব নাই। অভাব, তাহাদের যাহাতে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর হয় তাহার চেষ্টা করা। অভাব শিক্ষার,—এই শিক্ষা বিস্তৃতির সহিত আমাদের অনেক অভাব দূরীভূত হইবে এইরূপ আশা করিতে পারি।

## মূলধন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে অর্থোৎপাদন করিতে হইলে ভূমি ও পরিশ্রম যেরূপ আবশ্যক, মূলধনের তদ্রূপ প্রয়োজন আছে। ইহ সহজেই প্রতীয়মান হয়, যে শ্রমজীবীগণ যখন কোন কার্য্যবিশেষে অর্থোৎপাদনে নিযুক্ত থাকে, তখন তাহাদের জীবনধারণের জন্য পূর্ব্বসঞ্চিত অর্থ আবশ্যক। কৃষক বৎসরের প্রারম্ভে ভূমিকর্ষণ করে; ঐ ভূমি হইতে হৈমন্তিক ধান্য হইবে, কিন্তু শ্রমিকগণকে ঐ ধান্য হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত খাওয়াইবার জন্য প্রভুকে পূর্ব্ব হইতেই বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছে। অর্থাৎ তাহাদের প্রভু যে অর্থসঞ্চয় করিয়াছে তাহা হইতেই কৃষক বা শ্রমিকদিগকে বেতন দিতে হইবে। এই কারণে পূর্ব্বে উৎপাদিত অর্থের অংশবিশেষ আশু ব্যবহারের জন্য না রাখিয়া দিলে ভবিষ্যৎ অর্থাগম হয় না। যে অর্থ এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আলাহিদা করিয়া রাখা হয় তাহাকেই মূলধন বলে। অর্থাৎ যে অর্থ হইতে ভবিষ্যতে অন্য অর্থ উৎপন্ন হয় তাহাই মূলধন। অনেকে এই প্রসঙ্গে আপত্তি করেন,—বলেন অর্থোৎপাদনে মূলধনের আবশ্যকতা নাই। কারণ স্বরূপ তাঁহারা বলেন যে অসভ্য আদিম মনুষ্যগণ স্বচ্ছন্দবনজাত ফলমূলে জীবনধারণ করিতে পারিত। সেজন্য তাহাদের আদৌ মূলধনের প্রয়োজন ছিল না। কোন সভ্যব্যক্তিকে কোন জনমানবহীন দ্বীপে উলঙ্গ-অবস্থায়, রবিন্‌সনক্রুশোর ন্যায় ছাড়িয়া দিলে, উক্ত সভ্যব্যক্তি তাহার নিজের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই উৎপন্ন করিতে পারে। একথার উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে, যে অসভ্যব্যক্তি যখনই শিকড়

মূলধন।

*খুঁড়িবার জন্য কোন প্রস্তর কিম্বা লৌহ ব্যবহার করে, ঐ প্রস্তর বা* লৌহ তাহার মূলধনান্তর্গত নহে কি ? রবিসনক্রুশো দিন ভরিয়া নৌকা গঠনে নিযুক্ত থাকিবার কল্পনা করিয়া যদি তাহার পূর্ব্বদিন কেবল শস্য সঞ্চয় বা খাদ্যের যোগাড় করিয়া রাখে, তবে কি সে মূলধন সংগ্রহে বা সঞ্চয়ে তৎপর হইল না ?

অনেকে "অর্থ" ও "মুদ্রা" একই অর্থে ব্যবহার করেন। কিন্তু মুদ্রা ও অর্থে যথেষ্ট প্রভেদ। সময়ান্তরে ইহা পরিষ্কার রূপে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইবে। এই স্থানে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে মুদ্রা প্রচলিত "টাকা।" অর্থের অর্থ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যে কোন দ্রব্য ভবিষ্যৎ অর্থোৎপাদনে সহায়তা করে তাহাই মূলধন। কোন ব্যক্তিকে তাহার মূলধন কত জিজ্ঞাসা করিলে সে নিশ্চয়ই বলিবে যে এত টাকা তাহার পুঁজি। কিন্তু শুধু এই পুঁজিকেই মূলধন বলা যায় না। শুদ্ধ পুঁজি মুদ্রা বা টাকা নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। এই মুদ্রাদ্বারা অন্যান্য দ্রব্য কিনিয়া অর্থাগম করিতে হয়। প্রকৃত পক্ষে কৃষকের মূলধন ধরিতে গেলে শুধু তাহার টাকার পরিমাণ ধরিলে হইবে না—তাহার গরু, ঘোড়া, বা বীজ অর্থাৎ ভবিষ্যৎ অর্থোৎপাদনে যাহা যাহা সাহায্য করে তাহাই মূলধন। এইজন্য সকল মূলধনই অর্থের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু সকল অর্থই মূলধন নহে।

আমরা মূলধন প্রকৃতপক্ষে কি, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

মূলধনেরর বিশেষত্ব।

এইক্ষণ মূলধন সম্বন্ধে কয়েকটী প্রস্তাব বিচারের প্রয়াস পাইব। সঞ্চয় না করিলে মূলধন পাওয়া যায় না, কিন্তু অনেকে ইহাতে মনে করেন যে. যে অর্থ কেবল সঞ্চয়ের জন্য আলাহিদা করিয়া রাখা হয়, তাহাই মূলধন। এসম্বন্ধে একটী বিষয় প্রণিধান করা কর্ত্তব্য।

মূলধন আংশিক বা সম্পূর্ণ ব্যয় না হইলে ইহার কার্য্য সম্পাদন হইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রমিকগণের বেতনের কথা ধরুন। শ্রমিকদের বেতন মূলধন হইতেই দেওয়া হয়, এবং এই বেতনই তাহাদের অভাব মোচন করে। যদি কাহারও যথেষ্ট ধান্য মজুদ থাকে, তিনি উহা যখন ইচ্ছা তখনই মূলধনরূপে ব্যবহার করিতে পারেন কিন্তু যতক্ষণ ঐ ধান্য কেবল মাত্র জমা থাকে, ততক্ষণ ইহাকে মূলধন বলা যাইতে পারে না। যে মুহূর্ত্তে ইহা শ্রমজীবীদিগের কার্য্যে লাগান যায় তখনই ইহাকে মূলধন বলা যায়। যন্ত্রাদির সম্বন্ধেও এদৃষ্টান্ত প্রযোজ্য। বঙ্গলক্ষ্মী কটনমিলে তাঁত বসাইবার জন্য এঞ্জিন আছে। এই এঞ্জিন স্বকার্য্য সাধন করিতে করিতে প্রতি মুহূর্ত্তেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে কিন্তু প্রতিমুহূর্ত্তেই ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে অর্থোৎপাদনে সহায়তা করিতেছে। যখন এঞ্জিন বন্ধ থাকে তখন অবশ্যই ইহা অর্থোৎপাদনে সহায়তা করেনা, এবং সেই জন্য অর্থোৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে ইহা ক্ষয় হইতেছে। এই কারণেই বলা হয় যে, দেশের যে মূলধন ভবিষ্যৎ অর্থোৎপাদনে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া, অর্থোৎপাদনে সাহায্য করিতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কৃষকের গরু, ভেড়া, বীজ, সকলই মূলধন, অর্থাৎ ইহারা ভবিষ্যৎ অর্থোৎপাদনে সাহায্য করে। চাউল, গম ও মূলধন এবং কল-কব্জা-যন্ত্রাদিও মূলধন। কিন্তু এই প্রকার মূলধনের মধ্যে যথেষ্ট বিভিন্নতা আছে। এইজন্য পণ্ডিতগণ মূলধনকে বিভক্ত করিয়া দুটী বিভিন্ন নাম প্রদান করিয়াছেন। প্রথমতঃ, চাউল গম ইত্যাদিকে Circulating বা ভ্রাম্যমাণ মূলধন বলিয়াছেন। ইহারা একবারের বেশী দুইবার কার্য্যে লাগে না। কিন্তু যন্ত্রপাতিগুলি বহুবৎসর, এমন কি দুই এক শতাব্দী পর্য্যন্ত ব্যবহার করা যাইতে পারে। সেই জন্য ইহাদিগকে

fixed capital বা স্থায়ী মূলধন বলা যায়। ভ্রাম্যমাণ মূলধনের লাভ অব্যহিত কিন্তু স্থায়ী-মূলধনের লাভ ধীরে ধীরে পাওয়া যায়।

যন্ত্রপাতির উৎকর্ষ যতই বৃদ্ধি হয়, সাধারণতঃ মূলধনের উৎপাদিকা শক্তি ততই বাড়ে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এপ্রসঙ্গ পূর্ব্বেই আলোচনা করা গিয়াছে। তবে সাধারণভাবে এস্থলেও বলা যাইতে পারে যে যদি এঞ্জিন, মেশিন ইত্যাদি না থাকিত তবে এদেশে মূলধনের উৎপাদিকা শক্তি আরও কম হইত। অল্প পরিশ্রমে এবং অল্প মূলধন ব্যয় করিয়া যন্ত্র-সাহায্যে যথেষ্ট অর্থ উৎপাদিত হয়।

আমরা ভূমি, পরিশ্রম ও মূলধন সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছি তাহা সাধারণভাবেই করা হইয়াছে। তবে দেশ, কাল, পাত্র ভেদে ইহার কিছু কিছু ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের কথা ধরুন। ভারতবর্ষে ভূমি ও পরিশ্রমের অভাব এক প্রকার নাই বলিলেই হয়, কিন্তু মূলধনের যথেষ্ট অভাব আছে। মূলধন থাকিয়াও নাই। বস্তুতঃ, আমাদের বর্ত্তমান প্রধান অভাব হইতেছে মূলধনের, এবং কিপ্রকারে অধিক মূলধন ব্যবসায়ে প্রয়োগ করা যাইতে পারে সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিরই এবিষয়ে মনোনিবেশ করা উচিত। নানা উপায়ে আমাদের এই অভাবপূরণ করা যাইতে পারে। গবর্ণমেণ্টের ১০৫ কোটী টাকার দেনা (যাহাকে কেম্পানীর-কাগজ বলে) আছে, ঐ টাকার মধ্যে ৫৫ কোটী টাকা ভারতবাসীর দত্ত। এই ৫৫ কোটী টাকাই আমাদের ব্যবসায়ে একেবারে প্রয়োগ করা সম্ভব না হইতে পারে, কিন্তু যদি ইহার কিয়দংশও প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে অনেকদূর কার্য্য অগ্রসর হওয়া সম্ভব। গবর্ণমেণ্ট ৩৲ কি ৩৷৹ সুদ দেন কিন্তু ব্যবসায়ে ইহাপেক্ষা যথেষ্ট লাভ হয়। তৎপর, পোষ্টাফিসের সেভিংস্‌ব্যাঙ্কে (Savings Bank) প্রায় পঞ্চদশ কোটী টাকা

গচ্ছিত আছে এবং এই টাকার মধ্যে ১৩ কোটী টাকা ভারতবাসীদের জমা। অবশ্য এই টাকার কিয়দংশও অনায়াসে ব্যবসায়ে প্রয়োগ করা যায়।

মূলধন না হইলে কোন কার্য্যেই অগ্রসর হওয়া যায় না। শিল্প বাণিজ্যের কথা দূরে রাখিয়া গরীব কৃষকদের কথা ধরুন। একই অবস্থা, একই উত্তর মূলধনের অভাব। কাহারও হয়ত লাঙ্গলের গরু কিনিবার সামর্থ নাই, জমি পতিত রাখিয়াছে। কাহারও বীজের অভাবে জমি বুনান হইতেছে না। সর্ব্বত্রই একই অভাব।* ভারতবর্ষ কৃষি-প্রধান দেশ; কৃষির উন্নতিতেই আমাদের উন্নতি। মূলধন অভাবে কৃষির উন্নতি হইতেছেনা একথা সকলেরই মনে করা উচিত। বিশেষতঃ কৃষির উন্নতিতেই বস্ত্র-শিল্পের উন্নতি † প্রায় ৩০ কোটী টাকা এই বস্ত্র-শিল্পে এইক্ষণ লাগান আছে, কিন্তু

* "All alike are tied down by the want of capital, which compels them to make an inadequate use of their holding" (The present position of the Agricultural Industy in the United Provinces by M. Morland, Director of Agriculture, U. P.) And again "The supply of cheap capital stands out clearly as the central factor in the problem of agricultural improvement."

† "A hundred million pounds sterling so borrowed from the oreign capitalist on easy terms and judicially laid out, would not only be the means of enabling us to start numerous enterprises on the newer lines, but also of effecting a vast ameliorative change in the economic life of the people so as to send light and hope, comfort and joy, into thousands of cheerful homes in a way of which we could have at present but a dim idea."

আমাদের উদ্দেশ্যসাধন করিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে ইহা আরম্ভ মাত্র।

বর্ত্তমান এই মূলধনের অভাব আমরা বৈদেশিক মূলধন দ্বারা মোচন করিতে পারি। বাস্তবিক পক্ষে আমাদের অনেক অভাব এই প্রকারেই মোচন হইতেছে। মহামান্য গুইকোয়ার মহোদয় এক সময়ে যথার্থই বলিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান বৈদেশিক মূলধন আমাদের যে প্রকার ফিরিয়া আছে, তাহাপেক্ষা অধিক আর সম্ভবপর নহে। কথাটী সত্য কিন্তু বর্ত্তমানক্ষেত্রে বৈদেশিক মূলধন ব্যতীত আমাদের অন্য কোন উপায় দেখি না। আমাদের শিল্পোন্নতি, বৈদেশিক মূলধন ব্যতীত সম্ভব নহে। এ বিষয়ে জাপানেও পূর্ব্বে যথেষ্ট অভাব ছিল এবং রাজনীতিকগণের মধ্যেও এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যাইত। কিন্তু পরলোকগত মার্কুইস ইটো প্রমুখ ব্যক্তিগণের পরামর্শে জাপানীরা এক্ষণে যথেষ্ট বৈদেশিক মূলধন দ্বারা নিজেদের শিল্পোন্নতি করিতেছে। জাপানে United chamber of Commerceর সভাপতি বেরণ সিবু সয়ারও এই মত। তিনি বলেন যে "যখন জাপানী মূলধনে সকল কার্য্যনির্ব্বাহ হওয়া সম্ভব নয়, তখন দেশের বৈভববৃদ্ধির জন্য বৈদেশিক মূলধন আমদানী অবশ্যকর্ত্তব্য।" দ্বিতীয় শিল্পোন্নতি-সভার সভাপতি সার ভিটল দাস দামোদর থ্যাকার বলিয়াছিলেন যে "আমাদের বৈদেশিক মূলধন ব্যতীত চলিবে না। "কৃত্রিম ভাবুকতা" (যাহাকে Sentimentalism বলে) করিয়া যদি আমরা বৈদেশিক মূলধনের সাহায্য গ্রহণ না করি, তাহা হইলে আমাদের দূরদর্শিতারই অভাব বলিতে হইবে। আমাদের বৈদেশিক মূলধনের সাহায্য গ্রহণ করিতেই হইবে; তবে যত কম সুদে পারি তাহা দেখা

উচিত।” তৃতীয় শিল্পসমিতির অধিবেশনে, দেওয়ান বাহাদুর আম্বালাল সকরলালও এই উক্তির সমর্থন করিয়াছিলেন। তিনি কানাডা বাসীদিগের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, যে তাঁহারা যেরূপ কানাডার উন্নতিতে যুক্তরাজ্যের মূলধনের সাহায্য গ্রহণ করেন, আমরাও সেইরূপ করিব। রাও বাহাদুর যশী ও বলিয়াছেন যে, বৈদেশিক মূলধনের সাহায্য না হইলে আমাদের শিল্পোন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।

এই বৈদেশিক মূলধনে যে আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি ও অসুবিধা না হইতেছে তাহা নয়। শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহাশয় সত্যই লিখিয়াছেন যে বৈদেশিকদিগের দ্বারস্থ না হইয়া যদি দুই এক শতাব্দীর পরেও আমরা দেশীয় শিল্পের উন্নতি করিতে পারিতাম তবে তাহাও আমাদের পক্ষে মঙ্গলদায়ক ছিল সত্য, কিন্তু বৈদেশিক মূলধনে এসকল শিল্পের উন্নতি হওয়াতে আমাদের যে কিছু লাভ না হইতেছে তাহা নয়। বর্ত্তমানক্ষেত্রে আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে যাহা বুঝি তাহাতে বৈদেশিক মূলধন ব্যতীত আমাদের উপায় নাই। যদি কোন দিন আমাদের লক্ষ্মীর বরপুত্রগণ তাঁহাদের মজুদ্ টাকা বাহির করেন তবে আমাদের আর বৈদেশিকের নিকট মূলধনের জন্য হস্ত পাতিতে হইবে না। ভারতবর্ষে নাকি মজুদ টাকার পরিমাণ ৮২৫০০০০০০০৲ টাকা। এই টাকা বাহির হইলে আমাদের আর কোন অভাব থাকিবে না।*

* "India the land of the Pagoda tree! India the mine of wealth! India the wonder and admiration of Marco Pollo and of travellers of former times! India in Poverty! Midas starving amid heaps of gold does not afford a greater paradox. Yet here we have India. Midas like, starving in the midst of untold wealth" Sir Guildford Molleswotth.

ভারতবর্ষে সবই আছে। অর্থের অভাব নাই; প্রকৃতিদত্ত দ্রব্যের অভাব নাই। অধিবাসীরা মিতব্যয়ী ও পরিশ্রমী। ভূমি উর্ব্বরা, শ্রমজীবীরও অভাব নাই। সবই আছে, আবার কিছুই নাই। অজ্ঞতা তিমিরে ডুবিয়া সব দ্রব্যেরই অভাব দেখিতেছি।

যাহা হইবার হইয়াছে। গত শোচনায় ফল নাই। আমাদের এক্ষণে কার্য্য করিতে হইবে। ফল ভগবানের হাতে।

কর্ম্মণ্যেবাধিকরস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্ম ফলহেতু র্ভূর্মাতে সংগোঽস্ত কর্ম্মণি॥

---

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

## বণ্টন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অর্থোৎপাদনে তিনটি শক্তি আবশ্যক—ভূমি, পরিশ্রম ও মূলধন। এই তিন শক্তির অধিকারিগণের মধ্যেই উৎপাদিত অর্থের বণ্টন হয়। ভূমির অধিকারী ভূম্যধিকারী, পরিশ্রমের অধিকারী শ্রমিক এবং মূলধনের অধিকারী কর্ম্মকর্ত্তা, এই তিনজনে উৎপাদিত অর্থের যে যে অংশ পায় বা ভোগ করে, তাহাকে ক্রমান্বয়ে খাজনা, বেতন ও লাভ বলে। সাধারণতঃ, উৎপাদিত অর্থ এই তিন প্রকার ব্যক্তির মধ্যে বণ্টন হয়।

ভূম্যধিকারী, শ্রমিক ও কর্ম্মকর্ত্তা

অবশ্য সকল স্থলেই যে অর্থ এই ভাবে ও এই তিন জনের মধ্যে অংশানুযায়ী বণ্টন হয় তাহা নহে। কৃষকের নিজেরই যদি জমি থাকে, মূলধন যদি ধার না করিতে হয় এবং নিজে ও তাহার সন্তানগণ দ্বারাই যদি জমির বুননাদি চলে, তাহা হইলে তাহার আর জমিদারকে খাজনা দিতে হয় না; শ্রমিক রাখিয়াও মাহিনা দিতে হয় না এবং মূলধনের জন্য মহাজনকেও সুদ দিতে হয় না। এরূপক্ষেত্রে কৃষক নিজেই খাজনা, বেতন ও সুদ (লাভের অংশ বিশেষকেই সুদ বলে) পায়। কৃষকের নিজের যদি জমি না থাকে, অথচ শ্রমিকের ও মূলধনের অভাব না হয়, তবে খাজনাটা কেবল জমির মালিককে দিলে তাহার আর অন্য কোন দেনা থাকে না। বেতন স্বরূপ তাহার যাহা খরচ হয় তাহা

তাহার নিজেরই প্রাপ্য হয়। আবার অনেক সময় তাহার নিজের জমি হইতে পারে, মূলধনও নিজের, কিন্তু লোক জন নাই, মাহিনা দিয়া শ্রমিক রাখিতে হয়। সে ক্ষেত্রে বেতনের অংশ মাহিনাকরালোককে দিতে হয়, অন্য দুটী অংশ কৃষক নিজেই পায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এক ব্যক্তি বা সময় বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি অবস্থা বিশেষে উৎপাদিত অর্থের এক বা ততোধিক অংশের অধিকারী হয়। প্রথমতঃ খাজনার বিষয় আলোচনা করা যাউক। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই অংশগুলিকে, খাজনা, বেতন ও লাভ বলে।

ভূম্যধিকারিগণ তাঁহাদের জমি ভোগদখলের জন্য অপরের নিকট যে পাওনা দাবী করেন ও পান তাহাই খাজনা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ অপরে ভূমি ভোগ-দখল করার জন্য তাঁহাদিগকে যে মূল্য দেন তাহাই খাজনা।

খাজনা

কোন কোন দেশে এই খাজনা দেশাচারের উপর, কোথাও প্রতি-যোগিতার উপর নির্ভর করে। ইতিহাস পাঠে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে মনুষ্যের আদিম অবস্থায় কেহই প্রতিযোগিতার ধার ধারিত না। "জোর যার মুল্লুক তার" এই নীতিই সকলে অবলম্বন করিত। পরে দেশাচারই ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বলকে বলবানের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে আরম্ভ করিল।* মনুষ্যের আদিম অবস্থায় যদিও বলবান দরিদ্রকে পীড়ন করিয়া সময় সময় নিজ অধিকার বৃদ্ধি করিত, তত্রাপি মোটের উপর সকলকেই অল্প-বিস্তর দেশাচার মানিয়া চলিতে হইত। অর্থ-নীতিবিৎ মিল এই সম্বন্ধে প্রকৃত

দেশাচার ও প্রতিযোগিতা।

* "Custom is a barrier which, even, in the most depressed condition of mankind, tyranny is forced in some degree to admit" Mill. Political Economy.

কথাই লিখিয়াছেন। মিল বলিয়াছেন যে অতি অল্পদিন হইতেই মনুষ্য প্রতিযোগিতা মানিয়া আসিতেছে। আমরা প্রাচীন ইতিহাস যতই পাঠ করি, ততই দেখিতে পাই যে পূর্ব্বে দেশাচার অনুসারে সকল চুক্তি সম্পাদিত হইত। ইহার কারণ সহজেই অনুধাবন করা যাইতে পারে। বলবানের হস্ত হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার দেশাচার একমাত্র অস্ত্র। †

দুর্ব্বল যে সকল অধিকার বা স্বত্ব লাভ করে, তাহা দেশাচারের জন্যই, বলবানের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া নহে। ভূম্যধিকারী এবং কৃষকের মধ্যে যে সম্পর্ক এবং প্রথমোক্ত পক্ষ শেষোক্ত পক্ষের নিকট হইতে যে পাওনা আদায় করে, তাহা প্রায়ই ব্যবহার বা দেশাচারের নিয়মাধীন। মিল বলেন যে আদিম কাল হইতে অনেক দিন পর্য্যন্ত এই নিয়মেই ভূম্যধিকারী ও প্রজার দেনা পাওনার সম্পর্ক নির্দ্ধারিত হইত।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, মিল ভারতবর্ষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের খাজনার হার দেশাচারের উপরই চিরকাল নির্ভর করিয়া আসিতেছে। অনেকস্থলেই কৃষক বা প্রজাদের দলিলাদি নাই। কিন্তু যত দিন তাহারা নির্দ্ধারিত খাজনা দিতে থাকে, ততদিন নিরাপদে জমি দখল করে। প্রকৃত খাজনা কত তাহা জানিবার

ভারতবর্ষে খাজনার হার।

† To the industrious population in a turbulent military community, freedom of composition is a vain phrase ; they are never in a condition to make terms for themselves by it ; there is always a master who throws his sword into the scale and the terms are such as he imposes. But though the law of the strongest decides, it is not the interest nor in general the practice and the strongest to strain that law to the utmost and every relaxation of it has a tendency to become a custom and every custom to become a rightibid.

কোন উপায় নাই, অনেক স্থলেই ইহা তমসাচ্ছন্ন। বল পূর্ব্বক দখল, স্বেচ্ছাচার, বৈদেশিকগণের কবলে পতিত হওয়া প্রভৃতি কারণে ইহার উদ্ধারেরও কোন উপায় নাই। কিন্তু যখন কোন হিন্দু-রাজ্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের দখলে আইসে, তখনই দেখা যায় যে হিন্দু-রাজা যতদূর ইচ্ছা পাওনা বৃদ্ধি করিয়াছেন, অথচ প্রত্যেক পাওনা ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন। বৃটিশ রাজত্বে গবর্ণমেণ্ট একটা নির্দ্ধারিত হার স্থির করিয়া প্রজার নিকট হইতে খাজনা গ্রহণ করেন এবং সেই জন্য প্রজা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুবিধা ভোগ করিতেছে।

সাধারণতঃ জমির উর্ব্বরা-শক্তি যতই বেশী হয়, ততই সেই জমির খাজনা বেশী হয়। অবশ্য শুধু যে জমির উর্ব্বরতার উপরেই জমির খাজনা নির্ভর করে তাহা নহে। স্থান বিশেষেও জমির খাজনার তারতম্য হয়। বড় বড় নগরের নিকটবর্ত্তী জমির খাজনার হার বেশী, কেননা ঐ সকল জমিতে উৎপাদিত দ্রব্য অল্প বা বিনা আয়াসেই বিক্রেতা সুবিধা দরে বিক্রয় করিতে পারে। ফসল লইয়া অধিক টানাটানি করিতে হয় না।

খাজনার তারতম্যের হেতু—জমির উর্ব্বরতা ও অবস্থান।

কিন্তু বড় বড় নগরাদি হইতে দূরবর্ত্তী স্থানে ভূমি উর্ব্বরা হইলেও তাহার খাজনা কম, কারণ সে স্থানে উৎপাদিত দ্রব্য ক্রেতার অভাবে বিক্রয় করিতে যথেষ্ট ক্লেশ পাইতে হয় এবং তজ্জন্য কৃষক সে জমি চাষ করিতে চাহে না। এই জন্য জমির উর্ব্বরা-শক্তি ও জমির অবস্থানের সুবিধা অসুবিধানুসারেও খাজনার যথেষ্ট তারতম্য হয়। যখন ঐ দুটীর কোন একটীর অভাব হয়, তখন খাজনা কমিয়া যায়। যে জমির উর্ব্বরা-শক্তি এত কম যে উহাতে যে মূলধন ও পরিশ্রম প্রয়োগ করা হয়, তাহার ব্যয় যদি উৎপাদিত দ্রব্য দ্বারা পূরণ না হয়, তবে কেহই ঐ জমি চাষ করিতে

চাহিবে না। পক্ষান্তরে, যদি মনুষ্যের অগম্যস্থানে অত্যন্ত উর্ব্বরা-জমিও থাকে, তাহা হইলেও কেহই তাহা লইতে চাহিবে না। আমেরিকায় ও অষ্ট্রেলিয়ায় এরূপ অনেক জমি আছে কিন্তু ঐ সকল স্থানে উৎপাদিত দ্রব্য মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী করিতে হইলে টানাটানিতে এত অধিক ব্যয় পড়িয়া যায়, যে, সে সকল ভূমি চাষ করা আদৌ লাভজনক নহে।

রিকার্ডো নামক পাশ্চত্য অর্থনীতিবিদ্ পণ্ডিত ভূমির খাজনা-নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে এক নিয়মের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মনে করুন ক ও খ নামে দুই খণ্ড জমি আছে। 'ক'র উর্ব্বরা-শক্তির জন্য বা সুবিধামত স্থানে স্থিতির জন্য খাজনা 'খ' অপেক্ষা বেশী। এই উভয় জমির খাজনার বিভিন্নতা হইতে আমরা এক জমির উৎপাদন শক্তি (অর্থাৎ উর্ব্বরা-শক্তিও সুবিধামত স্থলে স্থিতি) হইতে অন্য জমির পার্থক্য বুঝিতে পারি। এক্ষণে মনে করুন, এই ক ও খ ব্যতীত 'গ' নামক আর একখানি জমি আছে যাহা হইতে এই সকল শক্তির অভাবের জন্য নাম মাত্র খাজনা আদায় হয়। এই গ জমি যাহা হইতে নাম মাত্র খাজনা আদায় হয় ও পূর্ব্বোক্ত ক জমির খাজনা, এই দুই খাজনার যদি তুলনা করা যায়, তাহা হইলে তাহার খাজনা হইতে উভয় জমির উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারিত করিতে পারা যায়। কিন্তু গ জমির নাম মাত্র খাজনা, কেননা উহা অনুর্ব্বর বা অল্পোৎপাদিকা-শক্তি-বিশিষ্টা। সুতরাং উৎকৃষ্ট জমি নিকৃষ্ট জমি অপেক্ষা যে সকল সুবিধা ভোগ করে, ঐসকল সুবিধার আর্থিক মূল্যই হইতেছে খাজনা।

রিকার্ডো।

রিকার্ডের মতে যে জমি হইতে নাম মাত্র খাজনা পাওয়া যায় উহা "কর্ষণের শেষ মাত্রায় অবস্থিত" (margin of cultivation) এইরূপ বুঝিতে হইবে। দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বিষয়টী বুঝাইবার চেষ্টা করা যাউক। গ্রামের জমির

কর্ষণের শেষ মাত্রা।

উৎপাদিকা শক্তি ও আয় শ্যামের জমির অপেক্ষা বেশী। আয় কথাটী দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়—স্থূল আয় ও আসল আয়। চাষের জন্য যে খরচ হয় উহা বাদ না দিয়া মোট যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাকে স্থূল আয় বলে। কিন্তু কৃষকের আসল আয় নির্দ্ধারণ করিতে হইলে এই স্থূল আয় হইতে ঐ জমির আবাদের জন্য যত প্রকার খরচ হয় তাহা বাদ দিতে হইবে। জমিতে যে মূলধন প্রয়োগ করা হয়, তাহার সুদ স্বরূপ কিয়দংশ ঐ স্থূল আয় হইতে বাদ দিতে হইবে, কৃষক যে তত্ত্বাবধান করিবে তাহার বাবুদও কিছু বাদ দিতে হইবে; ইহার পর শ্রমিকের বেতন, সার প্রভৃতির জন্য অর্থাৎ যত প্রকার খরচ হয় উহা বাদ দিয়া যে আয় অবশিষ্ট থাকিবে তাহাকেই আসল বা নীট আয় বলে। এখন রামের জমির আসল আয় যদি শ্যামের জমির আয় অপেক্ষা বাৎসরিক দশ টাকা বেশী হয়, তাহা হইলে ইহা বুঝিতে হইবে যে আবশ্যক হইলে রাম শ্যামের অপেক্ষা ১০ টাকা বেশী খাজনা দিতে সক্ষম। যদি শ্যামের জমির অল্পোৎপাদিকা শক্তির জন্য নাম মাত্র খাজনা ধার্য্য হইয়া থাকে, তবে ঐ জমির আসল আয়ও নাম মাত্র, ইহাই বুঝিতে হইবে। অনেকে বলিবেন, এক্ষেত্রে শ্যাম জমি চাষ করিতে যাইবে কেন? তদুত্তরে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে সমস্ত প্রকার খরচাদি বাদে যৎসামান্য উদ্বৃত্ত হইলেও কৃষকের ক্ষতি হয় না। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে শ্যামের জমির উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যাপেক্ষা রামের জমির উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য ১০৲ বেশী হইবে এবং আবশ্যক হইলে এই ১০৲ রাম জমিদারকে খাজনা স্বরূপ দিতে পারে। কারণ সচরাচর দেখা যায় যে, সকল প্রকার খরচ বাদে সামান্য মাত্র লাভ হইলেই লোকে সে জমি বা ব্যবসায় ছাড়িতে চায় না। এক্ষণে, রামের ভূম্যধিকারী যদি রামের খাজনা ১০৲ বৃদ্ধি করেন, তাহা হইলেও রাম জমি ছাড়িতে

স্থূল আয় ও নীট আ

চাহিবে না, কেননা এই দশ টাকা এবং অন্য সকল প্রকার খরচ বাদ দিয়াও আসল আয় স্বরূপ সে কিছু পায়; কিন্তু ভূম্যধিকারী যদি ১০৲ স্থলে ১১৲ খাজনা করিতে চান, তাহা হইলে রাম আর সে জমি চাষ করিতে যাইবে না। ঐ জমিতে রাম যে প্রকার অর্থ পরিশ্রম ইত্যাদি প্রয়োগ করিত উহা অন্য জমিতে বা অন্য ব্যবসায়ে প্রয়োগ করিলে রামের অধিক লাভ হইবে এবং উক্ত কারণে ভূম্যধিকারী রামের নিকট ১০৲ টাকার অধিক দাবী করিলে রাম জমি ছাড়িয়া দিবে এবং তিনিও এই কারণে ইহার খাজনা আর বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। এই প্রসঙ্গে ইহাও জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যে জমিদার যে প্রকার খাজনা বৃদ্ধির চেষ্টা করিবেন, রামও সেই প্রকার খাজনা হ্রাসের চেষ্টা করিবে। করুক, কিন্তু প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে রামের সমব্যবসায়িগণ উক্ত জমিতে কত লাভ হইতে পারে, অনায়াসে উহা নির্দ্ধারণ করিয়া রামের খাজনা হ্রাসের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিবে। রিকার্ডোর নিয়ম এই জন্য প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

আমরা পূর্ব্বে কয়েকস্থলে উল্লেখ করিয়াছি যে, কোন কোন জমি কর্ষণের শেষ মাত্রায় অবস্থিত। ‘কর্ষণের শেষ মাত্রা’ অর্থে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে ঐ জমির উর্ব্বরা-শক্তি ও স্থিতি এত খারাপ যে অন্য উৎপাদিকা শক্তি প্রযুক্ত না হইলে উহা হইতে কোন লাভ হইবে না। দুই প্রকারে এই উর্ব্বরতা-শক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে প্রথমতঃ কৃষিজাত দ্রব্যের গ্রাহক বৃদ্ধি এবং দ্বিতীয়তঃ সমুন্নত কৃষিপদ্ধতি দ্বারা ঐ জমি হইতে উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি। পূর্ব্বে যে গ জমির কথা লিখিয়াছি ঐ গ জমি হইতে কৃষক কোনপ্রকারে নিজের খরচাদি উঠাইতে পারে। কিন্তু ঘটনা পরম্পরায় এই শেষ-মাত্রা আরও নামিয়া পড়িতে পারে এবং সেই জন্য খাজনারও তারতম্য হইতে পারে। সেই ঘটনাগুলি নিম্নে আর বিশদরূপে বলিতে চেষ্টা করিব।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে লাভের হার ভিন্ন। অষ্ট্রেলিয়ায় শতকরা ১০৲ টাকা অনায়াসেই পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে প্রচলিত হার ৫৲ টাকা মাত্র। আমাদের দেশে মহাজনেরা শতকরা ২০।২৫ টাকা লাভ করেন। হলণ্ড দেশে লাভের হার খুবই কম। মনে করুন সহসা কোন কারণ বশতঃ ইংলণ্ডের লোক, প্রচলিত শতকরা পাঁচ টাকা অপেক্ষা আরও কম লাভে টাকা কর্জ্জ দিতে বা ব্যবসায়ে খাটাইতে প্রস্তুত। এক্ষেত্রে জমির 'শেষ মাত্রাও নামিয়া যাইবে। কৃষক কম লাভে ঐ জমি চাষ করিতে যাইবে, ভূম্যধিকারী ও পূর্ব্বাপেক্ষা কম খাজনায় ঐ জমি দিতে যাইবে। আমরা পূর্ব্বে গ নামক যে জমির কথা বলিয়াছি তখন ঐ প্রকার জমি অপেক্ষা ও খারাপ জমি লোকের চাষ করিতে হইবে। "এবং গ ও শেষোক্ত প্রকারে কর্ষিত খুব খারাপ জমির উৎপাদিকাশক্তির পার্থক্যে খাজনার হার নির্দ্ধারিত হইবে। এই প্রকারে, অষ্ট্রেলিয়ায় যখন লাভের হার ১০৲ টাকা হইতে আরও কমিয়া যাইবে, তখন আরও অধিক জমি চাষ হইবে।

লোকসংখ্যা ও কৃষিজাত দ্রব্য।

লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে কৃষি-জাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়, কারণ লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে কৃষি-জাত দ্রব্যের গ্রাহক ও বৃদ্ধি পায়। গ্রাহক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যও বৃদ্ধি পায় এবং যে সকল জমি কর্ষণের শেষ মাত্রার অব্যবহিত উপরে ছিল, তাহাও লোকের আহার্য সরবরাহ করার জন্য চাষ করিতে হয়। লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে কর্ষণের শেষ মাত্রা আরও নিম্নগামী হয় অর্থাৎ আরও অল্পোৎপাদিকা শক্তি বিশিষ্ট জমির চাষ হইতে থাকে। লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমির খাজনার হারেরও তারতম্য হয়। কৃষি-জাত দ্রব্যের বিক্রয় বৃদ্ধির সঙ্গে ভূম্যধিকারী খাজনার হারও বেশী করিতে পারেন।

কিন্তু লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি হইলেই যে দেশের আর্থিক-উন্নতি হইয়াছে এইরূপ বুঝিতে হইবে তাহা নহে। কোন কোন দেশে এইরূপ হয় বটে, কিন্তু সর্ব্বত্র এরূপ ঘটে না। অষ্ট্রেলিয়ায় প্রচুর পরিমাণে উর্ব্বরা ভূমি আছে এবং সেই জন্য তথায় আহার্য্য দ্রব্যাদিও যথাসম্ভব সুলভ ভারতবর্ষের পক্ষে এই নিয়ম প্রযোজ্য হইতে পারে না। এখানে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু অর্থ বৃদ্ধি হয় নাই। * অধিবাসিগণের অবস্থা স্বচ্ছল নহে এবং অনেকেই কায়ক্লেশে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। সাধারণ অধিবাসিগণের সঞ্চিতঅর্থ নাই এবং কোন কারণে এক সময় ফসল না হইলেই তাহারা অভাবগ্রস্থ হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে ভারতবর্ষে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত আর্থিক-উন্নতির কোন সংস্রব নাই।†

অনেকেই মনে করেন যে উৎপাদিত দ্রব্যাদির খরচের বিভাগে খাজনার বেশী সম্পর্ক। কিন্তু এরূপক্ষেত্রে খাজনা আদৌ ধর্ত্তব্য নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যদি গবর্ণমেণ্ট এক দিন অকস্মাৎ

---

* "The standard of comfort of the population has been lowered and vast numbers are constantly living just upon the verge of pauperism and starvation—"Mrs fawcet.

† "The people have no reserve of any kind and the failure of crop immediately brings the pinch of want : they can not meet bad times by giving up luxuries, in order to pay necessaries ; they have no cheaper kind of food, to which they can resort ; they are already at the bottom of the scale of human existence and to fall any lower means actual Famine." Mrs Fawcet : Political Economy.

আদেশ দেন যে জমির বাবুদ কাহারও কোন খাজনা গবর্ণমেণ্ট বা ভূম্যধিকারী গ্রহণ করিবেন না, তাহা হইলেও কৃষিজাত-দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় কিছুই কমিবে না, বা বাড়িবে না। পেটের ও হস্তের কার্য্য সমভাবেই চলিবে। অর্থাৎ এই আদেশের পূর্ব্বে অধিবাসীগণের ব্যবহারের জন্য যে পরিমাণ কৃষিজাতদ্রব্যের আবশ্যক হইত, এখনও তাহাই হইবে। এই কারণেই কৃষিজাতদ্রব্যের মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত খাজনার কোন সম্পর্ক থাকে না।

## বেতন।

বেতন।

উৎপাদিত অর্থের যে অংশ শ্রমজীবিদিগকে তাহাদের পরিশ্রমের জন্য দিতে হয়, তাহাকেই বেতন বলে। বেতনও খাজনার ন্যায়, কোন কোন দেশে দেশাচারের উপর, কোথাও বা প্রতিযোগিতার উপর নির্ভর করে। ডাক্তার, কবিরাজ, ব্যারিষ্টার, উকীল প্রভৃতিকে পরিশ্রমিক বাবদ যাহা দেওয়া হয়, তাহা অনেক পরিমাণে দেশাচারনিয়ন্ত্রিত। অনেকসময় এরূপ দেখা যায়, যে পুরাতন ভৃত্য বা কর্ম্মচারী অন্যত্র অধিক বেতন পাইলেও পুরাতন মণিবকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চাকুরী লইতে ইচ্ছা করে না। অনেক মণিবও সুবিধা দরে বা অধিক কর্ম্মঠ ভৃত্য পাইলে ও পুরাতন ভৃত্য পরিত্যাগে ইচ্ছুক হন না। সাধারণতঃ এই সকল ক্ষেত্র ব্যতীত প্রায় অপর সকল স্থানেই প্রতিযোগিতাই বেতনের হার নির্দ্ধারণ করে।

দেশাচার ও প্রতিযোগিতা

কর্ম্মকর্ত্তা শ্রমজীবী চাহেন, শ্রমজীবিগণ পরিশ্রম বিক্রয় করিতে চাহে। কর্ম্মকর্ত্তা কম বেতনে লোক রাখিবার চেষ্টা করেন এবং শ্রমজীবিগণ বেতনের হার বৃদ্ধির চেষ্টা

করেন—এই দুই পথের প্রতিযোগিতায় বেতনের হার নির্দ্ধারিত হয়। মনে করুন, তিনজন কর্ম্মঠ এবং একই প্রকার কর্ম্মকুশল চাকুরীপ্রার্থী কোন কর্ম্মকর্ত্তার নিকট কর্ম্ম প্রার্থনায় উপস্থিত। এ ক্ষেত্রে, যে প্রার্থী সে সর্ব্বাপেক্ষা কম বেতনে কার্য্য করিতে চাহিবে। কর্ম্মকর্ত্তা তাহাকেই নিযুক্ত করিবেন। একজন প্রার্থী বেশী বেতন দাবী করিলে অপর দুইজন কম বেতনে কার্য্য করিতে চাহিবে। সেই জন্য এই তিনজন প্রার্থীর প্রতিযোগিতা দ্বারা ঐ কর্ম্মের বেতন নির্দ্ধারিত হইবে। পক্ষান্তরে তিনজন কর্ম্মকর্ত্তা যদি কোন একজন শ্রমিককে নিযুক্ত করিতে চাহেন, তবে তিন জনের মধ্যে যিনি অধিক বেতন দিবার প্রস্তাব করিবেন, তিনিই এই শ্রমিককে নিযুক্ত করিতে সক্ষম হইবেন।

গ্রাহকতা ও সরবরহতা।

উপরে আমরা যে বিষয়টী বিবৃত করিলাম, উহাকে অর্থনীতির ভাষায় শ্রমিকের "গ্রাহকতা" ও শ্রমিকের "সরবরাহতা" বলে। গ্রাহকতা ও সরবরাহতার উপরেই বেতনের হার নির্দ্ধারিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, বেতন লোক সংখ্যা ও মূলধনের উপর নির্ভর করে। উভয়েরই অর্থ এক। যাহারা শ্রমিকের বেতন দিতে পারেন, তাহারাই শ্রমিকের গ্রাহক। শ্রমিককে যে বেতন দিতে হয় তাহা মূলধনেরই অংশ বিশেষ; সেই জন্য যাহারা শ্রমিকের পারিশ্রমিক বাবদ মূলধন ব্যয় করিতে সক্ষম, তাঁহারাই কেবল গ্রাহকতা বৃদ্ধি করিতে পারেন এবং যত মূলধন এই কার্য্যে ব্যয় হইবে, ততই শ্রমিকের গ্রাহকতা বাড়িবে। সুতরাং গ্রাহকতা অর্থে "যে মূলধন শ্রমিক নিযুক্তের জন্য ব্যয় হইতে পারে" ইহাও বলা যাইতে পারে। আবার, যাহারা পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত তাহারাই শ্রমিক সরবরাহ করিতে পারে এবং সেই জন্য অধিক শ্রমিক সরবরাহ হইলেই বুঝিতে হইবে যে এই শ্রেণীর লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই হেতু যাঁহারা বলেন যে

বেতনের হার লোক সংখ্যা ও মূলধনের উপর নির্ভর করে, তাঁহারা প্রকারান্তরে এই কথারই পুনরুক্তি করেন যে বেতন গ্রাহকতা ও সরবরহতার উপর নির্ভর করে। এই স্থানে প্রসঙ্গ ক্রমে বলা যাইতে পারে যে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, যন্ত্রাদির উৎপত্তি ও উন্নতি এবং মূলধনের রপ্তানির জন্য অনেক দেশের বেতনের হার বৃদ্ধি হয় নাই।

ম্যালথাস ও তাঁহার পুস্তক।

বেতনের হার জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে, একথা আমরা ইতি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। প্রথমতঃ, ম্যাল্‌থাস্‌ নামক ইংলণ্ডদেশীয় জনৈক অর্থনীতিবিৎ পণ্ডিত এই প্রস্তাবটী উত্থাপন করিয়া ইহার বিচার করেন। ম্যালথাস ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে লোকসংখ্যা বিষয়ক (Essay on population) সুলিখিত পুস্তকে যাহাতে লোকসংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি না পায় সেই সকল বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ, মড়ক, যুদ্ধ প্রভৃতি লোকসংখ্যা হ্রাসের দৈব উপায় এবং অল্প বয়সে ও কার্য্যক্ষম না হইলে বিবাহ না করা, লোক বৃদ্ধি নিবারণের স্বেচ্ছাধীন উপায়। আমাদের দেশে প্রথমোক্ত কারণ অর্থাৎ ব্যধি ও দুর্ভিক্ষে অনেক লোক মারা যায় সত্য, কিন্তু বাল্যবিবাহে আমাদের দেশে যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। বাল্যবিবাহের ফলস্বরূপ রুগ্ন পীড়িত সন্তান সন্ততি দ্বারা সংসারের ও দেশের যে কোন কার্য্যই হয় না, একথা আমাদের সকলেরই বিশেষরূপে প্রনিধান করা কর্ত্তব্য। *

---

* জনৈক ইংলণ্ডীয় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে "of the children belonging to the upper and middle classes, only 20 P. C. die before the age of 5. This proportion is more than doubled in the case of children belonging to the labouring classes" আমাদের দেশের সকলেরই এই সকল

বেতনের তারতম্যের কারণ।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে কি কি কারণে বেতনের হারের তারতম্য হয় তাহার কারণ স্বরূপ আদম স্মিথ পাঁচটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথম, ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ের প্রকৃতি অনুসারে বেতনের তারতম্য দেখা যায়। কয়লার খনিতে যে সকল মজুর কার্য্য করে, তাহারা অন্যান্য মজুরাপেক্ষা অপেক্ষাকৃত অধিক বেতন পায়। কিন্তু ঐ প্রকার স্থানে কার্য্য করা কষ্টসাধ্য ও বিপজ্জনক। সেই জন্যই ঐ সকল কার্য্যে মজুরগণ অধিক বেতন পায়। দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন ব্যবসায় কৃতকার্য্য হইবার জন্য যে শিক্ষা আবশ্যক সেই শিক্ষার ব্যয়ের উপর বেতনের হার নির্দ্ধারিত হয়। বিলাতে বড় বড় ব্যবসায় শিক্ষা করিতে হইলে প্রথমে কয়েক বৎসর ধরিয়া ২।৩ এমন কি ৪ বৎসরও শিক্ষানবিশী করিতে হয়। শিক্ষা শেষ হইলে অধিক বেতন পাওয়া যায়।

আমাদের দেশেও দেখা যায়, উকীলকে আইন পরীক্ষা পাশ করিতে যে অর্থ ব্যয় করিতে হয়, মোক্তারকে যেরূপ অর্থ ব্যয় করিতে হয় না। সেই জন্য উকীলগণ মোক্তারদের অপেক্ষা অধিকাংশ স্থলেই অধিক অর্থ উপার্জ্জন করেন। তৃতীয়তঃ, যে যে কার্য্যের স্থায়ীত্ব অধিক, সেই সকল কার্য্যে বেতনের হার কম। বারমাসই রাজমিস্ত্রীরা বা ঘরামীরা কাজ পায় না; অনেক সময় তাহাদের বসিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু, রাখাল বা অন্যান্য যাহারা ভৃত্যের কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, তাহারা বার মাসই কাজ পায়; এই জন্য রাজমিস্ত্রীদের বেতনের হার সাধারণ ভৃত্যাপেক্ষা বেশী। ক্যাসিয়ার, খাজাঞ্চী প্রভৃতি শ্রেণীর কর্ম্মচারীগণের বেতন অন্য

---

বিষয় আলোচনা অত্যাবশ্যক হইয়াছে। পূজ্যপাদ ডাক্তার মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও রায় নরেন্দ্রনাথ বাহাদুর প্রমুখের যত্নে যে "হিন্দু-বিবাহ-সংস্কার সমিতি" সংস্থাপিত হইয়াছে, এই প্রকার অনেক সমিতি স্থাপন বাঞ্ছনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

কর্ম্মচারী অপেক্ষা তুলনায় বেশী। পঞ্চম কারণ স্বরূপ আদমস্মিথ লিখিয়াছেন যে, কার্য্যে সিদ্ধিলাভের নিশ্চয়তা বা অনিশ্চয়তার উপর বেতনের ন্যূনাধিক্য যথেষ্ট নির্ভর করে * দৃষ্টান্তস্বরূপ, উকীল, অথবা সুকুমার বিদ্যাশিক্ষিত ব্যক্তিগণের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে ইহাদের পরীক্ষায় পাশ ফেল অনিশ্চিত; কিন্তু কেহ যদি তা প্রস্তুত কার্য্য শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে, তবে তাহার কার্য্যে শিক্ষালাভ সুনিশ্চিত এবং এই কারণে উপরোক্ত দুই শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণের বেতনের এত তারতম্য দেখা যায়।

বেতনের তারতম্য।

মিঃ ফসেট তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন যে শীত ঋতুতে ইংলণ্ডের অন্তর্গত ইয়র্কশায়ারের শ্রমজীবীগণ ১৬।১৭ শিলিং সপ্তাহে উপার্জ্জন করে কিন্তু ঠিক ঐ সময়ে একই প্রকারের কার্য্যে নিযুক্ত ডর্সেট শায়ার বা উইল্ট শায়ারের শ্রমজীবীগণ ১১ কি ১২ শিলিঙের অধিক উপার্জ্জন করিতে পারেন। ফসেট সাহেব ইহার কারণ স্বরূপ লিখিয়াছেন যে ডর্সেট শায়ারের শ্রমজীবিগণেষ অজ্ঞতাই এই নিম্নহারের কারণ। অশিক্ষিত বলিয়াই

---

* আদমস্মিথের এই পঞ্চম কারণ অনেকে স্বীকার করেন না। "A clergyman who is obtaining £ 100 a year, may feel assured that if he were engaged in some other occupation his income would be for larger; but such a man may be prompted by a high sense of duty to enter the church or he may be influened by the social position he obtains for being it and therefore he chooses his profession independently of pecuniary consideration" Mrs Fawcet অর্থাৎ মিসেসফসেট বলিতেছেন যে সকলক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হয় না; কেন না, অনেকে নানাকারণে, ইহা করিয়া অধিক লাভজনক কার্য্য গ্রহণ না করিয়া স্বল্পলাভজনক কার্য্যগ্রহণ করেন।

উহারা একস্থান পরিবর্ত্তন করিয়া অন্যস্থানে অধিক বেতনেও যাইতে চাহে না। ভারতবর্ষেও বিভিন্ন প্রদেশে বেতনের হারের তারতম্য দেখা যায়। পূর্ব্ববঙ্গে বেতনের হার অধিক। যতই পশ্চিমে যাওয়া যায় ততই বেতনের হার কম। যে সকল জেলায় লোকসংখ্যা কম, সেই সকল জেলায় বেতনের হার বেশী। ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত বর্দ্ধমানে বেতনের হার বেশী। বেহারে বেতনের হার কম। যে সকল নগরে বা নগরের নিকটবর্ত্তী স্থানে কল বা ফ্যাক্টরী আছে, তথায়ও বেতন বেশী। কারণ এ সকল স্থলে অধিক সংখ্যক শ্রমজীবী আবশ্যক হয়, এবং সেইজন্য বেতনও বেশী। ১৮৭৩ হইতে ১৯০৩ সনের মধ্যে বঙ্গদেশে, আসামে এবং পঞ্জাব প্রদেশে বেতনের হার ক্রমশঃ বেশী হইয়াছে। টাকার

ভারতবর্ষে বেতনের হার।

হিসাবে ভারতবর্ষে ১৮৭৩ হইতে ১৯০৩ সনের সাধারণ শ্রমজীবীর বেতনের তালিকা এই সঙ্গে দেওয়া হইল। তদ্দৃষ্টে প্রচলিত বেতনের হার দৃষ্ট হইবে।

( টাকার হিসাবে ভারতবর্ষে বেতনের তালিকা )

| প্রদেশ | ১৮৭৩-৭৬ | ১৮৭৬-৮০ | ১৮৮১-৮৫ | ১৮৮৬-৯০ | ১৮৯১-৯৫ | ১৮৯৬-'০৫ | ১৯০১-০৩ | ১৮৭৩ হইতে ১৯০৩ বেতন বৃদ্ধির অনুপাত | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বঙ্গদেশ | ৫.০-৫.৩ | ৫.২-৫.৭ | ৫.৫-৬.০ | ৬.০-৬.৬ | ৫.৮-৬.৫ | ৬.৩-৭.৩ | ৯.৫-৭.১ | ৩৯.৩ | |
| আসাম | ৬.৫-৬.৮ | ৭.৭-৮.৫ | ৭.০-৭.৯ | ৬.৫-৭.২ | ৭.১-৮.২ | ৮.০-৯.৪ | ৮.০-১০.৭ | ৪০.৬ | |
| যুক্তপ্রদেশ— | | | | | | | | | |
| আগ্রা | ৪.১ | ৪.২ | ৩.৮-৪.১ | ৪.৩-৪.৪ | ৪.৪-৪.৮ | ৩.৯-৪.৪ | ৪.১-৪.৭ | ২২.৭ | |
| অযোধ্যা | ৩.২-৩.৪ | ২.৯-৩.৩ | ২.৮-৩.১ | ৩.৪ | ৩.২-৩.৭ | ২.৮-৩.৫ | ৩.০-৩.৭ | —২০ | কম |
| পঞ্জাব | ৫.৩ | ৫.৮ | ৬.২ | ৬.৬ | ৬.৭ | ৭.৫ | ৮.০-৮.১ | ৪৯.৪ | |
| মান্দ্রাজ | ৪.০ | ৪.৩ | ৪.৩ | ৪.৩-৪.৬ | ৪.১ | ৪.২ | ৫.৩ | ৯.৮ | |
| বোম্বাই | ৭.৫-৭.৮ | ৭.১-৭.৬ | ৭.৪-৮.১ | ৭.৪-৭.৮ | ৭.৬-৮.০ | ৭.১-৭.৫ | ৭.৬ | ১১.৬ | |
| মধ্যপ্রদেশ | ৩.৯ | ৪.৩ | ৪.৩-৪.৪ | ৩.৮-৪.১ | ৪.২-৪.৬ | ৪.১ | ৪.৪ | ১২.৫ | |
| বর্ম্মা | ১৬.৬-১৭.৩ | ১৭.২-১৯.৪ | ১৪.৩-১৫.৬ | ১৪.৩-১৬.৫ | ১৪.০-১৪.৭ | ১৪.৫-১৫.২ | ১৪.১-১৫.১ | ৮.৫ | |
| | ৬.২-৬.৪ | ৬.৫-৭.০ | ৬.২-৬.৬ | ৬.৪-৬.৮ | ৬.৩-৬.৮ | ৬.৫-৭.০ | ৬.৭-৭.১ | ২০.৬ | |

* ১৮৭৩ ও ১৯০৩ সনের প্রভেদ।

দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেতনের হার সকল সময় বৃদ্ধি হয় না। ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের সময়ে যখন খাদ্য দ্রব্যাদি মহার্ঘ হয়, তখন অল্প বেতনে শ্রমজীবী পাওয়া যায়। শস্য নষ্ট হইলে লোকের বেতন দিবার ক্ষমতা থাকে না এবং সেই জন্য শ্রমজীবীর সংখ্যা বেশী হয় এবং তাহাদের বেতন ও কম হয়। আবার যখন অধিক গ্রাহকের জন্য কৃষিজাতদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হয়, তখন কৃষক ও ভূম্যধিকারিগণ অধিক লাভ করে এবং সেই জন্য ঐ সময়ে বেতনের হার বৃদ্ধি হয়।

দ্রব্যাদির মূল্য ও বেতন বৃদ্ধি।

কি করিয়া শ্রমজীবিগণের বেতনের হার বৃদ্ধি করা যাইতে পারে উহার উপায় উদ্ভাবনের জন্য অনেকে অনেক বার চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ কেহ আইন দ্বারা বেতনের হার নির্দ্ধারণেরও উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু শিক্ষার অধিক প্রচলন ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই বেতন বৃদ্ধি সম্ভবপর নহে। যতই জাতীয়শিক্ষার বিস্তৃত হইবে, ততই অন্যান্য উপকারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমজীবিগণের বেতন বৃদ্ধি হইয়া তাহাদের প্রভূত মঙ্গল হইবে। ভারতবর্ষে সর্ব্বত্রই ৮।১০ বৎসরের বালককে পাঠশালা বা স্কুল ছাড়াইয়া তাহাদের নিজ নিজ ব্যবসায়ে নিয়োজিত করা হয়। ইহাতে দেশের যে কি পরিমাণ ক্ষতি হয় তাহা বর্ণনাতীত। * শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে

শিক্ষা-বৃদ্ধির আবশ্যকতা।

* "A child who is taken from school when 8 or 9 years old rapidly forgets almost the whole of the little he has learnt. Widespread ignorance, therefore, is a sure indication that a considerable proportion of the population has had inflicted upon it the manifold evils which result from premature employment. Health is sacrificed, physical vigour is diminished and strength

সঙ্গে দেশে চৌর্য্যাদি অপরাধও কম হইবে এবং দেশের যথেষ্ট আর্থিক উন্নতি হইবে। দেশান্তরে যাইয়া কার্য্যের চেষ্টাও শ্রমজীবিগণের বেতন বৃদ্ধির অন্য উপায়। কিন্তু বলা বাহুল্য ইহাও শিক্ষার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে, কারণ, শিক্ষিত না হইলে তাহারা এক স্থান হইতে অন্যত্র যাইতে চাহিবে না।

অতঃপর আমরা লাভের বিষয় আলোচনা করিব।

## লাভ।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে উৎপাদিত অর্থ খাজনা, বেতন ও লাভ, এই তিন অংশে বিভক্ত হইয়া সাধারণতঃ তিন জনের ভাগে পড়ে। যাঁহাদের ভূমি আছে তাঁহারা অপরকে ভূমি ভোগ দখল করিতে দেন, এবং সেই জন্য এক অংশের অধিকারী হন। এই অংশকে খাজনা বলে। যাহারা অর্থোৎপাদনের জন্য পরিশ্রম করে তাহারা পারিশ্রমিক স্বরূপ বেতন পায় এবং যাঁহারা মূলধন সরবরাহ করেন, তাঁহারা যে অংশ পা'ন তাহাকে লাভ বলে।

often becomes exhausted at an age, when we ought still to be in the prime of life. The mischief which thus results is not confined to labourers themselves, the whole community suffers severe pecuniary loss if the industrial efficiency of those by whom wealth is primarily produced is impaired." Fawcet: National Education to the Remedies for Low Wages. অর্থাৎ, ফসেট মহোদয় বলিয়াছেন যে, আট নয় বৎসরের বালককে কার্য্যে নিযুক্ত করিলে, সে শীঘ্রই স্কুলে যাহা শিক্ষা করিয়াছে, তাহা ভুলিয়া যায়। ইহাতে সমগ্র দেশেরই প্রভূত ক্ষতি হয়।

সঞ্চয় না করিলে মূলধন সংগ্রহ হয় না এবং মূলধনের অধিকারী ব্যয় না করিয়া যে সঞ্চয় করেন, তজ্জন্য অবশ্যই তাঁহার কিছু প্রাপ্য হয়। এই সংযম বা বীতস্পৃহার জন্য অধিকারী যে পুরস্কার পা'ন তাহাকেই লাভ বলে।

লাভ।

মনে করুন একজন কৃষক নিজের জমি, স্বোপার্জ্জিত ১০০৲ টাকার মূলধন লইয়া কর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। কর্ষণের পর ঐ জমি হইতে যে অর্থ উৎপাদিত হইবে, ঐ অর্থ হইতে মূলধন এক শত টাকা বাদ দিয়া যাহা উদ্বৃত থাকিবে, তাহাই কৃষকের লাভ। কিন্তু এক্ষেত্রে কৃষকের মূলধনের যথেষ্ট প্রতিদান হইবে না; কৃষক নিজেও শ্রমজীবিগণের সঙ্গে পরিশ্রম করিয়াছে অথবা তাহাদের কার্য্য তত্ত্বাবধান করিয়াছে। এই পরিশ্রম বা তত্ত্বাবধানের জন্য সেও অবশ্য পারিশ্রমিক পাইবে, এবং সেই জন্য সে যে লাভ পাইবে তাহা হইতে তাহার বেতন স্বরূপ কিছু বাদ দিতে হইবে। বিশেষতঃ প্রত্যেক ব্যবসায়ে বা কার্য্যেই অল্প বিস্তর বিপদ আছে। কৃষক তাহার জমি হইতে ফসল উৎপাদন করিবার জন্য যে মূলধন প্রয়োগ করিবে, যদি জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ ফসল উৎপাদিত না হয় তবে ঐ মূলধনের লোকসান হইবে। এইরূপ ভাবী বিপদ স্কন্ধে লইয়া কাজ করার জন্য কৃষক মোট যে লাভ পাইবে, তাহা হইতে এই বাবুদ ও কিছু বাদ যাইবে। এই সমস্ত কারণে কোন ব্যক্তি তাঁহার ব্যবসায়ে বা অন্য যে কোন কার্য্যেই লিপ্ত হউন না কেন, সেই কার্য্যে যে লাভ পান তাহা তিন অংশে বিভক্ত করা হয়। প্রথম, সঞ্চয় (ইহাকে সাধারণ কথায় সুদ বলে), দ্বিতীয়, মূলধন বিনাশের আশঙ্কার জন্য ক্ষতি-পূরণ, তৃতীয় তত্ত্বাবধানের বেতন। পর্য্যায়ক্রমে এই তিনটি বিষয় আলোচনা করা যাউক।

লাভের উপাদান।

মিসেস ফসেট এই প্রসঙ্গে একটী গল্পের অবতারণা করিয়াছেন :—

"রাম মিস্ত্রী তাহার কাজের সুবিধার জন্য একটী রেঁদা প্রস্তুত করিয়াছে। শ্যাম রেঁদার সুবিধা দেখিয়া এক বৎসরের জন্য রামের নিকট রেঁদাটি ধার চাহিল। রাম বলিল "রেঁদাটি সে নিজের ব্যবহার ও সুবিধার জন্যই প্রস্তুত করিয়াছে এবং সেই জন্য এক বৎসর পরে শ্যাম শুধু রেঁদাটী ফেরৎ দিলে রামের কোনই লাভ হইবে না।" সুতরাং বাধ্য হইয়া বৎসরান্তে রেঁদা ও তৎসঙ্গে একখণ্ড তক্তা ক্ষতি-পূরণ-স্বরূপ রামকে দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া শ্যাম রেঁদা লইয়া গেল। বৎসরান্তে শ্যাম যখন রামকে রেঁদা ও এক খণ্ড তক্তা দিল, তখন রাম পুনর্ব্বার রেঁদা ধার দিল; এই প্রকারে সে রেঁদাটি চারি বার ধার দিয়া চারি বারে চারি খণ্ড তক্তা লাভ করিল। বর্ত্তমান তাহার পুত্র ও রেঁদাটী ধার দিতেছে।"

এই গল্প পাঠে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে এ ক্ষেত্রে রেঁদাটি মূলধনের প্রতিরূপ এবং তক্তা খণ্ড সুদের প্রতিরূপ। শ্যাম ধার করিয়া এবং সুদ দিয়া সুবিধা পায়, তাই রেঁদাটি রামের নিকট হইতে ধার লয়, তাহার সুবিধা না হইলে সে রেঁদাটী আর ধার লইত না। এই যে সুদ ইহা সঞ্চয়েরই প্রতিদান। যদি রেঁদাটি রাম নিজে ব্যবহার করিত, তবে আর সুদ স্বরূপ তক্তাখণ্ড পাইত না।

**সঞ্চয়ের পুরস্কার।**

প্রত্যেক দেশেই টাকা খাটাইবার এরূপ উপায় আছে যাহা নিরাপদ বলিয়া বিবেচিত হয়। গবর্ণমেণ্ট কাগজের সুদের হার কম, কিন্তু উহা সম্পূর্ণ নিরাপদ। এই বাবুদ যে সুদ পাওয়া যায় তাহা সঞ্চয়ের পুরস্কার। সঞ্চয় করিয়া না রাখিলে ঐ টাকার সুদ পাওয়া যাইত না। যাঁহারা এই ভাবে টাকা খাটান তাঁহাদের লাভের অংশ এই একটি মাত্র উপাদান গঠিত—সে উপাদানই হইতেছে সুদ। ইহাঁদের মূলধন হানির আশঙ্কা নাই এবং উহার জন্য কোনরূপ তত্ত্বাবধানেরও প্রয়োজন হয় না।

আমাদের দেশে সুদের হার অত্যন্ত বেশী। এ বিষয় আমরা পরে আলোচনা করিতেছি। গবর্ণমেণ্ট কাগজের সুদের হার ৩।০ টাকা মাত্র; কিন্তু প্রচলিত

সুদের হার।

সুদের হার ২৫।৩০ টাকা এবং কখন কখন চক্রবৃদ্ধি হারে যে সুদ পড়ে তাহা এক শত টাকায় দুইশত, আড়াই শত হয়। ইহার একমাত্র কারণ মূলধন হানির আশঙ্কা। যে সকল ব্যবসায়ে মূলধন হানির আশঙ্কা বেশী, সেই সকল ব্যবসায়েই লাভ বেশী। এ সকল ক্ষেত্রে "চোরের দশ দিন গৃহস্থের এক দিন।" কয়লার খনির কথা ধরুন। অন্যান্য ব্যবসায়ের অংশীদারগণ যেরূপ ডিভিডেণ্ড বা লাভ পা'ন, কয়লার খনির অংশীদারগণ তদপেক্ষা বেশী হারে লাভ পা'ন। কিন্তু এরূপ হইতে পারে যে, যে খনি হইতে প্রচুর কয়লা পাইবার সম্ভাবনা, হঠাৎ দেখা গেল সে খনিতে আর কয়লা নাই। এইরূপ আশঙ্কা থাকে বলিয়াই এই প্রকার ব্যবসায়ে মূলধন হানির আশঙ্কা ও তজ্জনিত ক্ষতি-পূরণও বেশী। স্থূল লাভ হইতে প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে তত্ত্বাবধানের বেতন বলা যাইতে পারে। যে সকল কারণে বেতনের তারতম্য হয়, সেই সকল কারণে লাভের অংশেরও তারতম্য হয়। অনেক কার্য্যের পরিদর্শনে অধিকতর নৈপুণ্য, এবং সহিষ্ণুতা আবশ্যক; অনেক কার্য্যের তত্ত্বাবধান বিপজ্জনক। ঐ সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধানে লাভের অংশ অপরাপর কার্য্যাপেক্ষা বেশী থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মিসেস ফসেট কসাইয়ের ও বস্ত্র বিক্রেতার কার্য্যের তুলনা করিয়াছেন। ইংলণ্ডে বস্ত্র-বিক্রেতা অপেক্ষা কসাই অধিক লাভ করে। তাহার প্রধান কারণ এই যে কসাইয়ের কার্য্য তত পছন্দ সই কার্য্য নহে। দ্বিতীয়তঃ, হঠাৎ ঋতু-পরিবর্ত্তন হইলে কসাইয়ের অনেক পশু মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে পারে। এক্ষেত্রে মূলধন বিনষ্ট হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে

এবং পরিদর্শনের অসুবিধা ও মূলধন বিনাশের আশঙ্কার জন্য লাভের অংশ অন্যান্য ব্যবসায় অপেক্ষা অধিক।

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে এবং দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইলে সুদের হার কম হয়। আমরা খাজনার বিষয় আলোচনা করিবার সময় রিকার্ডোর নিয়মের কথা উল্লেখ করিয়াছি। এ ক্ষেত্রেও ঐ নিয়ম অন্য ভাবে প্রযোজ্য হইতে পারে। পরিশ্রম ও মূলধনের পুরস্কার উৎপাদিত অর্থের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অর্থাৎ যদি কোন কারণে একই পরিমাণে পরিশ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করিয়া অল্প অর্থ উৎপাদিত হয়, তবে সুদ ও বেতন কম হইবে। এক মণ চাউল আহার করিয়া যদি কোন লোক দেড় মণ চাউল উৎপাদন করিতে পারে, তবে সে তাহার পরিশ্রম ও মূলধনের দেড়গুণ অর্থ উৎপাদন করে। কিন্তু যদি সে সওয়া মণ উৎপাদন করে, তবে বেতন এবং লাভ শতকরা ২৫৲ কমিয়া যায়। কর্ষণের শেষ মাত্রা যতই নামিতে থাকে, অর্থাৎ যতই কম উর্ব্বরা ভূমি কর্ষিত হইতে থাকে, ততই বেতন ও লাভের অংশও হ্রাস পাইতে থাকে, এবং জমির খাজনা বৃদ্ধি পায়। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, নিকৃষ্ট জমি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জমি যে পরিমাণ অধিক অর্থ উৎপাদন করে, সেই অধিক অর্থই হইতেছে খাজনা। রিকার্ডো সত্যই বলিয়াছেন যে যতই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ততই খাদ্য-দ্রব্যের গ্রাহক বেশী হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অল্পোৎপাদিকা জমি কৃষ্ট হইতে থাকে। সেই জন্য অধিক ব্যয়ে আবশ্যক খাদ্য উৎপাদিত হয় অর্থাৎ সম পরিমাণ পরিশ্রম ও মূলধন ব্যয়ে অল্প অর্থ উৎপাদিত হয় এবং সেই জন্য বেতন ও সুদের হার কম হয়।

লাভের হার।

অর্থবিৎগণ বলেন যে, লাভের হার পরিশ্রমের ব্যয়ের উপর নির্ভর করে। শ্রমজীবিগণ যে বেতন পায় এবং তাহারা যে অর্থ উৎপাদন করে, এই উভয়ের

উপরে পরিশ্রমের ব্যয় নির্ভর করে। এই জন্য, যদি পরিশ্রম অধিক ফলোৎপাদক হয়, তবেই পরিশ্রমের ব্যয় হ্রাস হয়; কারণ হয় সেই পরিমাণ বেতন দিয়া অধিক অর্থ উপাদিত হয় অথবা অল্প বেতনে সেই পরিমাণ অর্থ উৎপাদিত হয়। পরিশ্রম অধিক ফলোৎপাদক হইলে, লাভ ও বেশী হইবে এবং সেই জন্য শ্রমজীবিগণের বেতনের হার ঠিক থাকিলেও উৎপাদিত অর্থের পরিমাণ বেশী হইবে। যদি কোন উপায়ে পরিশ্রম অধিক ফলোৎপাদক হয়, তাহা হইলে শ্রমজীবিগণের বেতনের হার ঠিক থাকিলে লাভের হার বৃদ্ধি হইবে। এই জন্য অর্থনীতিবিৎ মিল বলেন যে পরিশ্রমের ব্যয় ও লাভের হার তিনটী উপাদানে গঠিত—(১) পরিশ্রমের কার্য্যকারিতা (২) শ্রমজীবিগণের বেতন (অর্থাৎ শ্রমজীবিগণের প্রকৃত পুরস্কার) (৩) বেশী বা কম খরচে যাহাতে এই প্রকৃত পুরস্কারের উপাদান সমূহ উৎপাদিত বা ব্যয় করা যাইতে পারে।

উপাদান।

যদি পরিশ্রমের কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু বেতন ও সাংসারিক খরচের আবশ্যক দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি না হয় তবেই পরিশ্রমের ব্যয় কম হয়। যদি বেতন বৃদ্ধি পায় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পরিশ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি না পায়, তবে পরিশ্রমের ব্যয় অধিক হয়। যদি আবশ্যক দ্রব্যাদি সস্তা হয়, তাহা হইলে বেতন কম হয় এবং কর্ম্ম-কর্ত্তার পরিশ্রমের ব্যয় কম পড়ে।

## ( বণ্টনের প্রথম পরিশিষ্ট ) *

### ভারতবর্ষে সুদের হার ও যৌথমহাজনী।

গত ১৯০৮ সনের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতাস্থ "অনুশীলন সমিতির" উদ্যোগে মাননীয় শ্রীযুক্ত সার ডি, এম, হ্যামিণ্টন মহোদয় ( Zemindaries on Co-operative lines ) "সম্মিলিত শক্তিতে জমিদারী" সম্বন্ধে একটী সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সারদা চরণ মিত্র মহাশয় ঐ আসরে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে দিনকার সেই শুভ-মুহূর্ত্তের পরিণাম স্বরূপ মাননীয় শ্রীযুক্ত মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্রকে পৃষ্ঠপোষক লইয়া সম্মিলিত শক্তিতে জমিদারীর উদ্দেশ্যে এক সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং চাকুরী লালায়িত, হতভাগ্য বাঙ্গালী যুবকগণের দিব্য চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে।

তৎপরে, কিছু দিন পূর্ব্বে আমাদের ভূতপূর্ব্ব লেফটেনাণ্ট গবর্ণর সার এডোয়ার্ড বেকারের সভাপতিত্বেও এই সম্বন্ধে "( Co-operative

---

* আমরা লাভের কথা পর্য্যালোচনা কালীন বলিয়াছি যে লাভের এক অংশের নাম সুদ ও প্রসঙ্গক্রমে আমরা বলিয়াছি যে ভারতবর্ষে সুদের হার অত্যন্ত বেশী। সাধারণ প্রজা ও কৃষকদের এই সুদের হার বহন করা অত্যন্ত কষ্ট সাধ্য। সেই জন্য আমাদের গবর্ণমেণ্ট যৌথমহাজনীসমিতি স্থাপন করিতেছেন। যৌথমহাজনী সমিতি কি এবং কি প্রকারে সুদের হার কমান যাইতে পারে এই সম্বন্ধে আমি ১৩১৬ সনের আশ্বিন, কার্ত্তিক ও পৌষ মাসের সুপ্রভাতে "যৌথমহাজনী" শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখি। ঐ প্রবন্ধটী স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

Credit Conference) একটী বৈঠক বসিয়াছিল। গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারী ব্যতীত দেশের অনেক গণ্যমান্যলোক এই সভাতে এবং সভার কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন, এবং যাহাতে এই গুরুতর বিষয়টী সম্যক্‌রূপে পর্য্যালোচিত হইয়া দেশের যথেষ্ট উপকার সাধন করিতে পারে তাহারও উপায়াদি বিবেচিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ।

একটী কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিতে চাই। সে কথাটি সকলেই জানেন; তথাপি পুনরুক্তি করিলে যে বিশেষ দোষের হইবে তাহা আমি বিবেচনা করি না। সে কথাটী এই যে আমাদের দেশটী সম্পূর্ণ কৃষি প্রধান। দেশের শতকরা অন্ততঃ ৮০ জন লোক কৃষি কার্য্যেই জীবনাতিপাত করে (অন্ততঃ তাহার চেষ্টা করে)। সুতরাং এই শতকরা ৮০ জন লোকের উন্নতি না হইলে অবশিষ্ট ২০ জনের উন্নতি ত দূরের কথা, তাহাদের অবস্থাও যে দিন দিন শোচনীয় হইবে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তৎপূরে, আজকাল স্বদেশী আন্দোলনের দিনে কৃষির উন্নতি আমাদের অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। যে হ্যামিণ্টনের * নাম

কৃষির উন্নতির আবশ্যকতা।

লইয়া এই প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছি তিনি ১৯০৫ সনে কাশীধামে "শিল্পোন্নতি সভার" (Industrial Conference) যে প্রথম অধিবেশন হয় তাহাতে

---

* "At a time like the present, when the public gaze is so fixed upon Sawdeshi manufacturing industries, the all-important fact is apt to be lost sight of, that Swadeshi manufacturers are themselves almost entirely dependent for their success *on the success of agriculture.* That this is so, will at once be apparent when it is realised that the manufacture of Swadeshi piece-goods can only

বলিয়াছিলেন * যে বর্ত্তমান সময়ে যখন সকলেরই দৃষ্টি স্বদেশজাত শিল্প দ্রব্যের উন্নতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে তখন ইহা যেন কেহ বিস্মৃত না হ'ন যে, কৃষিকার্য্যের সাফল্যের উপরেই শিল্পের উন্নতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। স্বদেশ জাত বস্ত্রাদি উৎপন্ন করিতে হইলে কার্পাস উৎপন্ন করা অত্যাবশ্যক এই কথাটী স্মরণ করিলেই আমার বাক্যের সার্থকতা উপলব্ধি হইবে। অধিকন্তু, কৃষকগণের উন্নতির উপরেই এই স্বদেশী শিল্পের উন্নতি সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করিবে। কারণ এই সমস্ত বস্ত্রাদি তাহাদের জন্যই প্রস্তুত করিতে হইবে এবং তাহাদের ইহা ক্রয়ের সামর্থ না থাকিলে স্বদেশী শিল্প কিছুতেই উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না।

প্রকৃত স্বদেশীর আবশ্যকতা।

---

be sucessfully established when it has been found possible to grow suitable cotton and that when the growing and manufacturing problems have been solved, the question of markets will be found also to depend on agriculture for the simple reason that the great market for piece-goods is the agricultural population and the more flourishing the population is the more can it afford to spend on manufactures." অর্থাৎ এ সময়ে যখন দেশবাসীর দৃষ্টি শিল্পোন্নতির প্রতি পতিত হইয়াছে, তখন দেশে যাহাতে কৃষির উন্নতি হয়, তদ্বিষয়েও সকলের দৃষ্টি একান্ত আবশ্যক। কারণ কৃষির উন্নতি না হইলে শিল্পের উন্নতি হইতে পারে না। দেশে উৎকৃষ্ট কার্পাস উৎপাদিত না হইলে বস্ত্রশিল্পের উন্নতি কি করিয়া সম্ভব? আবার, দেশে শতকরা ৮০ জন লোক যখন কৃষিজীবী, তখন কৃষির উন্নতি না হইলে শিল্পজাত দ্রব্য কিনিবার লোকই বা কোথায়?

* Sir D. M. Hamiltonএর নাম প্রত্যেক ভারতবাসীরই মনে রাখা কর্ত্তব্য। কি শিল্পোন্নতি কি কৃষির উন্নতি সকল বিষয়েই ইনি অগ্রগণ্য। বিজ্ঞান ও শিল্পোন্নতি সমিতির ও (Scientific and Industrial Association)' ইনি একজন পৃষ্ঠপোষক।

ঠিক এই কথা আর এক ভাবে ঘুরাইয়া শিল্পোন্নতি সমিতির তৃতীয় অধিবেশনের সভাপতি মাননীয় সার ভিটলদাস দামোদর থ্যাকারসে মহাশয় বলিয়াছিলেন যে,

কৃষির উন্নতি।

অতি কম লোকেই বুঝিতে পারে যে কৃষির উন্নতির সহিত স্বদেশীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে যখন কৃষির উপরেই সম্পূর্ণরূপে শিল্পের উন্নতি নির্ভর করিতেছে তখন কৃষির উন্নতির দিকেই স্বদেশী চালিত করিতে হইবে। * প্রমাণ স্বরূপ ইহা বলা যাইতে পারে যে, পশ্চিম ভারতে শিল্পের উন্নতির প্রধান ও অন্যতম কারণ এই যে গুজরাট-বাসীরা সর্ব্বত্রই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্পাস উৎপাদনে সক্ষম।

এ হেন কৃষির উন্নতি আমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু কৃষির উন্নতি করিবে কে এবং হইবেই বা কি প্রকারে? পৃথিবীর কয়েকটী দেশের তুলনায় আমাদের দেশের প্রত্যেক লোকের আয়ের একটা তালিকা দেখুন।

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| রুশিয়া | ১৬৫৲ | টাকা বাৎসরিক | আয় | হলণ্ড | ৩৩০৲ | টাকা | বাৎসরিক |
| জর্ম্মনি | ৩৩০৲ | ,, | ,, | ফ্রান্স | ৪০৫৲ | ,, | ,, |
| যুক্তরাজ্য | ৫৮৫৲ | ,, | ,, | অষ্ট্রেলিয়া | ৬০০৲ | ,, | ,, |
| স্কটলাণ্ড | ৬৭৫৲ | ,, | ,, | ইংলণ্ড | ৬৩০৲ | ,, | ,, |

ভারতবর্ষ বাৎসরিক ৩০ টাকা মাত্র।

* "Few people talk of the Swadeshi movement in connection with agriculture. But that is the industry which most requires the application of the swadeshi spirit for on it are based all our possibilities of manufacturing industries" (Third Indian Industrial Conference) অর্থাৎ "স্বদেশী" এবং কৃষির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক; কিন্তু, অনেকেই কৃষির উন্নতির চেষ্টা না করিয়াই স্বদেশীর উন্নতি করিতে চান।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে গড়ে আমাদের দেশের প্রত্যেক লোকের বাৎসরিক আয় ৩০৲ টাকা মাত্র।

বঙ্গ দেশে প্রচলিত সুদের হার।

এইত দেশের অবস্থা কিন্তু তত্রাপি ইউরোপ প্রভৃতি দেশে শতকরা ৬৲ ছয় টাকা মাত্র প্রচলিত সুদের হার। অবশ্য সেখানে কোন কোন সময়ে অল্প টাকা কর্জ্জ করিতে গেলে সুদের হার কিছু বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যাহা হউক আমাদের দেশের সহিত তুলনা করিতে গেলে অবশ্যই অনেক কম। বঙ্গ দেশে সুদের হার শতকরা ৩০।৩২ টাকা। একটা তালিকা দিতেছি।

## প্রেসিডেন্সি বিভাগ।

| জেলা | সুদ |
|---|---|
| ২৪ পরগণা | ৩৪৲ |
| নদীয়া | ৩৭॥০ |
| মুর্শিদাবাদ | ২৪৲ হইতে ৩৭॥০ |
| যশোহর | ৩৭॥০ |
| খুলনা | ৩৫৲ |

## বর্দ্ধমান বিভাগ।

| | |
|---|---|
| বর্দ্ধমান | ২৪৲ |
| বীরভূম | ২৪৲ হইতে ৩৭॥০ |
| বাঁকুড়া | ৩৭॥০ |
| মেদিনীপুর | ৩০৲ |

## পাটনা বিভাগ।

| জেলা | | | | সুদ |
|---|---|---|---|---|
| সারণ | ... | ... | ... | ১২৲ হইতে ১৮৲ |
| চম্পারণ | ... | ... | ... | ২৫৲ |
| দ্বারবঙ্গ | ... | ... | ... | ২৪৲ হইতে ৩৭৷৹ |

## ভাগলপুর বিভাগ।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| মুঙ্গের | ... | ... | ... | ২৭৲ হইতে ৩৭৷৹ |
| ভাগলপুর | ... | ... | ... | ২৫৲ |
| সাঁওতাল পরগণা | ... | ... | ... | ২৪৲ |
| পূর্ণিয়া | ... | ... | ... | ৩০৲ হইতে ৩৭৷৹ |
| দার্জ্জিলিং | ... | ... | ... | ২৪৲ |

## উড়িষ্যা বিভাগ।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| বালেশ্বর | ... | ... | ... | ৩৭৷৹ |
| কটক | ... | ... | ... | ৩৭৷৹ |
| পুরী | ... | ... | ... | ৩৭৷৹ |

## ছোটনাগপুর বিভাগ।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| রাঁচি | ... | ... | ... | ৩৭৷৹ হইতে ৭৫৲ |
| হাজারিবাগ | ... | ... | ... | ৭৫৲ |
| মানভূম | ... | ... | ... | ১৮৲ হইতে ৩৭৷৹ |

পূর্ব্ববঙ্গ এবং আসামের সম্পূর্ণ তালিকা দিবার আবশ্যক নাই; মাত্র কয়েকটী স্থানের উল্লেখ করিলাম।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম।

ময়মনসিংহ জেলায় সাধারণতঃ ৩৭½ হইতে ৭৫৲ টাকা হার প্রচলিত। অনেক জেলায় শতকরা ১৫০৲ শত টাকা হারও প্রচলিত। আসামে সাধারণতঃ ৭৫৲ টাকা হারে সাধারণ কৃষক কর্জ্জ পায়। যে সমস্ত জেলায় পাট প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয় সেই সকল স্থানে ১৫০ হইতে ৬০০ টাকা পর্য্যন্ত সুদের হার চলিত আছে। ময়মনসিংহ জেলায় জামালপুর মহকুমার একটী দরিদ্র কৃষক টাকা প্রতি সাত পয়সা চক্রবৃদ্ধি সুদে ১৫৲ টাকা কর্জ্জ করিয়াছিল। তিন বৎসর এবং কয়েক মাস পরে পাওনাদার দুই শত কুড়ি টাকা এক আনা সাত পাই রেহাই দিয়া ও ১ টাকা ওয়াশীল বাদ দিয়া ৫০০৲ পাঁচশত টাকার দাবীতে নালিশ রুজু করেন। হিসাব করিয়া দেখা গেল যে সুদের হার শতকরা ১৩৪০৲ টাকা হিসাবে পড়িয়াছে। আদালত শতকরা ১৩১।০ হিসাবে সুদ মঞ্জুর করিয়া বাদীকে ডিক্রী দিয়াছিলেন।

উপরের বিবরণের একবর্ণও অতিরঞ্জিত নহে। কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হইবে যে, দেশের লোক এত দরিদ্র যে কোন প্রকারে প্রাণ বাঁচাইতে পারিলেই হয় এই ভাবিয়া সুদের কথা না ভাবিয়া তাহারা টাকা কর্জ্জ করে। ভবিষ্যতে কি বিষময় ফল হইবে বা কি প্রকারে এই কর্জ্জ-টাকা শোধ দিবে তাহা তাহারা মোটেই ভাবে না বা প্রায়ই ভাবিবার অবসরও পায় না। দুর্ভিক্ষ রাক্ষসীর তাণ্ডব নৃত্য ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিরাট উদর ও প্রকাণ্ড "হা" দেখিয়া সে সব কথা আর মনে আসে না।

দুর্ভিক্ষ ও তজ্জনিত লোক ক্ষয়।

এই উদর ও "হা" বড় ছোট খাট নহে। ১০৭ বৎসরে যুদ্ধ বিগ্রহে ৫০ লক্ষের অধিক লোক নিহত হয় নাই কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ভারতে ৩ কোটী ২৫ লক্ষ লোক অনশনে পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছে। গত ৪৭ বৎসরে ২৮,৮২৫০০০ দুই কোটী অষ্টাশীলক্ষ পঁচিশ হাজার লোক রাক্ষসীর ক্ষুণ্ণিবৃত্তি করিয়াছে। এক বৎসরের কথা ধরুন। গত ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে যে দুর্ভিক্ষ হয় তাহাতে ৮২৫০০০০ বিরাশী লক্ষ পঞ্চাশ হাজার লোক মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছিল। এই দুর্ভিক্ষ নিবারণ-কল্পে লণ্ডনে ১৮৮০ সনে যে ( commission ) বৈঠকের অধিবেশন হয়, তাহাতে অধ্যাপক কেয়ার্ড এবং মিঃ টালিভান * বলেন "গত ভারতীয় দুর্ভিক্ষে যে লোক-ক্ষয় হইয়াছে, ইংলণ্ডের অধিবাসিগণ তাহার ধারণাও করিতে পারেন না। আয়র্লণ্ডের মোট অধিবাসীর যে সংখ্যা তাহাপেক্ষাও অধিক লোক কালের করাল গ্রাসে পতিত হইয়াছে। যদি এই সুপ্রসিদ্ধ লণ্ডন নগরী এবং সন্নিকটস্থ জনপদ সমূহ দীর্ঘকাল স্থায়ী মড়কে ধ্বংস হইয়া যায়, তাহা হইলেও সংখ্যায় উহা ভারতের দুর্ভিক্ষে-মৃত লোকসংখ্যার অধিক হইবে না।"

উৎপন্ন দ্রব্য-বৃদ্ধির উপায়।

এই সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা ভারতবর্ষের এ দুঃখের কারণ কি? অনেকে মনে করেন রপ্তানীর জন্যই এরূপ হয়। আবার অনেকে ভারতবাসিগণের দরিদ্রতাই এই দুর্ভিক্ষের একমাত্র কারণ এইরূপ মত দেন। কেহ বা

* "The people of England can hardly realise the loss of death by the last Indian Famine. Upwards of 5 millions of human beings, more in number than the population of Ireland, perished in that miserable time. If the people of this vast Metropolis, with the millions in its neighbourhood were all melted away in a

আবার সময় মত বৃষ্টি হয় না এইরূপ মত প্রকাশ করেন। যে কারণেই হউক, ইহা স্থির নিশ্চিত যে সকল অবস্থার সামঞ্জস্য রাখিয়া যদি কৃষকদের উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে তাহাহইলে অনেক প্রতীকার করা যায়। আমেরিকার অন্তর্গত টরণ্টো নগরবাসী রেভারেণ্ড সাদারল্যাণ্ড সাহেব ( ইঁনি অনেক কাল ভারতবর্ষে ছিলেন ), সত্যই বলিয়াছিলেন যে যদি ভারতবর্ষে কৃষির উন্নতি করা যায় তাহা হইলে লোকের খাদ্যাভাব অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইতে পারে। * বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ইহা একরূপ সর্ব্ববাদী সম্মত যে তিনটী উপায় অবলম্বন করিলে কৃষকদের উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। তাহা করিলে তাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পারে ও সঙ্গে সঙ্গে কিছু সঞ্চয় ও করিতে সমর্থ হইবে। বলা বাহুল্য যদি আমরা ইহা করিতে পারি, তাহা হইলে দেশের ও দশেরও প্রভূত উপকার হইবে। প্রথম, স্থানে স্থানে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন। ( Agricultural Experimental Farms )

দ্বিতীয় যৌথমহাজনী সভা সংস্থাপন—যাহাতে কৃষকগণ অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ করিয়া মহাজনের পীড়ন হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে।

---

lingering death, even this would not exceed in numbers the loss of India" (Famine Commission Report) অর্থাৎ, ইংলণ্ডবাসীরা, ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষে যে কিরূপ লোকক্ষয় হয়, তাহা আদৌ ধারণা করিতে পারেন না।

* "If her agricultural possibilities were properly developed, India could support easily a greatly-increased population." অর্থাৎ ভারতবর্ষে কৃষির উন্নতি হইলে, আরও অধিক সংখ্যক লোক প্রচুর আহার পাইতে পারে। একশ্রেণীর লেখক আছেন যাঁহারা অনেক সময় অকারণে সরকারকে এই দুর্ভিক্ষের জন্য

তৃতীয়তঃ—স্থানে স্থানে ধান্যের গোলা সংস্থাপন করিয়া যাহাতে কৃষকগণ প্রয়োজন মত অভাবের সময় ধান্যের জন্য অথবা ফসল উৎপন্ন হইবার প্রাক্কালীন পরিবার-বর্গের ভরণ পোষণের জন্য অল্প সুদে ধান্য পায়। যে বৎসর ফসল সুন্দররূপে জন্মে সেই বৎসরই কৃষকগণ নিজেরাই এ প্রকার গোলা স্থাপন করিতে পারে, যাহাতে এই ব্যাপার সাধিত হয়।

গবর্ণমেণ্টের সদুদ্দেশ্য।

অনেক জেলাতেই গবর্ণমেণ্ট আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। দ্বিতীয়টী সম্বন্ধেও গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন এবং অনেকাংশে কৃত-কার্য্য হইয়াছেন। আমরা পর্য্যায়ক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিষয় পর্য্যা-লোচনা করিব।

ইতি পূর্ব্বে কো-অপারেটিভ বলিয়া একটী কথা ব্যবহার করিয়াছি। "সহ-যোগিতার" ( Co-operation ) দৃষ্টান্ত দিতে গেলেই সেই পুরাতন কথাটা মনে পড়ে। এক কৃষকের সাতটী পুত্র ছিল। মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বৃদ্ধ কৃষক সাতখানি যষ্টি আনিবার আদেশ দেন। আদেশ প্রতি-পালিত হইলে কৃষক সাতখানি যষ্টি একত্র বাঁধিয়া প্রত্যেক পুত্রকে সেই যষ্টি-সমষ্টি ভাঙ্গিবার আদেশ দিলেন। সহস্র চেষ্টাতেও একের বলে সে কার্য্য সম্পাদিত হইল না। দ্বিতীয়বার বৃদ্ধের আদেশে প্রত্যেকে এক একখানি লইয়া সহজেই কৃতকার্য্য হইল। কৃষক যে নীতিবাক্যে তাঁহার পুত্রদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন সে উপদেশের আর পুনরুক্তির আবশ্যকতা

---

দায়ী করেন। গ্রন্থকার তাঁহাদের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইতে চাহেন না সত্য, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ নিবারণকল্পে ও প্রতীকারার্থ যে প্রভূত অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করেন, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহও নাই; এবং গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা না করিলে যে আরও অধিক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইত, তাহাও কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। প্রাকৃতিক কারণই ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ।

নাই। যদিও কার্য্যকালে বিস্মৃত হই, তত্রাপি সে উপদেশ আমরা বিশেষরূপে অবগত আছি।

যৌথমহাজনী।

সাধারণতঃ কেহ কাহারও নিকট কর্জ্জ করিতে গেলে বিশেষ পরিচিত না হইলে জামীনদার ( surety ) আবশ্যক হয়। প্রায়ই মহাজন এক জনের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারে না বলিয়া সুদ (Compensation for risk) বেশী লয়। কিন্তু যদি কতকগুলি লোক একত্র হইয়া পরস্পরের জন্য জামীন হইয়া টাকা কর্জ্জ করে ( ইহাই Co-operative Credit বা যৌথমহাজনী ) তাহা হইলে মহাজনের টাকা মারা যাইবার ভয় কম থাকে এবং সেই জন্য কম সুদেই মহাজন সন্তুষ্ট থাকে। এই টাকাই 'উপর্যুক্ত কতকগুলি লোক' এই প্রকারে কর্জ্জ করিয়া যদি তৎপরে নিজেরা নিজেদের সুবিধামত ভাগ করিয়া লয়, তাহা হইলেই কম সুদে টাকা পাইল। এইরূপে একটী যৌথমহাজনী সমিতি খুলিয়া অনায়াসে অনেক উপকার হইতে পারে। পূর্ব্বে বঙ্গদেশে প্রচলিত সুদের হারের

যৌথমহাজনীর উপকারিতা।

একটী তালিকা দিয়াছি। সেই তালিকার সহিত সংযোগ করিয়া আর দুইটী তালিকা দিতেছি। এই প্রকার যৌথমহাজনী সমিতি সকল সাধারণতঃ কত টাকা হারে টাকা কর্জ্জ পাইতেছে এবং সমিতির সভ্যগণ সমিতি হইতে কত টাকা হারে টাকা কর্জ্জ পায় তাহাই দেখান যাইতেছে।

## পাটনা বিভাগ।

| জেলা | প্রচলিত শতকরা সুদের হার | সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত সুদের হার | সমিতি কর্ত্তৃক দত্ত সুদের হার |
|---|---|---|---|
| সারণ | ১২৲ হইতে ১৮৲ | ৬৷০ | ১২॥০ |
| চম্পারণ | ২৫৲ | ৬৷০ | ১২॥০ |
| দ্বারবঙ্গ | ২৪৲ হইতে ৩৭॥০ | ৯৷৵০ | ১৫৷৵০ |

## ভাগলপুর বিভাগ।

| জেলা | প্রচলিত শতকরা সুদের হার | সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত সুদের হার | সমিতি কর্ত্তৃক দত্ত সুদের হার |
|---|---|---|---|
| মুঙ্গের | ২৪৲ হইতে ৩৭॥০ | ৬৷০ | ১২॥০ |
| ভাগলপুর | ২৫৲ | ৬৷০ | ১২॥০ |
| সাঁওতাল পরগণা | ২৪ | ৯৷৵০ | ১৮৷৵০ |
| পূর্ণিয়া | ৩০৲ হইতে ৩৭॥০ | ১২॥০ | ১৮৲ |
| দার্জ্জিলিং | ২৪৲ | ৬৷০ | ১২॥০ |

## বর্দ্ধমান বিভাগ।

| জেলা | প্রচলিত শতকরা সুদের হার | সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত সুদের হার | সমিতি কর্ত্তৃক দত্ত সুদের হার |
|---|---|---|---|
| বর্দ্ধমান | ২৪৲ | ৬৷০ | ১২॥০ |
| বীরভূম | ২৪৲ হইতে ৩৭॥০ | ৬৷০ | ১২॥০ |
| বাঁকুড়া | ৩৭॥০ | ৬৷০ | ১২॥০ |
| মেদিনীপুর | ৩০৲ | ৬৷০-৯ | ১২॥০ |

## প্রেসিডেন্সী বিভাগ।

| জেলা | প্রচলিত শতকরা সুদের হার | সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত সুদের হার | সমিতি কর্ত্তৃক দত্ত সুদের হার |
|---|---|---|---|
| ২৪ পরগণা | ৩৪৲ | ৬৷০-৯৷৵০ | ১২৲ |
| নদীয়া | ৩৭॥০ | ১২॥০ | ১৮৸০ |
| মুর্শিদাবাদ | ২৪৲ হইতে ৩৭॥০ | ৯৲ হইতে ১২ | ১৫৲ ও ১৮৸ |
| যশোহর | ৩৭॥০ | ৬৷০ | ১৮৸০ |
| খুলনা | ৩৫৲ | ১২॥০ | ১৮৸০ |

## উড়িষ্যা বিভাগ।

| জেলা | প্রচলিত শতকরা সুদের হার | | সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত সুদের হার | | সমিতি কর্ত্তৃক দত্ত সুদের হার |
|---|---|---|---|---|---|
| বালেশ্বর | ৩৭৷৷০ | ... | ৬৷০ | ... | ১২৷৷০ |
| কটক | ৩৭৷৷০ | ... | ৬৷০ | ... | ১২৷৷০ |
| পুরী | ৩৭৷৷০ | ... | ৬৷০ | ... | ১২৷৷০ |

## ছোট নাগপুর বিভাগ।

| জেলা | প্রচলিত শতকরা সুদের হার | | সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত সুদের হার | | সমিতি কর্ত্তৃক দত্ত সুদের হার |
|---|---|---|---|---|---|
| রাঁচি | ৩৭৷৷০ হইতে ৬৫৲ | ... | ১২৷৷০ | ... | ১৮৷৶০ |
| হাজারিবাগ | ৭৫৲ | ... | ১২৷৷০ | ... | ১৮৷৶০ |
| মানভূম | ১৮৲ হইতে ৩৭৷৷০ | ... | ৬৲ হইতে ১০৲ | | ১২৷৷০ |

উপরের তালিকা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে "যৌথমহাজনী সমিতি" খুলিলে কৃষকগণ কি উপকার পাইতে পারে। ঋণদায়-গ্রস্ত ভারতীয় কৃষকদের উন্নতির ইহাই এক মাত্র উপায় বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। এ প্রকার সমিতি স্থাপন করাও কিছু দুরূহ নহে। অন্ততঃ দশজন লোক একত্র হইলেই আইনানুযায়ী একটী যৌথমহাজনী সমিতি স্থাপন করিতে পারে।

উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তের মূল্যই বেশী। সুতরাং আমরা ইউরোপের কয়েকটী দেশে এই প্রথা কিরূপ সুফল প্রদান করিয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত দিব। এই প্রসঙ্গে প্রথিতনামা শ্রীযুক্ত সিমসন সাহেব সত্যই বলিয়াছেন যে অন্যান্য দেশের যৌথ মহাজনীর উন্নতি পর্য্যালোচনা করিলে যথেষ্ট শিক্ষা লাভ হয়। * অন্যান্য দেশের এই প্রথার ইতিহাস এবং ফলাফল

---

* "The history and results of Co-operative Credit in other lands are at once an important educative influence and an inspiration to those whose duty or whose pleasure connects them with the movement in India."

পর্য্যালোচনা করিলে ভারতবাসীর যে অনেক উপকার সাধিত হইবে তদ্বিষয়ে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই। প্রথমে ফ্রান্সের বিষয় আলোচনা করা যাউক।

ফ্রান্সের উন্নতির কারণ।

একজন সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী গ্রন্থকার তাঁহার দেশের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন, "বহু শতাব্দীর কর্ষণে আমাদের জমির উর্ব্বরতা একেবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং নূতন আবাদী জমির সহিত কোন ক্রমেই সমকক্ষতা রক্ষা করিতে পারিতে ছিল না। উত্তর আমেরিকা, রুষিয়া ও ভারতবর্ষের গম, অষ্ট্রেলিয়ার পশম, ইতালি, স্পেন এবং জর্ম্মানি প্রভৃতি দেশের শস্যাদি আমাদের দেশ ভরিয়া ফেলিয়াছিল এবং আমাদের স্বদেশজাত দ্রব্যের দর অত্যন্ত সস্তা হইয়া পড়িয়াছিল।" *

ফ্রান্সের এই দুর্দ্দিনে জনৈক টানভিরে সাহেব দেশের হাওয়া পরিবর্ত্তনে সক্ষম হইয়াছিলেন। মসিয়েঁা টানভিরে ব্লুর নগরীস্থ কৃষিবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। ইনি সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে, কৃষকগণের পক্ষে সার দিয়া জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই কিন্তু তাহাদের পক্ষে এই সার ক্রয় করাও দুঃসাধ্য ছিল। সার অত্যন্ত মহার্ঘ ছিল এবং গ্রামে গ্রামে লইয়া বিক্রয় করিতে হইত বলিয়া ব্যবসায়ীরা শুধু যে উহা অতিরিক্ত দরে বিক্রয় করিত তাহা নহে, তাহারা ভেজাল দিয়াও দ্রব্যাদির গুণের তারতম্য করিত। এই সমস্ত অসুবিধা দূরীকরণ মানসে মসিয়েঁা টানভিরো একটী জেলার সকল মধ্যবিত্ত কৃষকদিগকে

* "Our lands exhausted by centuries of cultivation, had no chance aganist the production of virgin soils or of countries more favourably situated in regard to taxation, cost of labour etc. The wheat of North America, India and Russia, the wool of Australia

একত্র করিয়া এই সারের জন্য একটী বড় পাইকারী দোকানে ফরমাইস দিয়া সকলের সার আনাইয়া দিলেন। ইহাতে মূল্যও সুলভ হইল এবং জিনিসও খাটী হইল। কয়েকবার এই রকম করাতেই সকলেই ইহার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া সমবেত হইয়া কার্য্য করিতে লাগিল এবং এক বৎসরের মধ্যেই অনেক জেলাতেই এইরূপ কার্য্য চলিতে লাগিল।

এই অভিনব প্রদর্শিত পথের আবশ্যকতা আর বুঝাইতে হইল না। সকল বিষয়েই এই মহতী সম্মিলিত শক্তি প্রযুক্ত হইতে লাগিল এবং ২০ কুড়ি বৎসরে দেখা গেল যে সম্মিলিত কারবারের জন্য ২৪৩৩টী সমিতি গঠিত হইয়াছে। সদস্যের সংখ্যা এই বিশ বৎসরে প্রায় ৬০,০০০ হইল। এক্ষণে ফ্রান্সে গ্রামে গ্রামে এইরূপ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

জর্ম্মানি।

জর্ম্মানির প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যায় যে, যে দিন হইতে সেখানে এই সহ-যোগিতার (Co-operation) মূল মন্ত্র প্রচারিত হইয়াছে সেই দিন হইতে সে দেশে এক নূতন ভাবের প্রস্রবণ বহিয়াছে। বর্ত্তমান সেখানে এক সহস্রের উপর যৌথমহাজনী ব্যাঙ্ক। তৎপরে, সেখানে ক্ষুদ্রাকারের ব্যাঙ্ক (অর্থাৎ Agricultural Co-operative Societies) প্রায় বিশ সহস্রের উর্দ্ধ। সুপ্রসিদ্ধ প্রাট সাহেব এই প্রসঙ্গে সত্যই বলিয়াছেন, যে জর্ম্মানিতে যদি কৃষকদের শিক্ষার ব্যবস্থা ও সঙ্গে সঙ্গে যৌথমহাজনী

---

and Laplata, the wines of Spain and Italy, and even the cattle of Italy, Germany, the Argentine Republic, took little by little, on our markets the place of our home supplies and the simple threat of their being imported was sufficeint to effect a lowering in prices." ইহার মর্ম্ম উল্লিখিত হইয়াছে।

সমিতি স্থাপনের ব্যবস্থা না করা হইত তাহা হইলে জর্ম্মানি কদাপি উন্নতি লাভ করিতে পারিত না। *

দেনমার্কে এই মহাশক্তি নানাভাবে প্রয়োগ করা হইতেছে। সেখানে দুগ্ধ-মন্থনালয় ( Dairies ) সকল স্থাপিত হইতেছে এবং বর্ত্তমানে সেখানে ১০৫০টী মন্থনালয় হইয়াছে। সমবেত শক্তিতে পরিচালিত এই সমিতিগুলি ১৯০২ সনে ইংলণ্ডে ১৬৮০০০০০০ পৌণ্ড বা প্রায় ২৩ লক্ষ মণ মাখন রপ্তানি করিয়াছে। এই সমবেত শক্তিতেই পরিচালিত হইয়া এখানে ডিম্ব-প্রস্তুতের সমিতি, মধু-সঞ্চয়ের সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশের প্রভূত উপকার সাধন করিতেছে।

দেনমার্ক।

সম্প্রতি আয়র্লণ্ডেও এই প্রথার বিশেষ প্রচলন দেখা যাইতেছে। সেখানে এক্ষণে ২৮৩১টী ক্ষীর-রক্ষণ সমিতি, ( creameries ) ১৫৯ কৃষি সমিতি, ২৪৬টী যৌথমহাজনী সমিতি ইত্যাদি স্থাপিত হইয়াছে।

আয়র্লণ্ড।

* "What with her very practical and comprehensive system of agricultural education, her elaborate development of an easy and most effective agricultural credit and finally her great variety of agricultural co-operative associations, Germany may well claim to have recognised the position of the cultivators of her soil in a way that has brought to them a measure of success and to herself a degree of economic advantage, that would have been impossible, if, when they were threatened with agricultural depression they had clung tenacionsly to old ideas and antiquated methods." অর্থাৎ কৃষির উন্নতি এবং যৌথমহাজনী-সমিতি স্থাপন করিয়াই জর্ম্মানির এত উন্নতি হইয়াছে।

দেখা যাইতেছে যে যেখানে এই সমস্ত সমিতি স্থাপিত হইয়াছে সেখানেই এক নূতন বাতাস বহিয়াছে।

আমাদের দেশে গবর্ণমেণ্টই এই বিষয়ের প্রবর্ত্তক ; ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে (Co-operative Credit Societies Act) যৌথমহাজনী আইন নামে একটী আইন প্রণয়ন করিয়া ও যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া, গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে দরিদ্র কৃষক ও শ্রমজীবিগণের প্রভূত উপকার করিতেছেন। পূর্ব্বেই "কো-অপারেটিভ ক্রেডিট" কাহাকে বলে সে সম্বন্ধে আভাষ দিয়াছি। কয়েকজন লোক একত্রিত হইয়া নিজেদের যাহাতে দেনায় না পড়িতে হয় তাহার ব্যবস্থা-কল্পে একত্র ও ব্যক্তিগত দায়ীত্বে ঋণ গ্রহণের যে সমিতি স্থাপিত করে তাহাকেই যৌথমহাজনী সমিতি বলে। *

১৯০৪ সনের ১ আইন।

কথাগুলি আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আরও একবার বলি। সাধারণতঃ কোন কৃষক টাকা কর্জ্জ করিতে গেলেই তাহার জামিনদার আবশ্যক হয়। কিন্তু কতকগুলি লোক সমবেত হইয়া যদি একটী সমিতি গঠন করিয়া এবং ব্যক্তিগত ও সমবেত ভাবে (jointly and severally) টাকা কর্জ্জ করিয়া নিজেদের মধ্যেই আবার দাদন করে, তাহা হইলেই সুদ অত্যন্ত কম লাগে।

* "A Co-operative Credit Society is primarily a society composed of a number of persons who co-operate or combine their credit together for the purpose of obtaining cheap aud facile financial accomodation for themselves ; or in other words, it is a joint-stock-bank, the capital of which is subscribed by the members themselves, or is borrowed in their joint credit and is employed only on loans to themselves." অর্থাৎ একত্র হইয়া ব্যক্তিগত দায়িত্বে, কমহারে ঋণগ্রহণের জন্য যে সমিতি স্থাপন করা যায়, তাহাকেই যৌথমহাজনী সমিতি বলা হয়।

গবর্ণমেণ্ট এই সম্বন্ধে যে আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে কৃষি কার্য্যের উন্নতির জন্য সমিতি গঠন ব্যতীত অন্য এক প্রকারের সমিতি গঠনেরও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কৃষক দ্বারা গঠিত সমিতিকে গ্রাম্য সমিতি ( Rural ) ও কারিকর ইত্যাদি ( artisan class ) কর্ত্তৃক গঠিত সমিতিকে নাগরিক সমিতি ( urban ) এই বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন। যদিও এই উভয় প্রকার সমিতির উদ্দেশ্য এক অর্থাৎ কম সুদে টাকা সরবরাহ করা, তত্রাপি সমিতিদ্বয়ের গঠনে কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা আছে। প্রথমতঃ "নাগরিক সমিতির" মেম্বরগণ নগরবাসী হইবেন। এক নগরে সকলেরই সহিত সকলের পরিচয় থাকা সম্ভবপর নহে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ( jointly and severally ) ব্যক্তিগত ও সমবেত ভাবে, টাকা কর্জ্জ করিতে কেহই সাহসী হইবেন না। বস্তুতঃ নগরে নগরে যে সকল "নাগরিক সমিতি" হইবে তাহা যৌথ কারবারের ( Joint Stock Companies ) ন্যায় হইবে। প্রত্যেক মেম্বরের দায়ীত্ব সীমাবদ্ধ থাকিবে। পক্ষান্তরে গ্রাম্য সমিতির মেম্বরগণের দায়ীত্ব অসীমাবদ্ধ ( unlimited ) থাকিবে।

গ্রাম্য ও নাগরিক সমিতি।

দ্বিতীয়তঃ—নাগরিকগণ ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকেন, কিন্তু গ্রামবাসী কৃষকগণ অধিকাংশ স্থলেই কৃষি কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। তদ্ধেতু এই দুই প্রকারের সভার গঠন ও কার্য্য প্রণালীও কিছু কিছু বিভিন্ন প্রকারের হইবে।

তৃতীয়তঃ—গ্রামবাসী কৃষকগণ দরিদ্রতা নিবন্ধন সমিতির অংশ গ্রহণে অসমর্থ ও তাহাদের নিকট হইতে গচ্ছিত টাকার অংশ ও যথেষ্ট পরিমাণে আশা করা যাইতে পারে না। পক্ষান্তরে, "নাগরিক সমিতির" সভ্যগণ স্ব স্ব

নাগরিক সমিতির কার্য্য।

ক্ষমতানুযায়ী অংশ গ্রহণ করিবেন। এই হেতু নাগরিক সমিতির সভ্যগণ যৌথ কারবারের ( Joint Stock Company ) ন্যায় ডিভিডেণ্ড বা লভ্যাংশ পাইবেন। এই প্রকার সমিতির সভ্যগণ লভ্যাংশের শতকরা ২৫৲ রিজার্ভ ফণ্ডে জমা রাখিয়া বাকী নিজেরা পাইবেন, কিন্তু গ্রাম্য সমিতির লভ্যাংশ কোন ব্যক্তি বিশেষ পাইবে না। ইহার যে কিছু লাভ হইবে তাহা রিজার্ভফণ্ডে জমা থাকিবে। এই টাকা ডাকঘরে জমা থাকিবে। সচরাচর ডাকঘরে ২০০০৲ টাকার অধিক কেহ জমা রাখিতে পারেন না, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই প্রকার সমিতি-সমূহ যাহাতে বেশী টাকা অনায়াসে জমা রাখিতে পারেন, তাহার সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন।

জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, গ্রাম্য সমিতির মূলধন কোথা হইতে গৃহীত হইবে? ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই প্রকার গ্রাম্য সমিতির মেম্বরদিগের নিকট হইতে আমরা বিশেষ কিছু পাইবার আশা করিতে পারি না।

গ্রাম্য সমিতির মূলধনের অভাব।

কিন্তু, নিম্নলিখিত প্রকারে আমরা মূলধন পাইব।

প্রথমতঃ, এই সমস্ত সমিতির ব্যাঙ্কে যিনি যাহাই জমা রাখুন না কেন, তজ্জন্য তাঁহারা কিছু কিছু সুদ পাইবেন। সাধারণতঃ আমাদের হাতে ৵০ কি ।০ আনা জমা থাকিলে কোন না কোন কাজে খরচ করিয়া ফেলি। ইংরাজীতে একটী কথা আছে, "wants are created" অর্থাৎ অভাব সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু গ্রামে যদি একটী সমিতি ও তৎসহ ব্যাঙ্ক থাকে এবং যদি জানিতে পারি যে, এই ৵০ আনা কি ।০ আনার ও সুদ পাইব, তাহা হইলে ইহা খরচ না করিয়া জমা রাখিবার প্রবৃত্তি আমাদের হৃদয়ে স্বতঃই উদয় হইবে এবং প্রকারান্তরে মিতব্যয়িতাও শিক্ষা হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, গ্রামস্থ ও নিকটবর্ত্তী মহাজনগণ, গ্রামে একটী সমিতি স্থাপিত হইলে যখন দেখিবেন যে, এ প্রকার সমিতি টাকা ধার লইলে টাকা 'পড়ার', কোন ভয় থাকে না, তখন অনেক ক্ষেত্রেই অনেকে কম সুদে টাকা কর্জ্জ দিতে আপত্তি করিবেন না। আমাদের দেশস্থ ধনী ব্যক্তি-গণ যাঁহারা সচরাচর ৩৲ টাকা কি ৩॥৽ টাকা সুদে কোম্পানীর কাগজ খরিদ করেন তাঁহারা অনায়াসেই ৬৲ টাকা সুদে সমিতিকে টাকা ধার দিতে পারেন। এস্থলে একটী কথা বলা আবশ্যক। সার ডি, এম্ হ্যামিণ্টন মহোদয় দুঃস্থ কৃষকদের সাহায্য জন্য অনেক টাকা এই সমিতিকে অগ্রিম ধার দিয়াছেন। আমাদের দেশের জমিদারবর্গের তাঁহার এই সদৃষ্টান্তের অনুকরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। *

গবর্ণমেণ্টের সদুদ্দেশ্য ও তাহার সফলতার জন্য উপায় অবলম্বন।

তৃতীয়তঃ, আমাদের গবর্ণমেণ্ট, এই সকল সমিতি যাহাতে কার্য্য-ক্ষেত্রে বিশেষ সুফল জন্মাইতে পারে, তজ্জন্য অনেকগুলি সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। গবর্ণ-মেণ্ট প্রত্যেক সমিতিকে ২০০০ সহস্র মুদ্রা কর্জ্জ দিতে প্রস্তুত আছেন। গবর্ণমেণ্ট যে সর্ত্তে এই টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন, তাহাও অত্যন্ত সুবিধা জনক। প্রথম তিন বৎসর মধ্যে গবর্ণমেণ্টকে এই টাকার জন্য কোন সুদই দিতে হইবে না এবং এই তিন বৎসরের মধ্যে গবর্ণমেণ্টে কোন টাকাও পরি-শোধ করিতে হইবে না। তৎপরে মাত্র শতকরা চারি টাকা সুদ

* মাননীয় মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্রের নাম এস্থলে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। শ্রীযুক্ত নলডাঙ্গার রাজাবাহাদুরের নাম ও উল্লেখ করা যাইতে পারে। বেসরকারী কর্ম্মচারি-গণমধ্যে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় যৌথমহাজনীর উন্নতি কল্পে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন। অনেকগুলি খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক ও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য কার্য্য করিয়াছেন।

দিতে হইবে এবং দশ বৎসর মধ্যে এই টাকা শোধ করিতে হইবে। সমিতি সম্বন্ধীয় কোন কাজেই কোন প্রকার ফিস্ আবশ্যক হইবে না এবং সমিতির আয়ের উপর কোনরূপ ইন্‌কম্‌ট্যাক্‌স ও ধার্য্য হইবে না। এতদ্ভিন্ন, প্রত্যেক প্রদেশে এই সমস্ত সমিতির কার্য্য পরিদর্শন জন্য গবর্ণমেণ্ট নিজ ব্যয়ে এক এক জন কর্ম্মচারী (Registrar of Co-operative Credit Societies) নিযুক্ত করিয়াছেন।

যৌথমহাজনী সমিতির সদস্যগণের আর্থিক সুবিধা।

সমিতি স্থাপনে কি কি সুবিধা হইবে? প্রথম আর্থিক। মনে করুন কোন এক সমিতির মূলধন ২০০ শত টাকা। এই টাকার কতকাংশ কোন মহাজন ৬৲ সুদে সমিতিকে কর্জ্জ দিয়াছেন। বক্রী টাকা গবর্ণমেণ্ট দিয়াছেন। এক্ষণে সমিতি স্বচ্ছন্দে এই টাকা কম সুদে মেম্বরদিগকে ধার দিতে পারেন। ব্যক্তিগত ভাবে ধার করিতে গেলে যাঁহাকে হয়ত ২৪৲ হারে সুদ দিতে হইত, সেই ব্যক্তি সমিতি হইতে ১১৲ হারে টাকা কর্জ্জ পাইলে তাঁহার বড় কম সুবিধার কথা নহে। এই টাকা কর্জ্জ দেওয়ার সম্বন্ধে একটী কথা যেন সমিতির সদস্যগণ ও পরিচালকগণ সদা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখেন। কৃষির উন্নতি, যথা বীজ, সার বা পশ্বাদি ক্রয়ের জন্যই যেন টাকা ধার লওয়া হয়। সুবিধা মতে কম সুদে টাকা কর্জ্জ পাওয়া যাইবে ও পরিশোধ করিতেও বিশেষ সুবিধা এই মনে করিয়া যেন কেহ টাকা কর্জ্জ করিয়া অনর্থক ব্যয় না করেন।

মানসিক।

দ্বিতীয়তঃ, মানসিক শক্তির বিকাশ। সমিতির কার্য্য-কলাপ মেম্বরদিগের নিয়োজিত ও মেম্বর দিগের মধ্য হইতে মনোনীত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃকই সম্পাদিত হইবে। অধিক সংখ্যক (majority) মেম্বরের ভোটের দ্বারা নির্ব্বাচিত ব্যক্তি

গণ লইয়া একটী কার্য্যকরী সভা গঠিত হইবে, সুতরাং প্রত্যেকেই যাহাতে যথোপযুক্ত হইয়া এই কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে তৎপর হইবেন। ইহাতে কার্য্যকরী শক্তি যে বৃদ্ধি পাইবে তদ্বিষয়ে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নাই। *

আমার এ বিষয়ে বড় কিছু বলিবার নাই। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে অনেক করিয়াছেন। এক্ষণে আমাদের দেশ-বাসীর দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তৃতীয় শিল্পোন্নতি সভার বৈঠকের সময় বঙ্গদেশের কৃষি বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গুর্লে সাহেব যথার্থই বলিয়াছিলেন যে † "যাঁহারা প্রকৃত পক্ষে দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাঁহারা, যাহাতে এ বিষয়টী সকলেই জানিতে পারেন, যেন তদ্বিষয়ে চেষ্টা করেন। টাকার অভাব হইবে না। কিন্তু আমরা চাই দেশ-হিতৈষী মানুষ। আমরা চাই যাঁহারা ঐ সকল দুঃস্থদের সাহায্য জন্য তাঁহাদের সময় ও শক্তির সদ্ব্যবহার করিতে পারেন। স্বদেশের হিতের জন্য ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর, মহত্তর কার্য্য আর নাই।"

---

* "A Co-operative Credit Society infuses a spirit of unity, it inculcates business habits, it stimulates thrift and it encourages the industrious and the sober because it is they alone that reap its benefits. It is a standing invitation to the idle and the spendthrift to mend their ways, because until they do this, they are not permitted to enter its "Sacred Precincts" যৌথমহাজনী সমিতি একতা বৃদ্ধি করে, কার্য্যকরী শিক্ষা ও মিতব্যয়িতা শিক্ষা দেয়। অলস প্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিকে কার্য্যে প্রোৎসাহিত করে। (K. C. De)

† "We want the willing co-operation of those who have the welfare of the people of this land at heart, to help us in spreading a knowledge of the principles and to guide and counsel the

যাহাতে নাগরিক সমিতি ও গ্রাম্য সমিতি সকলের কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হয়, সেই জন্য গবর্ণমেণ্ট এক প্রকার ( Central Banks ) "মধ্য ব্যাঙ্ক" স্থাপন করিয়াছেন। এই সকল ব্যাঙ্ক কেবল মাত্র অন্যান্য সমিতিকেই টাকা কর্জ্জ দিবে।

দেশবাসীর অধিকতর দৃষ্টির আবশ্যকতা।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ১৯০৪ সনে এই যৌথমহাজনী আইন (Co-operative Credit Societies, Act) পাশ হইয়াছে। ১৯০৪ হইতে ১৯০৮এর ৩০শে জুন, ১৯০৯র এবং ১৯১০র ৩০ জুন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে এই আইনের অন্তর্ভূত যে সকল সমিতি স্থাপিত

---

members of new societies. Money will come but we want men who love the country and its people; men who are willing to give their time and their love towards helping their struggling brethern, men who believe in this work and who are in entire sympathy with the people. There can be no grander work for a young man than this. This is the grandest work that a man can take up for his country" (Mr. Gourlay at the Third Industrial Conference).

সেদিন মেদিনীপুরের বৈঠকে মাননীয় কাশিমবাজারাধিপতিও বলিয়াছেন "এ প্রসঙ্গের উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, যৌথ-ঋণ-দান সমিতি স্থাপনেই যেন আমাদের চেষ্টা পর্য্যবসিত না হয়। ঋণদান এবং ঋণগ্রহণই জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। সুনিয়ম-পরিচালিত ঋণদানসমিতির সাহায্যে অঋণী হইয়া কর্ত্তব্যপরায়ণ রাজভক্ত প্রজাগণ যে দিন তাহাদের সমবেত চেষ্টায় গঠিত স্বাস্থ্যকর মনোরম গৃহে পুত্র-কলত্র লইয়া তাহাদিগের উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া দেশের সুনাদিকৃত বন, জন সাধারণের ব্যবহারোপযোগী করিয়া, সুস্থ দেহে মনের সুখে কালাতিবাহন করিতে পারিবেন, সে দিন এই যৌথ-সমিতির প্রকৃত আনন্দ ও গর্ব্বের দিন আসিবে। এই মহদুদ্দেশ্যে ও অনুষ্ঠানে যিনি বা যে কোন সমিতি যে পরিমাণ যোগদান ও সহায়তা করিয়া গন্তব্য পথ পরিষ্কার ও সুগম করিতেছেন বা করিবেন, তাঁহারাও আপনাদের সৌহার্দ্দ্যলাভের যোগ্য পাত্র।"

হইয়াছে তাহার একটী তালিকা দেওয়া যাইতেছে। এই তালিকা দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে এই শুভ কার্য্য শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে। এই বিষয়টী বিবেচনা করিবার জন্য শিমলা শৈলে যে বৈঠক বসে তাহাতে ঐ বৈঠকের সভাপতি শ্রীযুক্ত অনারেবল কার্লাইল সাহেব বলিয়াছিলেন যে যদিও দেশবাসীর দৃষ্টি ইহাতে সম্পূর্ণরূপে আকৃষ্ট হয় নাই, তথাপি কার্য্য সুন্দররূপেই নির্ব্বাহ হইতেছে। *

প্রথমে একটী সাধারণ হিসাব দেওয়া যাউক।

| | ১৯০৮এর জুন | ১৯০৯র জুন | ১৯১০ জুন |
|---|---|---|---|
| মধ্যব্যাঙ্ক | ... ৭ | ... ১৫ | ... ৩২ |
| নাগরিক | ... ১৪৯ | ... ২২৭ | ... ৩২১ |
| গ্রাম্য | ... ১২০১ | ... ১৭৬৬ | ... ৩১৪৫ |
| সদস্য সংখ্যা | ... ১৪৯১৬০ | ... ১৮৪৮৮৯ | ... ২৩০৬৯৮ |
| মূলধন | ... ৪৪,১৪০৮৬ | ... ৮০৬৫১১১ | ... ১২৩৯৭৬৮২৲ |
| ব্যয় | ... ৪৬৬৬৫৬৫ | ... ৮৪১০৮৯৫ | ... ১০৭৮৩৮৮৬৲ |

১৯০৯র জুন মাসে ভারতীয় সমিতিগুলির অবস্থা :—

সমিতির অবস্থা।০

মধ্য ব্যাঙ্ক ১৫টী মাত্র। তন্মধ্যে মান্দ্রাজে ৩, বঙ্গদেশে ২, যুক্তপ্রদেশে ৩, পঞ্চনদে ১, বর্ম্মায় এবং মধ্যপ্রদেশে ৫টী। ১৪২৫০৩৭৲ টাকা নিম্নলিখিত ভাগে গৃহীত হইয়াছিল—হস্তে স্থিত ১২১০৮৲, অংশ-বাবুদ ৭২৬৩৫৲,

* "Little impression has been made on the economic burden of agricultural indebtedness in India, still a stage has been reached at which serious work was being done and satisfactory progress being made." (The Hon'ble Mr. Carlyle at the Conference of the Registrars of C. C. S.).

প্রবেশিকা ফি ১৩০৬৲, সদস্যগণের মজুদ ৩৭৭৩৫৭৲, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অগ্রিম ৫২,০০০৲, অন্যান্য সমিতি কর্ত্তৃক অগ্রিম দত্ত ১১৪৲, ৪৯০৲, অন্যান্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক দত্ত ৩৩৩,৩১২৲, মেম্বরগণ কর্ত্তৃক দেনা শোধ ১৯,০০৩৲, অন্যান্য সমিতি কর্ত্তৃক দেনা শোধ ২৮৪৮৮৫৲, সুদ হইতে ৩১৯৫৮৲ এবং অন্যান্য বাবুদ্ ২৬৲ টাকা। ব্যয়ের খাতে, আমানত উঠাইয়া লওয়া বাবুদ ১১৯৮৮১১৲, গবর্ণমেণ্টের দেনা শোধ ৬৪৬৲, অন্যান্য সমিতির দেনা শোধ ১৪০৫২৲, সভ্যগণের ঋণ ৩১৩১৫৲, সভ্য ব্যতীত অন্যান্য সকলকে দেনা ৫৪,৯৯৯১৲, সমিতিকে দেনা ১০,১০৬৩৭১৲, সুদ শোধ ১২৲, ২০১৲, লাভ ২২৬৮৮৲ এবং অন্যান্য নানা আয় হইয়া একুনে ১৩৭৫৪২৫৲ খরচ হইয়া ৫০৫১১৲ টাকা হস্তে মজুদ ছিল। *

---

* এই প্রসঙ্গে বেঙ্গলী পত্রিকায় ১৯০৯ সনে ১৮ই মার্চ্চ তারিখে নিম্নলিখিত মন্তব্য বাহির হইয়াছিল :—"In view of the fact that this progress a very marked one is due to the activity of the Registrars of Co-Operative Credit Societies of all provinces, they as well as our Government may justly feel proud of this infant institution which is working wonders and is destined to work nothing short of a miracle" অর্থাৎ যখন গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীবৃন্দের জন্য এই উন্নতি সংঘটিত হইয়াছে, তখন গবর্ণমেণ্ট ও তাঁহাদের কর্ম্মচারিগণ এবিষয়ে প্রকৃত শ্লাঘা বোধ করিতে পারেন। সেদিন মহারাজ কাশীমবাজার ও সত্যই বলিয়াছেন "মহাত্মা গুরলে, বাকান, কিরণচন্দ্র দে প্রভৃতি রেজিষ্টারগণ এই কার্য্যে যে প্রভূত যত্ন করিতেছেন, তাহাতে এই যৌথ ঋণদান সমিতির ইতিহাসের পত্রে পত্রে স্বর্ণাক্ষরে মহাত্মা গুরলের নাম মুদ্রিত থাকিবে, তৎসঙ্গে সঙ্গে মিষ্টার বাকান ও যামিনী মোহন মিত্রের নাম ও চিরপ্রসিদ্ধ হইবে। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবগণ এই জন্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীযুত যামিনীমোহন মিত্র মহাশয়ও প্রভূত পরিশ্রম ও আয়াস স্বীকার করিতেছেন এবং আমাদিগের দেশহিতৈষী মহাত্মাগণও নিঃস্বার্থভাবে এই কার্য্যে যোগদান করিয়া ভারতের প্রভূত মঙ্গলসাধন করিতেছেন কিন্তু ভারত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য নহে। ইহা একটী বিশাল সাম্রাজ্য। ইহার

## নাগরিক সমিতি।

নাগরিক সমিতি।

২২৭টী নাগরিক সমিতির মধ্যে মান্দ্রাজে ২৪, বোম্বাই ৪১, বঙ্গদেশে ২৯, যুক্ত প্রদেশে ৪৯, পঞ্জাবে ৪, বর্ম্মায় ১৮, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে ২৭, মধ্য প্রদেশে ৮ এবং মহীশূরে ১৭টী নাগরিক সমিতি ছিল।

২১৪৯৫০ টাকা আদান হইয়াছিল; তন্মধ্যে সদস্যগণ ২৯০৬৫০ টাকা দিয়াছিলেন এবং সদস্যগণ ৬৭১৪২৭ টাকা সমিতি-সমূহের ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট ৬৪,০৪১ টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছেন এবং সমিতির সদস্যগণ ও ১৬,৯০৬৩৩ টাকা শোধ দিয়াছিলেন। সদস্য-গণকে ২২১২৫৬০ টাকা ধার দেওয়া হইয়াছিল, মেম্বরগণ ৩৫০০০ টাকা লভ্যাংশ স্বরূপ পাইয়াছিলেন এবং একুনে ৬২৯৯৪৫৮ টাকা ব্যয় হইাছিল।

## গ্রাম্য সমিতি।

গ্রাম্য সমিতি।

১৭৬৬টী গ্রাম্যসমিতি মধ্যে মান্দ্রাজে ১৫৩, বোম্বাইয়ে ১২২, বঙ্গদেশে ৩৬৪, যুক্ত প্রদেশে ৩১৭, পঞ্জাবে ৩১১, বর্ম্মায় ১৫৬, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে ২০৪, মধ্য প্রদেশে ৮৭, কুর্গ ১৫, আজমীরে ৮, এবং মহীশূরে ২৭টী সমিতি

---

গ্রাম-নগরীর সংখ্যা নাই। কয়েকটি জেলার কয়েক খানি গ্রামে কয়েকটী সমিতি স্থাপন করিলে ভারতের কি উপকার হইবে? আসুন, সকল জেলার উন্নতির জন্ম যত্নবান হই। যাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে শতমুখে ধন্যবাদ দিয়া শনৈঃ শনৈঃ সংযতভাবে গ্রামে গ্রামে বা গ্রামসমষ্টিতে সমিতি সংস্থাপন করি। সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ লোককে স্বাবলম্বন ও মিতব্যয়িতা শিক্ষা দেওয়া হউক।"

ছিল। এই সকল সমিতির সাহায্যার্থ গবর্ণমেণ্ট ১৮৪৬৩৯, টাকা এবং অন্যান্য কয়েক জনে ২০,২৩৮৯ টাকা দিয়াছিলেন।

১৯১০ র জুন মাসে সমিতিগুলির অবস্থা :—

দ্বাদশটী 'মধ্য-সমিতি'র মধ্যে, মাদ্রাজে ৩, বোম্বাই ৭, বঙ্গদেশে ৪, যুক্ত-প্রদেশে ৩, পঞ্জাবে ১, বর্ম্মায় ১, মধ্যপ্রদেশে ৫, আজমীরে ১, ও মহীশূরে ১টী। মোট ১২৩,৯৭,৬৮২ টাকা আদান হইয়াছিল। তন্মধ্যে, বেসরকারী ব্যক্তি কর্ত্তৃক দত্ত ৩৪,৮২৬৯১৲, অন্যান্য সমিতি সমূহ দত্ত ৩০৲, ১৫১০৬৲, অংশবাদে ১৩০৮, ৩৪২৲, সদস্যগণ কর্ত্তৃক মজুদ ২৫৩৩৩১৭,৲ সরকার কর্ত্তৃক প্রদত্ত ৭২১,৭৭৫৲ এবং ৩৩৬৪৫১৲ গচ্ছিৎ রাখিয়া একুনে ১২৩৯৭৬৮২৲ টাকা 'আদান' হইয়া ছল ব্যায়ের খাতে, আমানত উঠাইয়া লওয়া প্রভৃতি বাদে ১৬০৪২৫৭৲ টাকা, সদস্যগণের ঋণ ৭৯৫২৩৯৫৲, আবশ্যক দ্রব্যাদি খরিদ ৭৫৫,৩২৮৲ টাকা ও ৪৭,৯০৬৲ টাকা লাভ—সকল-শুদ্ধ ১০৭,৮৩,৮৮৬ টাকা 'প্রদান' হইয়াছিল।

৩২১ টী নাগরিক সমিতির মধ্যে, মাদ্রাজে ২৮, বোম্বাই প্রদেশে ৪৯, বঙ্গদেশে ৪৬০, যুক্তপ্রদেশে ৬৯১, পঞ্জাবে ৬৯৩, বর্ম্মায় ২৫২. পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে ৩৩০, মধ্যপ্রদেশে ১৩৯, কুর্গে ১৮, আজমীরে ২৪ ও মহিশূরে ৩৯টী সমিতি রহিয়াছে।

৩৪৯৮টী গ্রাম্য সমিতির মধ্যে, মাদ্রাজে ৩৭৭, বোম্বাই প্রদেশে ২০৯, বঙ্গদেশে ৫১১, যুক্তপ্রদেশে ৭৮৯, পঞ্জাবে ৭০৬, বর্ম্মায় ২৭৫, পূর্ব্ববঙ্গে ৩৬৬, মধ্যপ্রদেশে ১৫২, কুর্গে ১৮, আজমীরে ২৫ ও মহীশূরে ৭০টী সমিতি আছে।

আমাদের সরকার বাহাদুর এই তিন প্রকার সমিতির সাহায্যার্থ ৭২১,৭৭৫৲ সাত লক্ষ, একুশ হাজার সাত শত পচাত্তর টাকা অগ্রিম দিয়াছেন। ইহা হইতেই গবর্ণমেণ্টের সদুদ্দেশ্য ও দুঃস্থ কৃষকের

উপকারার্থ গবর্ণমেণ্ট কি প্রকারে কার্য্য করিতেছেন তাহা বোধগম্য হইবে।

সমবেত শক্তি দ্বারা কি করা যাইতে পারে আমরা তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতেছি। পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীধামের নিকটেই সাহাপুরী নামক একটী গ্রাম আছে। এই গ্রামে শ্রীযুক্ত মংলাপ্রসাদ নামক এক উদ্যোগী ব্যক্তির চেষ্টায় একটী গ্রাম্য সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এই সমিতির কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিলে বিস্ময় ও আনন্দে হৃদয় আপ্লুত হয়। এই সমিতির উদ্যোগে ঐ গ্রামে মাসিক দুইটি করিয়া সভার অধিবেশন হয় এবং ঐ সমস্ত সভার অধিবেশনে গ্রাম্য দলাদলি, গ্রামের মোকর্দ্দমা ইত্যাদি সালিসি করিয়া নিষ্পত্তি হয়। এই সালিসি করিবার পর, গ্রামের কোন লোককেই আর কোন কার্য্যেই আদালতের সম্মুখীন হইতে হয় নাই।

শুধু তাহাই নহে। এই সমস্ত সভায়, কৃষি, শিল্প এবং বিজ্ঞান বিষয়ের পুস্তকাদি পঠিত ও আলোচিত হয়। তৎপরে, গ্রামে একটী পুষ্করিণী আছে। এই পুষ্করিণীর জলের উপরেই গ্রামবাসীদিগের অমূল্য জীবন নির্ভর করে কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রচণ্ড গ্রীষ্মে ইহার জল থাকে না। এই অভাব দূরীকরণ মানসে গ্রামবাসীরা সমবেত হইয়া এক অসাধ্য কাজকে সুসাধ্য করিবার চেষ্টায় আছে। গ্রামে এমন কোন ধনী নাই যাহার অর্থ দ্বারা এই পুষ্করিণীর পুনরুদ্ধার সংস্কার হইতে পারে এবং সেই জন্য গ্রামবাসীরা নিজেরাই বদ্ধপরিকর হইয়া এই সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে। যাহাতে অর্থের অভাব না হয়, সেই জন্য গ্রামবাসীরা একটী ক্ষেত্রে ইক্ষু বপন করিয়াছে এবং পালা করিয়া এই ইক্ষু ক্ষেত্রে কর্ষণ ও রোপণাদি করিয়াছে। ইক্ষু বিক্রয়ের অর্থ দ্বারা পুষ্করিণী সংস্কার হইবে।

এই সমিতির উদ্দেশ্য মহৎ বলিলে ইহার সম্পূর্ণ প্রশংসা করা হয় না। গত দুর্ভিক্ষের সময় গবর্ণমেণ্ট একজন মাত্র গ্রামবাসীকে সাহায্য প্রদান করেন কিন্তু গ্রামে আরও তিনজন দুঃস্থ লোক ছিল। ইহাদের সাহায্যের জন্য গ্রামবাসীরা চাঁদা তুলিয়া তাহা গ্রাম্যসমিতির কমিটির হস্তে প্রদান করে। কমিটি বন্দোবস্ত করিয়া তিন মাসের জন্য এই তিন জন দুঃস্থের আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

মহদুদ্দেশ্য।

একজন রাজকর্ম্মচারী এই সাহাপুরী গ্রাম্যসমিতি পরিদর্শন করিয়া মন্তব্য স্বরূপ লিখেন যে "সমি এ যাবৎ যাহা করিয়াছে এবং করিবার চেষ্টা করিতেছে তাহা কেবল ঐ সদস্যগণের নিজ নিজ সাহায্যেই করিয়াছে। যদি এই সমিতি কোন জমিদার বা ধনী ব্যক্তির সাহায্য পাইত, তাহা হইলে মেম্বরগণের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইত।" মন্তব্যের আবশ্যকতা নাই। গ্রামে গ্রামে এইরূপ 'সাহাপুরী গ্রাম্যসমিতি' স্থাপিত হউক। ঘরে ঘরে আনন্দের রোল বহুক। দেশ জাগিয়া উঠুক এবং নিজের পায়ে দাঁড়াইতে শিখুক। *

* "All it has achieved or it is trying to achieve is entirely by self-exertion and it would have been a great encouragement to it had it got the advantage or sympathy of the Zemindars or any well-to-do man at its back" এই সাহাপুরী গ্রাম্যসমিতি সম্বন্ধে Irish Homestead লিখিয়াছেন "If there are many societies growing like this in India, with such a true instinct for mutual aid and self-help, it need fear no competition or comparison with its own past." অর্থাৎ আয়র্লণ্ডের একখানি সংবাদ পত্র বলিয়াছেন যে যদি ভারতবর্ষে এই প্রকৃতির অনেকগুলি সমিতি স্থাপিত হইত, তাহা হইলে দেশে প্রভূত উপকার হইত।

## ( দ্বিতীয় পরিশিষ্ট )।

### ধর্ম্মগোলা।

আমরা "যৌথমহাজনী" উপলক্ষে লিখিয়াছি যে স্থানে স্থানে ধান্যের গোলা সংস্থাপন করিয়া যাহাতে কৃষকগণ প্রয়োজনমত অভাবের সময়ে, অথবা ফসল উৎপন্ন হইবার প্রাক্কালীন, পরিবারবর্গের ভরণ পোষণের জন্য অল্প সুদে ধান্য পায়, এরূপ প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক।" এরূপ প্রথা ইউরোপে প্রচলিত আছে। কৃষকদের অবস্থা উন্নতি করিবার জন্য এবং ফসল উৎপন্ন হইবার প্রাক্কালীন (অর্থাৎ ধান্য বাণ এবং ছেদন করিবার মধ্যবর্ত্তী সময়ে) যাহাতে কৃষকদের অভাবে পড়িয়া টাকা দাদন লইয়া ধান্য উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেই উহা বিক্রয় না বরিতে হয় তজ্জন্য ইউরোপের কয়েকটা গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।

ইতালির মণ্টি ফ্রামেনটারি এবং স্পেনের পসিটস।

ইতালির মণ্টি ফ্রামেনটারি (Monte Frimentarie) ও স্পেনের পসিটস (Positos) ই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কৃষকদের অব্যবহিত অভাব দূর করিবার জন্য পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইতালিদেশের গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। প্রত্যেক জেলায় কর্ত্তৃপক্ষগণ ঐ সমস্ত বিষয় পরিদর্শন করেন। এই সমস্ত গোলা হইতে কেবল বিশেষ আবশ্যকের সময়েই সাহায্য করা হয়; তবে বীজ বপনের সময় সকলকেই সাহায্য করা হয়। স্পেনের (Positos) পসিটস এক্ষণে অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে। গবর্ণমেণ্টই কতকগুলি প্রবর্ত্তন করেন কিন্তু খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মযাজক মণ্ডলীই অধিক সংখ্যক গঠন করিয়াছেন। গ্রামের অতিরিক্ত শস্য এই সমস্ত গোলাতে মজুদ করিয়া রাখা হয় এবং দুর্ভিক্ষের সময় বিতরিত হয়।

স্পেনের প্রত্যেক জেলাতেই এক একটী করিয়া গোলা ও সেই সমস্ত গোলা পারদর্শনার্থ ও পরিচালনার জন্য এক একটী করিয়া কমিটি আছে। কমিটির সদস্যগণ বিনা পারিশ্রমিকে কার্য্য করেন এবং লাভ মূলধনে যোগ করা হয়।

আমাদের দেশে এই প্রকার গোলা স্থাপন করা সহজ সাধ্য। যে বৎসর প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মে সেই বৎসর কোন এক গ্রামের সকলে সমবেত হইয়া স্ব স্ব সাধ্যমত কিছু কিছু ধান্য একত্র করিয়া গোলাজাত করিল। যে বৎসর প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মে, সে বৎসর গ্রাহকতা ( Demand ) অপেক্ষা সরবরাহতা ( Supply ) বেশী হওয়াতে ধান্যের দর কমিয়া যায়। প্রায়ই এক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা সস্তাদরে ধান্য বা চাউল কিনিয়া রাখে। ইহার ফলে, সরবরাহতা অপেক্ষা গ্রাহকতা বেশী হওয়াতে কিছুদিন পরে ধান্যের দর চড়িয়া উঠে। ইহাতে উৎপাদনকারী কৃষকদের কোনই সুবিধা হয় না; অনেক স্থলেই এই সমস্ত সস্তাদরের ধান্য ( বা চাউল ) রপ্তানি হইয়া যায়। কিন্তু মনে করুন, যে কৃষকগণ এই ধান্যের উদ্বৃত্ত অংশ ( Surplus ) সস্তাদরে বিক্রয় না করিয়া সকলে মিলিয়া এই অংশ গোলাজাত করিল। দেশের ধান্য তাহা হইলে দেশে থাকিয়া যায়। মূল্যের অধিক তারতম্য ( যাহাকে "Fluctuations of the market বলে ) হয় না, এবং অভাবে পড়িলে সকলেই এই গোলাজাত ধান্যের উপস্বত্ব অনায়াসেই ভোগ করিতে পারে। আরও প্রায় প্রতি গ্রামে এইরূপ লোক আছে, যাহারা ভাল বৎসরেও দুই তিন মাস খাদ্যাভাবে বিশেষ কষ্ট পায়। ইহারা এই দুই তিন মাস পরিবারবর্গের ভরণ পোষণের জন্য গ্রামের মহাজনের নিকট ধান্য বা ধান্যক্রয়

ধান্য গোলা।

উদ্দেশ্য।

করিবার জন্য টাকা কর্জ লয়। ইহারা যদি মহাজনের নিকট না যাইয়া তাহাদেরই গ্রামের উপর্যুক্ত গোলাজাত ধান্য হইতে কর্জ লয় এবং মহাজনকে যে সুদ দেয় তদপেক্ষা ন্যূন হারে ধান্য কর্জ পায়, তাহা হইলেই অনেক সুবিধা পাইতে পারে। অধিকন্তু, ফসল উৎপন্ন হইলে সুবিধা মত কর্জ করা ধান ও সুদ গোলায় ফেরৎ দিলে গ্রামের সঞ্চিত ধান্যের পরিমাণ ও ক্রমে ক্রমে বাড়িতে থাকে। ইহাতে আরও একটী সুবিধা হয়। দাদন লইলে প্রায়ই মহাজনের উৎপীড়নে অসময়ে শস্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতে হয়, কিন্তু এই প্রকার গোলা হইতে ধান্য লইলে এ উৎপাতের ভয় থাকে না। উপর্যুক্ত প্রকারে গ্রামের "সমবেত" জনমণ্ডলী কর্তৃক ধান্য গোলাজাত করা ও নিজেদের মধ্যেই সহজেই আবশ্যক মত লওয়া দেওয়া করা যায়। দৈব দুর্বিপাক (আমাদের ত তাহার অভাব নাই) ঘটিলেই অনায়াসেই এই গোলার উপর নির্ভর করা যায়। ১৯০২ সালের ১৭ই আগষ্টের ষ্টেটস্‌ম্যান্ (Statesman) পত্রিকা * এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে এইরূপে গোলা স্থাপিত হইলে দুর্ভিক্ষের প্রকোপও কমিয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের ধান্য গ্রামেই থাকিয়া যাইবে।

'ধান্য গোলা' স্থাপনে সুবিধা।

---

* "Not merely would the stock of each bank constitute an effective provision against the worst consequences of famine in the village in which it is maintained, but the effect of the scheme in the aggregate would be the perennial retention of a large stock of food that would otherwise have left it and this important end would be achieved without the smallest distress to any one, or the least interference with the operations of trade" (Statesman 1902. 17th August.)

সংক্ষেপে ধান্য গোলা হইতে আমরা এই সমস্ত সুবিধা অনায়াসেই ভোগ করিতে পারি :—

(১) নিজ গ্রামস্থ লোক দ্বারাই এই প্রকার গোলা সংস্থাপিত হইতে পারে।

(২) কৃষকগণ এই সমস্ত গোলার জন্য যে ধান্য দিবে, তাহা নিজ সুবিধা অনুসারে দিবে এবং তাহাও কেবল মাত্র যে বৎসর প্রচুর ধান্য জন্মিবে, সেই বারই দিতে হইবে।

(৩) গোলা রক্ষণাবেক্ষণকারিগণ অবৈতনিক ভাবে কার্য্য করিবেন, সুতরাং কোন ব্যয়ভারই বহন করিতে হইবে না।

(৪) পুরাতন ধান্য অনায়াসেই বদলাইয়া লইতে পারা যাইবে। সুতরাং ধান্য নষ্ট হইবার কোন আশঙ্কা নাই।

(৫) দরিদ্র কৃষকগণ সময় মত কমসুদে ধান্য পাইলে দাদনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে এবং অপেক্ষাকৃত দুষ্প্রাপ্য বৎসরে মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণও গোলাস্থাপনে বিশেষ উপকৃত হইবেন। সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তিও জন্মিবে।

(৬) গ্রামের ধান্য গ্রামেই থাকিয়া যাইবে। গ্রামবাসিগণ স্বাবলম্বন শিক্ষা করিবে। সামাজিক শাসন আইনের স্থান অধিকার করিবে এবং এই প্রকার গোলা প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে স্থাপিত হইলে ভবিষ্যতে অনায়াসে বা অল্লায়াসেই দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে। *

---

* ১৯০৬ সনে আমি 'Grain Banks' নামক একটি পুস্তিকায় এই বিষয়টি আলোচনা করি। বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সী বিভাগের (এবং তদানীন্তন ও) কমিশনার Hon'ble Mr. Collins মহোদয় লেখককে লিখিয়াছিলেন "The idea is sound and would be of immense help to the country if it could be carried out." অর্থাৎ এ প্রণালীটি কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে দেশের প্রভূত উপকার হইত।

আমরা এই কয়েক স্থলেই ধান্য সঞ্চয়ের কথাই বলিয়া আসিতেছি। ধান্য অর্থে আমরা দেশোৎপন্ন মুখ্য দ্রব্যই ( Staple crops ) ধরিয়া আসিতেছি। যে সমস্ত ফসল কয়েক বৎসরে কোন প্রকারে নষ্ট হয় না, সেই সমুদায় ফসল দ্বারাই এই প্রকারে গোলা স্থাপিত হইতে পারে। মাদ্রাজ, বোম্বে, মধ্যপ্রদেশে এবং উত্তরপশ্চিম প্রদেশে বজরাই প্রধান খাদ্য। বজরা প্রায় পাঁচ বৎসর মজুদ করিয়া রাখা যায়। বঙ্গদেশে, আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থলে ধান্যই মূল খাদ্য ( Staple crops )। এ সমস্ত স্থলে কথাই নাই।

ধর্ম্মগোলা ও তাহাদের প্রবর্ত্তক।

ইউরোপে যেরূপ গোলার প্রবর্ত্তন হইয়াছে, আমাদের দেশেও শ্রীযুক্ত রায় পার্ব্বতীশঙ্কর চৌধুরী মহাশয়ও সেই প্রকারের কতকগুলি গোলা সংস্থাপিত করিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি এই প্রকার গোলার নাম লক্ষ্মীগোলা দিতে চাহেন কিন্তু লক্ষ্মী নামে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদের আপত্তি হইবার সম্ভাবনায় ইহার 'ধর্ম্ম-গোলা' নাম দেন। ধর্ম্ম গোলার নাম ও খ্যাতি বাঙ্গালী মাত্রেই অবগত আছেন। সুতরাং ইহার সম্বন্ধে অধিক লেখাই বাহুল্য। ইংলিশম্যান পত্রিকা এই ধর্ম্ম-গোলা প্রসঙ্গেই ১৯০২ সনের ১৭ই জানুয়ারী লিখিয়াছিলেন * যে গ্রামবাসিগণই গোলার বন্দোবস্ত করে এবং বিশেষ প্রতিবন্ধক না হইলে এই প্রকার গোলা স্থাপনে ভারতবর্ষ হইতে দুর্ভিক্ষ দূর করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

---

* 'The Gola is managed by the villagers themselves and defaulters are dealt with not by appeals to the law, but by social ostracism for such a length of time as the panchayet might decide. There can be no doubt that if no difficulties exist, in the way of

বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় আমরা ইহার প্রতি উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিতে পারি নাই। আশা করি যোগ্যতর ব্যক্তি ইহার যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন। বাণ মৎস্যের ছাল তুলিয়া লইবার সময় সে চীৎকার করে না সুতরাং আমরা ধরিয়া লই যে তাহাদের কষ্ট অনুভব করিবার ক্ষমতা নাই। * দুর্ভিক্ষে প্রতিদিনই লোকক্ষয় হইতেছে তাহা আমরা ধরি না কিন্তু ভূমিকম্পে এক সময়ে বিশ সহস্র ব্যক্তি কালগ্রাসে পতিত হইলে আমাদের আক্ষেপের অবধি থাকে না। যদি নিজেরা নিজের পায় দাঁড়াইবার চেষ্টা না করি, সহস্র গবর্ণমেণ্টও আমাদের কিছু করিতে পারিবেন না। স্মরণ রাখিবেন যে ১০৭ বৎসরে সমগ্র পৃথিবীতে যুদ্ধ বিগ্রহে ৫০ লক্ষের অধিক লোক নিহত হয় নাই কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষে ৩ কোটী ২৫ লক্ষ লোক অনশনে পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছে,—এবং ইহার একটী প্রধান কারণ ভারতবর্ষে প্রচলিত দুর্ব্বিষহ **'সুদের হার।'**

---

the extension to other parts of India, the corn bank might do much towards solving the problem of Famine in this country" (Englishman 1902. 17 th January). ইংলিসম্যান বলিতেছেন "গ্রামবাসীরাই গোলা পরিচালন করে এবং উহার পরিচালনে তাহারা আইনের সাহায্য না লইয়া সামাজিক শাসন দ্বারা সকল বিবাদ নিষ্পত্তি করে।"

* "We feel a spasmodic pity when an earthquake kills off 20,000 people ; in fact, every great holocaust calls out the latent benevolence of the rich. But the sight of slow torture does not seem to move the human heart much on the principle that eels are skinned alive because they do not cry out ; so people thought they had got used to it" ( Pioneer ). পাইওনিয়ার বলিতেছেন যে অকস্মাৎ ভূমি-কম্পে কুড়ি সহস্র ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে আমাদের দয়ার উদ্রেক হয় কিন্তু প্রত্যহ যে এত লোকক্ষয় হইতেছে, তাহাতে আমরা বিশেষ কিছুই মনে করি না।

## রাজকর।

রাজকরের আবশ্যকতা।

সকলেই অবগত আছেন যে রাজ্যশাসন, শত্রুর হস্ত হইতে দেশ, দেশবাসী ও সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষার্থ সরকারকে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতে হয়। রাজা, প্রজার নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিয়া এই সকল ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। কি প্রকারে এই রাজকর সংগৃহীত হইতে পারে এবং ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে কি প্রকারে এই কর ধার্য্য হওয়া উচিত তাহা রাজা প্রজা উভয়েরই বিবেচ্য। বর্ত্তমানে ইহা একরূপ সর্ব্ববাদী সম্মত যে সকলেরই নিজ নিজ আয় অনুসারে দেশে শান্তি রক্ষার জন্য রাজকর প্রদান বিধেয়।

পূর্ব্বে ইউরোপে এ প্রথা ছিল না। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রধান কারণ এই যে জমিদারবর্গ আদৌ রাজকর দিতেন না। কেবলমাত্র প্রজা সাধারণকেই এই রাজকর দিতে হইত এবং তজ্জন্য তাহাদের যথেষ্ট উত্যক্ত করা হইত। আমাদের দেশেও প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণেরা অধিকাংশ স্থলে রাজকর হইতে অব্যাহতি পাইতেন। বর্ত্তমানে সকল দেশেই আয়ের উপর কর ধার্য্য হয়। যে ব্যক্তির যেরূপ আয় তিনি সেই আয়ের উপর কর দেন। কোন হেতুতেই কেহ এই কর হইতে অব্যাহতি পান না।

আদমস্মিথের "ক্যানন" বা বিধি।

প্রথম অর্থনীতি প্রণেতা আদমস্মিথ রাজকর নিরূপণ সম্বন্ধে ৪টী নিয়ম প্রচলনের ও নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। এইস্থলে আমরা সেই কয়েকটীই পর্য্যালোচনায় প্রয়াস পাইব।

প্রথমঃ—প্রত্যেক প্রজাই রাজকীয় ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নিজ নিজ ক্ষমতানুসারে রাজকর প্রদান করিবেন ইহাই আদমস্মিথের প্রথম বিধি। আদমস্মিথ বলিয়াছেন যে, যাঁহার যে পরিমাণ আয় তিনি সেই তুলনায় রাজকর দিবেন। এই নিয়ম অনুযায়ী রাজকর আদায় হইলে রাজকরের তুল্যতা থাকে। অন্যথা বৈষম্য হয়।

দ্বিতীয়তঃ—প্রত্যেকের রাজকরের পরিমাণ নির্দ্ধারিত থাকা আবশুক। আদমস্মিথ বলেন যে রাজকর পরিশোধের সময়, রাজকরের পরিমাণ এবং পরিশোধের রীতি ইত্যাদি রাজকর-দাতার সম্যকরূপে বোধগম্য হওয়া অত্যন্ত আবশুক। অন্যথায় রাজকর-গ্রহীতা দাতার উপর অন্যায্য অত্যাচার করিতে পারেন। যদি কর-গ্রহণের সময়, করের পরিমাণ প্রভৃতি নিদ্ধারিত না থাকে তবে রাজকর গ্রহণের জন্য যে সকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছে, তাহারা স্বকীয় সুবিধানুসারে দাতার উপর অন্যায় নির্য্যাতন করিতে পারে। ফসেট মহোদয় এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, রাজকর গ্রহীতাগণ সাধারনতঃ জন-প্রিয় নহে। ইহার উপর যদি রাজকর নির্দ্ধারিত না থাকে তবে এই সকল ব্যক্তিগণ ইচ্ছামত লোককে নির্য্যাতন করিবার সুবিধা পায় এবং আরও অপ্রিয় হইয়া পড়ে।

তৃতীয়তঃ—দাতার পক্ষে যে সময়ে রাজকর পরিশোধের সুবিধা, রাজকর সেই সময়েই গ্রহণ করা উচিত। চতুর্থতঃ—এরূপ ভাবে কর নির্দ্ধারিত হওয়া আবশুক যাহাতে গ্রহীতা রাজকরের অধিকাংশ রাজ-কোষে পঁহুছাইতে পারে। আদমস্মিথ বলিয়াছেন যে চারি প্রকারে ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে। রাজকর সংগ্রহে যদি অধিক সংখ্যক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হয়, তবে তাহাদের বেতনে সংগৃহীত করের অধিকাংশ ব্যয়িত হয়। দ্বিতীয়তঃ—ইহাতে দেশের পরিশ্রম ও মূলধন

অন্ন অর্থোৎপাদিকা ব্যবসায়ে প্রযুক্ত হইতে পারে। তৃতীয়তঃ—যাহারা রাজকর হইতে অবৈধ উপায়ে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করে তাহাদের প্রতি শাস্তি প্রয়োগ এবং অন্যান্য উপায়ে তাহাদের সমূহ ক্ষতি হইলে তাহাদের অর্থ-ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে জন সাধারণেরও সমূহ ক্ষতি হয়। চতুর্থ প্রকারের কথায় আদমস্মিথ বলিয়াছেন যে রাজকর সংগ্রাহক কর্ম্মচারিগণ বার বার করের জন্য বা করদাতার আয়ের পরিমাণ অনুসন্ধানের জন্য বিরক্ত করিলে করদাতাগণের অসুবিধা ও বিরক্তির কারণ হয়।

অর্থনীতিবিৎ ফসেট সাহেব আদমস্মিথের ৪টী নিয়ম নিম্নোক্ত প্রকারে বিধিবদ্ধ করিয়াছেনঃ—

(১) রাজকর সমভাবে গৃহীত হওয়া আবশ্যক।

(২) সংগৃহীত রাজকরের পরিমাণ সম্বন্ধে কোনরূপ অনিশ্চয়তা থাকিবে না।

(৩) সুবিধাজনক সময়ে এবং প্রকারে ঐ রাজকর গৃহীত হওয়া উচিত।

(৪) করদাতার নিকট হইতে সংগৃহীত রাজকরের অধিকাংশ পরিমাণ যাহাতে রাজার হস্তগত হয় তাহা একান্ত কর্ত্তব্য।

সংক্ষেপে এই ৪টী বিধির আলোচনা করা যাউক। প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে, স্মিথ বলিতেছেন যে প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী রাজকর দিবেন।

**রাজকর ক্ষমতানুযায়ী দেয়।**

কিন্তু প্রত্যেক প্রকারের রাজকর রাজকরদাতার ক্ষমতানুযায়ী সাব্যস্ত করা অত্যন্ত দুরূহ। মনে করুন এক সংসারে ১৯টী লোক আছে; ইহাদের অবস্থা অসচ্ছল হইলেও ইহাদের আহারার্থে যে চাউল ব্যয় হইবে, সচ্ছল অবস্থাপন্ন ৫টী লোকের সংসারে তদপেক্ষা কম চাউল

ব্যয় হইবে। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট যদি চাউলের উপর কোন রাজকর ধার্য্য করেন, তাহা হইলে অসচ্ছল অবস্থাপন্ন সংসারে অধিক চাউল ব্যয়ের জন্য তাহাদের অধিক রাজকর দিতে হইবে। পক্ষান্তরে কম চাউল খরচ জন্য অপর পরিবারকে কম কর দিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট এক্ষেত্রে কোনও প্রতিকার করিতে পারেন না। প্রতিকার করা সরকারের অসম্ভব। যদি গবর্ণমেণ্ট প্রতিকারের চেষ্টা করেন, তবে এই সকল বিষয় অনুসন্ধানের জন্য অনেক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হইবে এবং ঐ সকল কর্ম্মচারীর বেতন দিতে হইলে সংগৃহীত সমস্ত রাজকরই ব্যয় হইয়া যাইবে। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট যদি আদমস্মিথের প্রথম বিধি পালনের চেষ্টা করেন তাহা হইলে তাঁহাকে আদমস্মিথের চতুর্থ বিধির বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে হইবে। আদমস্মিথ চতুর্থ বিধিতে বলিয়াছেন যে "এরূপ ভাবে কর নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক যাহাতে গ্রহণীয় রাজকরের অধিকাংশ রাজকোষে পঁহুছিতে পারে।" এক্ষেত্রে অতগুলি কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া এবং অনুসন্ধানের জন্য করদাতাগণকে বার বার বিরক্ত করিলে নানা প্রকার অসুবিধা হইবে। এই সকল কারণে মোট আয়ের উপর রাজকরের পরিমাণ ধার্য্য করাই সমীচীন। সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থাপন্ন যে দুইটী পরিবারের কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি তাহাদের বিষয় আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে চাউলের উপর যে রাজকর আছে তাহা যদিও অসচ্ছল পরিবার অধিক পরিমাণে দিবে কিন্তু আয়ের উপর যে রাজকর আদায় হয় তাহা সচ্ছল পরিবারেরই অধিক পরিমাণ দিতে হইবে। অসচ্ছল পরিবারের ব্যক্তিরা সৌখিন দ্রব্যাদি ব্যবহার করেন না বা অভাবের জন্য করিতে পারেন না। কিন্তু সচ্ছল পরিবারে ঐ বাবুদ যথেষ্ট খরচ হইবে এবং উহারা ঐ বাবুদ রাজাকে যথেষ্ট রাজকরও দিবে। এই প্রকারে মোটা মুটি ভাবে একটা সমতা রক্ষা হয়।

দ্বিতীয় বিধিতে আদমস্মিথ বলিয়াছেন যে রাজকরের পরিমাণ নিশ্চিত হওয়া উচিত। বস্তুতঃ করের পরিমাণ নির্দ্ধারিত ও নিশ্চিত না হইলে কর-দাতাগণের যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। এই প্রসঙ্গে আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে রাজকর প্রদানের সময় রাজকরের পরিমাণ এবং পরিশোধের রীতি ইত্যাদি রাজকরদাতার পক্ষে যাহাতে সুবিধাজনক হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা বিধেয়।

নির্দ্ধারিত পরিমাণ।

আদমস্মিথ বলিয়াছেন যে, যে সময়ে রাজকর পরিশোধের সুবিধা, রাজকর সেই সময়েই গৃহীত হওয়া উচিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা বুলগেরিয়া এবং বসনিয়া দেশের কথা উল্লেখ করিতেছি। যখন এই দুই প্রদেশ তুরস্কের অধীন ছিল, তখন প্রজাবৃন্দের রাজকর প্রদানের সময় বা রাজকরের হার কিছুই নিশ্চয়তা ছিল না। অনেক সময় এইরূপ হইত যে, ক্ষেত্রে শস্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে কিন্তু কৃষক শস্য সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। কারণ রাজকর-সংগ্রাহক ক্ষেত্রে আসিয়া করের পরিমাণ নির্দ্ধারণের সময় বা অবকাশ পান নাই এবং কর নির্দ্ধারিত না হইলে শস্য সংগ্রহ ও আইন-বিরুদ্ধ ছিল। অধিকন্তু এই রাজকরের পরিমাণও রাজকর গ্রহীতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। এরূপ স্থলে কৃষকের যে যথেষ্ট অসুবিধা ও ক্লেশ ভোগ করিতে হইত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

নির্দ্দিষ্ট সময়।

গৃহীত রাজকরের অধিকাংশ পরিমাণ রাজকোষে যাওয়া উচিত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে নানা প্রকারে ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে। এক্ষণে দৃষ্টান্ত দিতেছি। মনে করুন কোনও সওদাগর বিলাত হইতে হাজার টাকার কোনও দ্রব্য আমদানী করিলেন। ব্যবসায়ীকে এই দ্রব্যের শুল্ক প্রদান ও লাভ রাখিয়া বিক্রয় করিতে হইবে। গুদামে ৬ মাস

এই দ্রব্য রাখিয়া ব্যবসায়ী শতকরা বার্ষিক ২০৲ লাভে দ্রব্যগুলি বিক্রয় ও শুল্ক বাবত ৫০০ টাকা দিলেন। তাহা হইলে হাজার টাকার দ্রব্য ১৬০০ টাকায় বিক্রয় হইবে যথা :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| দ্রব্যের মূল্য | ... | ... | ১০০০ টাকা |
| শুল্ক | ... | ... | ৫০০ টাকা |
| শতকরা বার্ষিক কুড়ি টাকা লাভে ৬ মাসের লাভ | | | ১০০ টাকা |
| | | একুন | ১৬০০ টাকা |

কিন্তু ব্যবসায়ীর যদি দ্রব্যগুলি ডাকে পৌঁছিবামাত্রই শুল্ক দিতে হইত, তাহা হইলে দ্রব্যের মূল্য ৬ মাস পরে পূর্ব্বোক্তরূপ লাভে বিক্রীত হইলে ১৬৫০ টাকায় দাঁড়াইত। যথা—

| | | | |
|---|---|---|---|
| দেয় শুল্ক ও দ্রব্যের মূল্য | ... | ... | ১৫০০ টাকা |
| ঐ টাকার উপর লাভ | ... | ... | ১৫০ টাকা |
| ( বার্ষিক শতকরা ২০ টাকা হারে ৬ মাসে ) | | | |
| | | একুন | ১৬৫০ টাকা |

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে করদাতার সুবিধা মত সময়ে কর দিতে হইলে করদাতার ও তাহার খরিদদারের সুবিধা হয়। এই যে অতিরিক্ত ১৫০ টাকা করদাতার দিতে হইল, ইহা অবশ্যই করদাতা তাহার ক্রেতার নিকট হইতে অর্থাৎ বিক্রেয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া আদায় করিবে। এই জন্য আমাদের মনে আদমস্মিথের যুক্তি সমীচীন বলিয়াই বোধ হয়।

আমরা রাজকরের আবশ্যকতা এবং রাজা কি প্রকারে কর ধার্য্য করিবেন যে সম্বন্ধে যৎ কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়াস পাইয়াছি। এখন

আয় কর সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিব। সকলেই অবগত আছেন যে গবর্ণমেণ্ট আয়ের উপর কর ধার্য্য করেন; অর্থাৎ যে ব্যক্তির যেরূপ আয় তিনি রাজাকে রাজকীয় ব্যয় নির্ব্বাহার্থ স্বকীয় আয়ের উপর কিছু কিছু কর দেন। এই কর নির্দ্ধারণে গবর্ণমেণ্ট নিয়োজিত যে সকল কর্ম্মচারী আছেন তাঁহারা প্রত্যেকের থাতা পত্র অনুসন্ধান করিয়া যাহার যেরূপ আয় সেইরূপ কর ধার্য্য করেন। এই সকল কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত আয়কর যদি কোন ব্যক্তি অন্যায্য বিবেচনা করেন, তবে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট আবেদন করা যাইতে পারে এবং সকলদিক বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট আয়কর ধার্য্য করেন। আমরা পূর্ব্বেই লিথিয়াছি যে আদমস্মিথ বলিয়াছেন যে করের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। আমরা যে আয়করের কথা বলিতেছি, উহার হার ও পরিমাণ আমাদের গবর্ণমেণ্ট নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। বিশেষতঃ যাহাদের কম আয় তাহাদের উপর কর ধার্য্য হইলে করদাতাগণের কষ্টকর হয় বলিয়া গবর্ণমেণ্ট যাহাদের হাজার টাকা আয় তাহাদের নিকট কোনরূপ কর গ্রহণ করেন না। পূর্ব্বে যাহাদের আয় মাত্র ৫০০ শত টাকা ছিল গবর্ণমেণ্ট তাহাদের নিকট হইতেও আয়কর গ্রহণ করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমানে এ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া যাহাদের হাজার টাকার উপর আয় তাহাদের উপরই কর ধার্য্য হইয়াছে।

প্রথম যথন এই আয়কর লওয়া স্থির হয়, তথন সুবিধা পাইলে এই কর তুলিয়া দেওয়া হইবে এইরূপ স্থির হয়। কিন্তু দিন দিন শান্তি রক্ষা ও নানা প্রকার আবশ্যক কার্য্যে গবর্ণমেণ্টকে যথেষ্ট ব্যয় করিতে হইতেছে। এই জন্য আর আয়কর উঠাইয়া দেওয়া সম্ভব হইতেছে না। কিন্তু ইহা স্থির যে, গবর্ণমেণ্ট ব্যয় সংক্ষেপে করিতে পারিলেই এই কর উঠাইয়া দিবেন।

স্থায়ী ও অস্থায়ী আয়ের উপর আয়কর।

স্থায়ী ও অস্থায়ী উভয় প্রকার আয়ের উপর একই প্রকার কর ধার্য্য হওয়া উচিত কিনা এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মত ভেদ দেখা যায়। অনেকের মতেই আয় কর চিরস্থায়ী হইলে স্থায়ী ও অস্থায়ী উভয় প্রকার আয়ের একই প্রকার আয় কর হওয়া কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ অল্প কালের জন্য কর ধার্য্য হইলে অস্থায়ী আয়ের উপর কম কর ধার্য্য করা উচিত। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। মনে করুন রাম বাবু নামক জমিদরের জমিদারী হইতে বাৎসরিক ১৫০০০৲ পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রা আয় হয় এবং শ্যাম বাবু নামক ডাক্তারও ডাক্তারি করিয়া বাৎসরিক সেই পরিমাণ আয় করেন। অনেকে বলেন যে, রাম বাবু ও শ্যাম বাবুর আয় কর ভিন্ন ভিন্ন হারে নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। কারণ, তাঁহাদের মতে জমিদারীর আয় স্থায়ী কিন্তু শ্যাম বাবুর ডাক্তারীর আয় অস্থায়ী। অন্য কোন প্রতিদ্বন্দী ডাক্তার আসিলে শ্যাম বাবুর আয় নিশ্চয় কমিয়া যাইবে। বিশেষতঃ শ্যাম বাবুর মৃত্যু হইলে এ আয় থাকিবে না। কিন্তু রাম বাবুর জমিদারীর আয় সামান্য কম বেশী হইলেও একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে না। যাঁহারা উপর্য্যুক্ত হেতুতে বলেন যে শ্যাম বাবুর আয়কর কম হওয়া উচিত, তাঁহাদের মনে করা উচিত যে, আয়কর, যদি চিরস্থায়ী হয় তাহা হইলে রাম বাবুর জমিদারীর আয়ের উপরে যে কর ধার্য্য হইবে তাহা তাঁহাকে ও তাঁহার বংশধরগণকে বরাবর দিতে হইবে; পক্ষান্তরে শ্যাম বাবুর আয়ের উপর যে কর ধরা হইয়াছে তাহা তাঁহার মৃত্যুর পর আর পাওয়া যাইবে না।

অন্য একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। মনে করুন ৩ ভ্রাতা পিতার দেহত্যাগের পর প্রত্যেক ২০০০০৲ হাজার টাকা পাইলেন। ক তাঁহার টাকা দ্বারা ৫০০৲ শত টাকা মুনাফার জমিদারী ক্রয় করিলেন। খ একটী ব্যাঙ্কের সহিত বন্দোবস্ত করিলেন যে তাঁহার জীবনান্ত পর্য্যন্ত

ঐ ২০০০০৲ টাকা ব্যাঙ্কে মজুত রাখার জন্য ব্যাঙ্ক তাঁহাকে বাৎসরিক ১৫০০৲ শত করিয়া টাকা দিবেন। তৃতীয় ভ্রাতা গ অন্য ব্যাঙ্কের সহিত বন্দোবস্ত করিলেন যে ২০০০০৲ টাকার পরিবর্ত্তে তিনি ১০ বৎসর ব্যাঙ্ক হইতে বাৎসরিক ২৫০০৲ শত টাকা পাইবেন। এক্ষণে ক, খ, গ তিন ভ্রাতারই আয়ের মূলধন এক—অর্থাৎ ২০০০০৲ টাকা। ক এর আয় স্থায়ী, তিনি বাৎসরিক ৫০০৲ শত টাকা করিয়া তাঁহার জমিদারী হইতে পাইবেন, তাঁহার সন্তান সন্ততিও যতদিন "রাখিয়া ঢাকিয়া খাইতে পারিবে" তত দিন ধরিয়া ঐ আয় ভোগ করিবে। দ্বিতীয় ভ্রাতা জীবনান্ত পর্য্যন্ত বাৎসরিক ১৫০০৲ শত করিয়া টাকা ভোগ করিবেন এবং তৃতীয় ভ্রাতা কেবলমাত্র দশ বৎসর বাৎসরিক ২৫০০৲ শত টাকা করিয়া পাইবেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য কে কোন হারে আয়কর দিবেন? ক এর আয় স্থায়ী কিন্তু তাই বলিয়াই কি তিনি বেশী আয়কর দিবেন? যদি টাকায় এক আনা করিয়া আয়কর হয় তাহা হইলে ক ৬২॥০ টাকা, খ ৯৩৸০ টাকা এবং গ ১৫৬৷০ টাকা করিয়া আয়কর দিবেন। কিন্তু প্রত্যেকেরই এক মূলধন অর্থাৎ পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত ২০০০০৲ টাকা। এই জন্য অধিকাংশ অর্থবিৎ পণ্ডিতগণের মত এই যে যদি আয়কর স্থায়ী বলিয়া গণনা করা হয়, তবে সকল প্রকার আয়ের উপরই একহারে আয়কর নির্দ্ধারণ করা উচিত; কিন্তু আয়কর যদি অস্থায়ী হয় অর্থাৎ যদি এরূপ বোধ হয় যে কিছু কাল পরেই গবর্ণমেণ্টের আর ঐ করের আবশ্যক হইবে না তাহা হইলে করের হার বিভিন্ন হওয়া আবশ্যক।

এই জন্য যদি আয়কর স্থায়ী ভাবে ও সম পরিমাণে সংগৃহীত হয় তবে স্থায়ী ও অস্থায়ী উভয় প্রকার আয়েরই এক ভাবে কর নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক। *

---

* "অর্থনীতি"র দ্বিতীয় খণ্ডে ভারতের রাজকরের বিষয় আলোচনা করা যাইবে।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

## বিনিময়!

"Money is perhaps the mightiest engine to which man can lend an intelligent guidance. Unheard, unfelt, unseen, it is the power to so distribute the burdens, gratification and opportunities of life, that each individual shall enjoy that share of them to which his merits or good fortune may fairly entitle him; or contrarise, to dispense them with so partial a hand as to violate every principle of justice and perpetuate a succession of social slaveries to the end of time." Alexander Del Man.

---

## বিনিময় ও মুদ্রা!

মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা।

মনুষ্যের আদিম অবস্থায় মুদ্রার চলন ছিল না এবং প্রয়োজনও হইত না। পণ্যের বিনিময়েই তাহার সকল কার্য্য সম্পাদিত হইত। যখন কাহারও নিজ আবশ্যকাপেক্ষা অধিক চাউল থাকিত এবং অপর কাহারও অধিক ডাউল থাকিত, তখন এই চাউল ও ডাউলের বিনিময়েই উভয়ের অভাব পূরণ হইত। প্রথমোক্ত ব্যক্তির ডাউলের অভাব, দ্বিতীয়ের চাউলের অভাব। যাহার চাউলের অভাব সে অপরের নিকট হইতে ডাউল লইল এবং যাহার ডাউলের অভাব সে চাউল লইয়া অভাব মোচন করিল। যখন মনুষ্যের অভাব সীমাবদ্ধ ছিল তখন

এই ভাবেই কার্য্য হইত এবং ইহাতে বিশেষ অসুবিধা হইত না। কিন্তু সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন মনুষ্যের অভাবের সীমা থাকিল না, তখন আর এরূপ বিনিময়ে অভাব মোচন হইত না। ক্রমেই অসুবিধা হইতে লাগিল। এই অসুবিধা দূরীকরণ মানসেই মুদ্রার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গেই দ্রব্যের বিনিময় বন্ধ হইয়া গেল। যাহার চাউলের আধিক্য হইল, সে সেই চাউল বিক্রয় করিয়া মুদ্রা লইল এবং সেই মুদ্রার দ্বারা চাউল ক্রয় করিল। সেইরূপ ডাউল-স্বামীও আবশ্যক ডাউল বিক্রয় করিয়া যে মুদ্রা পাইল সেই মুদ্রার দ্বারা চাউল ক্রয় করিল।

'মধ্যস্থ'।

মুদ্রা প্রচলনে মনুষ্যের অন্য একটী সুবিধা হইল। মুদ্রার দ্বারা আমরা সকল দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে পারি এবং এই জন্য মুদ্রা বিনিময় কালে 'মধ্যস্থের' কার্য্য করে। একমণ চাউলের বিনিময়ে কত মণ ডাউল পাওয়া যাইবে, ইহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, লোকে একমণ চাউলের কত মূল্য অর্থাৎ একমণ চাউলে প্রচলিত কয়টী মুদ্রা পাওয়া যাইবে এবং সেই কয়টী মুদ্রার দ্বারা কতটুকু পরিমাণ ডাউল পাওয়া যাইবে ইহাই প্রথমে স্থির করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মুদ্রা এই চাউল ও ডাউলের মূল্যের মধ্যস্থ ব্যক্তি। মধ্যস্থ ব্যক্তি যেরূপ উভয় পক্ষের বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দেন, সেইরূপ মুদ্রাও এইরূপ দুই পক্ষের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়। ইহাতে আমাদের বিশেষ সুবিধা হয়। যতদিন মুদ্রার প্রচলন হয় নাই, ততদিন যাহার ডাউলের আবশ্যক হইত, তাহার চাউল স্কন্ধে করিয়া প্রত্যেকের নিকট অনুসন্ধান করিতে হইত। অথবা হাটে চাউল লইয়া খরিদদারের জন্য অপেক্ষা করিতে হইত। অবশ্য দরিদ্র ব্যক্তিদের এখনও এইরূপ করিতে হয়, কিন্তু ইহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে যে মুদ্রার অভাবের জন্যই তাহাদের এইরূপ প্রথা অবলম্বন করিতে হয়।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের কথা ধরিলে মুদ্রার আবশ্যকতা আরও উপলব্ধি হইবে। আমাদের দেশে অনেক জিনিষ পাওয়া যায়, যাহা অপর দেশে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে, এরূপ অনেক আবশ্যক দ্রব্য আমাদের দেশে পাওয়া যায় না, যাহা অপর দেশে পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রেও মুদ্রার জন্য আমাদের বিশেষ সুবিধা হয়। বস্তুতঃ বিনিময়-বানিজ্যের সুবিধার জন্যই আমাদের মুদ্রার আবশ্যকতা বেশী। এই জন্য পরলোক-গত অধ্যাপক বোনামি প্রাইস, "প্রেক্ বিদ্ধ করিতে যেরূপ হাতুড়ির আবশ্যক, তদ্রূপ বিনিময়ের জন্য মুদ্রার আবশ্যক", বলিয়াছেন। অর্থাৎ যন্ত্রাদি ব্যতিত যেরূপ কোনও কারিকর তাহার কার্য্য সুকৌশলে সম্পন্ন করিতে পারে না, তদ্রূপ মুদ্রা ব্যতীত বিনিময় বা ব্যবসায় বাণিজ্যও সুকৌশলে সম্পন্ন হইতে পারে না।

মুদ্রার মূল্য।

মুদ্রার বিনিময়ের শক্তিই মুদ্রার মূল্য। যে টুকু দ্রব্য মুদ্রার পরিবর্ত্তে পাওয়া যায়, ঐ টুকুই মুদ্রার মূল্য। এক বস্তা ধান্যের পরিবর্ত্তে বর্ত্তমানে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ ডাউল বা গম পাওয়া গেলে বুঝিতে হইবে যে ধান্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। পক্ষান্তরে, ঐ সময়ে যদি এক বস্তা ধান্যের পরিবর্ত্তে কম পরিমাণ ডাউল বা গম পাওয়া যায়, তবে ধান্যের মূল্য হ্রাস হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সেইরূপ বর্ত্তমান মাসে যদি ১৲ টাকায় গত মাসাপেক্ষা দুই সের অধিক ধান্য পাওয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে টাকার মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে; আবার যদি গত মাসাপক্ষা কম ধান্য পাওয়া যায় তবে বলিতে হইবে যে টাকার মূল্য হ্রাস হইয়াছে। কিন্তু যখন এক টাকার বিনিময়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ ধান্য পাওয়া যায়, তখন বলা হয় যে ধান্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। মনে করুন বর্ত্তমানে ১৲ টাকায় ২ বস্তা ধান্য পাওয়া যায়, কিন্তু এক বৎসর পরে ১৲ টাকায় মাত্র

১ বস্তা ধান্য পাওয়া যাইবে। এরূপ হইলে ধান্যের হিসাবে টাকার মূল্য এক বৎসরে দ্বিগুণ হ্রাস হইয়াছে এবং ধান্যের মূল্যও ঠিক সেই অনুপাতে হ্রাস হইয়াছে ইহাই বুঝিতে হইবে। সুতরাং অর্থনীতির হিসাবে যখন টাকার মূল্যের কথা বিবেচনা করা হয়, তখন টাকার ক্রয় করিবার ক্ষমতাই বলা হয়; অর্থাৎ অপর দ্রব্য ক্রয়ে টাকার কিরূপ ক্ষমতা তাহাই বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ ঐ টাকার বিনিময়ে অন্য দ্রব্যাদি কি পরিমাণে প্রাপ্তব্য তাহাই বিবেচনা করা হয়।

মুদ্রারূপে ব্যবহৃত ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য।

আমরা উপরে উল্লেখ করিয়াছি যে মুদ্রা বিনিময়ের সুবিধার জন্য প্রচলিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যে দ্রব্যকে মুদ্রারূপে ব্যবহার করা যায়, যাহাতে তাহা সহজে বহনীয় হয় তাহা করা একান্ত আবশ্যক। অধিক ভারী দ্রব্যকে মুদ্রারূপে ব্যবহার করিলে যে উদ্দেশ্যে মুদ্রা ব্যবহৃত হয় সে উদ্দেশ্য আদৌ সাধিত হইবে না। কারণ ওরূপ ভারী দ্রব্যকে মুদ্রারূপে ব্যবহার করিলে, খরিদ্দারের সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী করিয়া ঐ দ্রব্য লইয়া যাইতে হয়। আবার ক্রেতাকেও ঐ প্রকারে ঐ মুদ্রাকে বাড়ী লইতে হয়। বর্ত্তমানে সাধারণতঃ সুবর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা নির্ম্মিত মুদ্রাই প্রচলিত। তাম্র ও নিকেলের মুদ্রাও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বহু পূর্ব্বে নানা দেশে নানা প্রকার মুদ্রা ব্যবহৃত হইত। চীন দেশে চা মুদ্রা অর্থাৎ বিনিময়ার্থ ব্যবহৃত হইত। প্রাচীন আরব দেশে পশু এবং কোনও কোনও দেশে পশু-চর্ম্ম মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত। স্পার্টার স্বনামখ্যাত নিয়ম-প্রণেতা লাইকারগাস লৌহখণ্ড মুদ্রারূপে ব্যবহারের আদেশ দিয়াছিলেন এবং অনেক কাল ধরিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহখণ্ডই ঐদেশে বিনিময়ার্থ প্রচলিত ছিল। রোমে কিছু দিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তাম্র মুদ্রা ব্যবহৃত হইত। অনেক দেশে প্রাচীন কালে কড়ি ব্যবহৃত হইত। লেখক

জলপাইগুড়ি জেলায় বাসকালীন তথায় কড়ি ব্যবহার হইতে দেখিয়াছেন। আফ্রিকার কোনও কোনও অসভ্য জাতি মুদ্রারূপে এক প্রকার শঙ্খ ব্যবহার করে। অভিজ্ঞতা দ্বারা জানা গিয়াছে যে ধাতু মুদ্রা বিশেষতঃ সুবর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রাই অধিক সুবিধাজনক।

প্রথিত নামা জেভনস্ নামক অর্থনীতিবিদ্ ধাতু মুদ্রার নিম্নলিখিত সাত প্রকার সুবিধার কথা বলিয়াছেন।

১। যথার্থরূপে মূল্যবান। ২। সহজে বহনীয়।

৩। অক্ষয় ( অর্থাৎ সহজে ক্ষয়শীল নহে )।

৪। এক জাতীয়। ৫। মূল্যের স্থায়ীত্ব।

৬। বিভাজ্যতা ( অর্থাৎ অংশানুসারে সহজে বিভাগ করা যায় )।

৭। সহজ-জ্ঞেয় ( অর্থাৎ দেখিবা মাত্র কোন্ ধাতু নির্ম্মিত বোঝা যায় )।

যথার্থরূপে মূল্যবান।

যে দ্রব্য মুদ্রা রূপে ব্যবহৃত হইবে উহা যথার্থ রূপে মূল্যবান হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ, অন্য কোনও বিষয় বিবেচনা না করিলেও এ দ্রব্যের খাতিরেই উহাকে মূল্যবান বলিয়া বিবেচনা করা যাইবে। এই জন্যে অনেকে আপত্তি করেন যে ব্যাঙ্ক নোট মুদ্রা নহে; কারণ, যে কাগজে উহা ছাপা হয়, তাহার মূল্য ৫ কি ১০ পয়সা কিন্তু উহা ১০।২০ হাজার টাকা জ্ঞাপন করে। এতদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ব্যাঙ্ক নোট সামান্য মূল্যের কাগজে প্রস্তুত হইলেও উহা মুদ্রা জ্ঞাপন করে এবং বস্তুতঃ উহাতে যে টাকার পরিমাণ লেখা থাকে উহাতে ঐ পরিমাণ টাকাই পাওয়া যায়। চাহিবা মাত্র উহা পরিশোধ করিতে হয় এবং প্রচলিত গবর্ণমেণ্ট বা ব্যাঙ্কের উপর যখন সাধারণের অটল বিশ্বাস থাকে তখনই উহা চলিত হয় নানা কারণে লোকে সুবর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত মুদ্রা নির্ম্মাণের ও

ব্যবহারের পক্ষপাতি। উহাদের ঔজ্জ্বল্য, স্থায়ীত্ব ও প্রতিঘাত-সহনের ক্ষমতার জন্য সকলেই উহাকে পছন্দ করে। বস্তুতঃ স্বর্ণ ও রৌপ্য যথার্থই মুল্যবান্।

'সহজে বহনীয়।'

মুদ্রা যাহাতে সহজেই বহনীয় হইতে পারে, তাহারও বিশেষ আবশ্যকতা আছে। মুদ্রা কম ওজনে অধিক মূল্য জ্ঞাপন করিলে, বিনিময়ের অধিক সাহায্য করে। স্বর্ণ ও রৌপ্যের এই গুণটী আছে। স্বর্ণ ও রৌপ্য সংগ্রহে যে কষ্ট সহ্য করিতে হয় সেই কারণেই তাহারা দুর্লভ এবং তাহারা সর্ব্বত্রেই আদৃত হয়; এই হেতু উহাদের মূল্য অধিক। স্বর্ণ বা রৌপ্য অপেক্ষা আরও মূল্যবান দ্রব্য আছে। তাহারাও অল্প ওজনে আরও অধিক মূল্য জ্ঞাপন করে কিন্তু এই সকল দ্রব্য যথা হীরক, মণি, মুক্তা মুদ্রার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক নহে। একখানি অতি ক্ষুদ্র মুক্তার মূল্য হয়ত ৪০।৫০ টাকা; অথবা আরও বেশী। এই জন্য এত ক্ষুদ্রাকারের দ্রবাদি ব্যবহার অত্যন্ত সুবিধাজনক। আবার কেবল সুবর্ণ মুদ্রাও সুবিধাজনক নহে। যখন স্বল্প মূল্যের দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে হয়, তখন সুবর্ণ মুদ্রা দ্বারা উহার মূল্য শোধ দেওয়া অত্যন্ত অসুবিধাজনক। এই জন্য সুবর্ণ ও রৌপ্য অর্থাৎ দুইটী ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রা ব্যবহারই প্রশস্ত।

'অক্ষয়ত্ব।'

তৃতীয় প্রকারের সুবিধার স্থলে জেভন্স সাহেব অক্ষয়ত্বের কথা বলিয়াছেন। অবশ্য কোন দ্রব্যই অক্ষয় নহে; তত্রাপি স্বর্ণ ও রৌপ্য খুব কম ক্ষয় হয়। মহারাজ অশোক বা কনিষ্কের সময়ের মুদ্রা এখনও এক প্রকার অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই সে দিন দাক্ষিণাত্যে রোমক দেশীয় প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ, সুবর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা অগ্নি বা জলে নষ্ট হয় না। সুতরাং ইহাদের মুদ্রারূপে ব্যবহার বিশেষ সুবিধাজনক।

হীরক বা মূল্যবান মণিমুক্তা মুদ্রারূপে ব্যবহার করা সমীচীন নহে।

'এক জাতীয়ত্ব।'

অনবরত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য লইয়া উহারা প্রকৃত কি অপ্রকৃত ইহা পরীক্ষা আবশ্যক হইয়া উঠে। সাধারণে ইহা চিনিয়া উঠিতে পারেন না। হীরকের উজ্জ্বলতার উপর উহার মূল্য নির্ভর করে। একই ওজনের দুই খণ্ড হীরকের মূল্যের যথেষ্ট তারতম্য দেখা যায়। এই জন্য ইহা মুদ্রারূপে ব্যবহারের উপযুক্ত নহে। পক্ষান্তরে স্বর্ণ বা রৌপ্য ভিন্ন ভিন্ন মূল্যের

'বিভাজ্যতা।'

হইলেও 'রিফাইন' করিয়া একই প্রকারের করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ চিনিবার পক্ষে ইহা অত্যন্ত সুবিধা জনক। দুই একটা মেকি টাকা আসল বলিয়া চলিলেও, সাধারণতঃ লোকে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা সহজেই চিনিয়া লইতে পারে। স্বর্ণ ও রৌপ্য সহজেই বিভক্ত করা যায় এবং বিভক্ত করিলে উহার অংশের তারতম্য হয় না। কিন্তু হীরক বা অন্যান্য মণি মুক্তার এ সুবিধা নাই।

'মূল্যের সামঞ্জস্য।'

প্রত্যেক দ্রব্যের মূল্যেরই অল্পবিস্তর তারতম্য হয়। সুতরাং মূল্যের সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য যতদূর সম্ভব যে বস্তুর মূল্যের তারতম্য কম হয়, তাহাই মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হওয়া উচিত। যদি মুদ্রারূপে ব্যবহৃত দ্রব্যের মূল্যের বেশী তারতম্য হয়, তাহা হইলে অনেক ক্ষেত্রেই ক্রেতা বিক্রেতার বিশেষ অসুবিধা হয়।

'সহজ জ্ঞেয়।'

যাহাকে মুদ্রা বলিয়া গ্রহণ করা হয়, যাহাতে তাহাকে সহজে চিনিতে পারা যায় এইরূপ হওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ও ইতিপূর্ব্বে পর্য্যালোচনা করা হইয়াছে।

আমরা মুদ্রা সম্বন্ধে কয়েকটী আবশ্যক বিষয় আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে আরও কয়েকটী বিষয় আলোচনার প্রয়াস পাইব। ইংলণ্ডে স্বর্ণ

রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা প্রচলিত, ইহাতে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে তথায় তিন প্রকারের 'পরিমাণ' ( Standard ) প্রচলিত। বস্তুতঃ, তথায় মাত্র একই পরিমাণ প্রচলিত। রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা গুলি সুবর্ণ-মুদ্রার সহকারী রূপে ব্যবহৃত হয় মাত্র। উহাদের প্রকৃত মূল্যাপেক্ষা উহারা অধিক মূল্য জ্ঞাপন করে। ২০টী শিলিঙ্‌এ এক পাউণ্ড হয় অর্থাৎ ২০টী রৌপ্যের শিলিঙ্ এর পরিবর্ত্তে একটী সুবর্ণের 'পাউণ্ড' পাওয়া যায়। কিন্তু ২০টী শিলিঙ্‌এ যে রৌপ্য থাকে, উহা গালাইয়া ফেলিলে উহার বিনিময় মূল্য এক পাউণ্ডের কম হয়। সামান্য সামান্য দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয়ের সুবিধার জন্যই ইংলণ্ডে রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা প্রচলিত। কিন্তু এই সকল রৌপ্য ও তাম্রমূদ্রা ব্যবহারের একটী সীমা আছে। যদি কোনও দেনাদারের পাওনাদারকে ৪০ শিলিঙ এর অধিক দেনা শোধ করিতে হয়, তবে পাওনাদার ইচ্ছা করিলে এ দেনা সুবর্ণ-মুদ্রায় গ্রহণ করিতে পারেন অর্থাৎ ৪০ শিলিঙ এর অধিক হইলে আইনানুসারে সুবর্ণ মুদ্রা ব্যবহার করিতে হয়। অবশ্য পাওনাদারের কোনও আপত্তি না থাকিলে দেনাদার রৌপ্য মুদ্রায় দেনা শোধ দিতে পারেন। যে ব্রোঞ্জ ধাতুর দ্বারা ইংলণ্ডে পেনি ও হাফ্ পেনি প্রস্তুত হয়, উহার এক পাউণ্ড ওজনের মূল্য ১০ পেন্স কিন্তু এক পাউণ্ড ওজনের ব্রোঞ্জ দ্বারা ৪০টী পেনি প্রস্তুত হইতে পারে। এই সকল রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রাদির দ্বারা গবর্ণমেণ্টের লাভ হয়। এই লাভের জন্য টাকশালের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ গবর্ণমেণ্টের আর অধিক কর ধার্য্য করিতে হয় না।

ভারতবর্ষীয় মুদ্রা।

ভারতবর্ষে অনেক কাল হইতে সুবর্ণমুদ্রা প্রচলিত ছিল। মুসলমান অধিকারের পরেও সুবর্ণ মুদ্রারই প্রচলন ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রয় বিক্রয়ে তাম্রমুদ্রা ব্যবহৃত হইত। পল্লীগ্রামে কড়িরও প্রচলন ছিল। দাসরাজ আজ-

হীরক বা মূল্যবান মণিমুক্তা মুদ্রারূপে ব্যবহার করা সমীচীন নহে।

'এক জাতীয়ত্ব।'

অনবরত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য লইয়া উহারা প্রকৃত কি অপ্রকৃত ইহা পরীক্ষা আবশ্যক হইয়া উঠে। সাধারণে ইহা চিনিয়া উঠিতে পারেন না। হীরকের উজ্জ্বলতার উপর উহার মূল্য নির্ভর করে। একই ওজনের দুই খণ্ড হীরকের মূল্যের যথেষ্ট তারতম্য দেখা যায়। এই জন্য ইহা মুদ্রারূপে ব্যবহারের উপযুক্ত নহে। পক্ষান্তরে স্বর্ণ বা রৌপ্য ভিন্ন ভিন্ন মূল্যের

'বিভাজ্যতা।'

হইলেও 'রিফাইন' করিয়া একই প্রকারের করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ চিনিবার পক্ষে ইহা অত্যন্ত সুবিধা জনক। দুই একটা মেকি টাকা আসল বলিয়া চলিলেও, সাধারণতঃ লোকে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা সহজেই চিনিয়া লইতে পারে। স্বর্ণ ও রৌপ্য সহজেই বিভক্ত করা যায় এবং বিভক্ত করিলে উহার অংশের তারতম্য হয় না। কিন্তু হীরক বা অন্যান্য মণি মুক্তার এ সুবিধা নাই।

প্রত্যেক দ্রব্যের মূল্যেরই অল্পবিস্তর তারতম্য হয়। সুতরাং মূল্যের

'মূল্যের সামঞ্জস্য।'

সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য যতদূর সম্ভব যে বস্তুর মূল্যের তারতম্য কম হয়, তাহাই মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হওয়া উচিত। যদি মুদ্রারূপে ব্যবহৃত দ্রব্যের মূল্যের বেশী তারতম্য হয়, তাহা হইলে অনেক ক্ষেত্রেই ক্রেতা বিক্রেতার বিশেষ অসুবিধা হয়।

যাহাকে মুদ্রা বলিয়া গ্রহণ করা হয়, যাহাতে তাহাকে সহজে চিনিতে

'সহজ জ্ঞেয়।'

পারা যায় এইরূপ হওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ও ইতিপূর্ব্বে পর্য্যালোচনা করা হইয়াছে।

আমরা মুদ্রা সম্বন্ধে কয়েকটী আবশ্যক বিষয় আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে আরও কয়েকটী বিষয় আলোচনার প্রয়াস পাইব। ইংলণ্ডে স্বর্ণ

রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা প্রচলিত, ইহাতে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে তথায় তিন প্রকারের 'পরিমাণ' ( Standard ) প্রচলিত। বস্তুতঃ, তথায় মাত্র একই পরিমাণ প্রচলিত। রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা গুলি সুবর্ণ-মুদ্রার সহকারী রূপে ব্যবহৃত হয় মাত্র। উহাদের প্রকৃত মূল্যাপেক্ষা উহারা অধিক মূল্য জ্ঞাপন করে। ২০টী শিলিঙ্এ এক পাউণ্ড হয় অর্থাৎ ২০টী রৌপ্যের শিলিঙ্ এর পরিবর্ত্তে একটী সুবর্ণের 'পাউণ্ড' পাওয়া যায়। কিন্তু ২০টী শিলিঙ্এ যে রৌপ্য থাকে, উহা গালাইয়া ফেলিলে উহার বিনিময় মূল্য এক পাউণ্ডের কম হয়। সামান্য সামান্য দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয়ের সুবিধার জন্যই ইংলণ্ডে রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা প্রচলিত। কিন্তু এই সকল রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা ব্যবহারের একটী সীমা আছে। যদি কোনও দেনাদারের পাওনাদারকে ৪০ শিলিঙ এর অধিক দেনা শোধ করিতে হয়, তবে পাওনাদার ইচ্ছা করিলে এ দেনা সুবর্ণ-মুদ্রায় গ্রহণ করিতে পারেন অর্থাৎ ৪০ শিলিঙ এর অধিক হইলে আইনানুসারে সুবর্ণ মুদ্রা ব্যবহার করিতে হয়। অবশ্য পাওনাদারের কোনও আপত্তি না থাকিলে দেনাদার রৌপ্য মুদ্রায় দেনা শোধ দিতে পারেন। যে ব্রোঞ্জ ধাতুর দ্বারা ইংলণ্ডে পেনি ও হাফ্ পেনি প্রস্তুত হয়, উহার এক পাউণ্ড ওজনের মূল্য ১০ পেন্স কিন্তু এক পাউণ্ড ওজনের ব্রোঞ্জ দ্বারা ৪০টী পেনি প্রস্তুত হইতে পারে। এই সকল রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রাদির দ্বারা গবর্ণমেণ্টের লাভ হয়। এই লাভের জন্য টাকশালের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ গবর্ণমেণ্টের আর অধিক কর ধার্য্য করিতে হয় না।

ভারতবর্ষীয় মুদ্রা।

ভারতবর্ষে অনেক কাল হইতে সুবর্ণমুদ্রা প্রচলিত ছিল। মুসলমান অধিকারের পরেও সুবর্ণ মুদ্রারই প্রচলন ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রয় বিক্রয়ে তাম্রমুদ্রা ব্যবহৃত হইত। পল্লীগ্রামে কড়িরও প্রচলন ছিল। বাদসাহ আল-

তামসই প্রথমতঃ রৌপ্যের তঙ্কা প্রস্তুত করেন। ১২৩২ সালে এই রৌপ্য মুদ্রা প্রচলিত হইয়া ক্রমে ক্রমে উত্তর ভারতে সর্ব্বত্র ইহাই প্রচলিত হইয়াছিল। মহম্মদ তোগলক্ সুবর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার সঙ্গে সঙ্গে তাম্রনির্ম্মিত মুদ্রা রৌপ্যের মুদ্রা বলিয়া প্রচলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। শের সাহের সময়ে মুদ্রার নাম 'রূপাইয়া' বা টাকা হয়। এই সময়ে টাকার ওজন ১৭৯ রতি ছিল। মোগল বাদসাহগণের সময়ে সুবর্ণ ও রৌপ্য উভয় প্রকার মুদ্রাই প্রচলিত ছিল। দাক্ষিণাত্যে কেবল সুবর্ণ মুদ্রা প্রচলিত ছিল। ১৮১৮ সন হইতে কোম্পানীর আদেশে এই সুবর্ণ মুদ্রার প্রচলন রহিত হয়।

'কোম্পানীর' মুদ্রা।

প্রথমতঃ ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী বোম্বাই সহরে একটী টাকশাল স্থাপিত করিয়া স্থানীয় প্রচলনের জন্য ইংরাজ-রাজের প্রতিকৃতি সহ মুদ্রা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন।* ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন ইংলণ্ডাধিপতি দ্বিতীয় জেমস্ কোম্পানীকে তাহাদিগের সকল দুর্গে প্রচলিত দেশীয় মুদ্রা ব্যবহারের আদেশ দেন। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ফেরকসায়ের ইংরাজদিগকে নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রা বোম্বাই সহরে প্রস্তুতের আদেশ প্রদান করেন। ১৭৫৭ হইতে কলিকাতার প্রস্তুত মুদ্রা প্রচলিত হইতে থাকে। বকসার যুদ্ধের পর পাটনা, ঢাকা এবং মুর্শিদাবাদস্থ নবাবের টাকশালা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু কোম্পানী এই সকল স্থানে ও কলিকাতায় মুদ্রা প্রস্তুত করিতে থাকেন। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী বারানসী ও ১৮০৩ সনে ফরাক্কাবাদস্থ টাকশালদ্বয়ের পরিচালনা গ্রহণ করেন।

* "Some rupees which the English had coined at Bombay with the name of their impure King had displeased Aurangzeb." Khafi Khan.

১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী সুবর্ণ ও রৌপ্য উভয়ের মূল্যের অনুপাত নির্দ্ধারণ করেন। প্রথমতঃ কোম্পানীর মোহর ১৪ সিক্কা টাকায় বিক্রিত হইত। কিন্তু ১৭৬৯ সনের মোহরের মূল্য ১৬ সিক্কা টাকা ধার্য্য হয়; এ সময়ে সুবর্ণের মূল্য হ্রাস হইয়াছিল। ১৭৭৩ সনে ১৩৯ প্রকারের মোহর; ৬১ প্রকারের সুবর্ণ প্যাগোডা ও ৫৫৬ প্রকারের রৌপ্য মুদ্রা প্রচলন ছিল। এতদ্ব্যতীত ২১৪ প্রকারের বৈদেশিক মুদ্রারও প্রচলন ছিল। এরূপ অবস্থায় যে বিশেষ অসুবিধা হইত তাহা বলাই বাহুল্য। এই অসুবিধা দূরীকরণ মানসে সা আলমের রাজত্বের উনবিংশ বর্ষে যে প্রকার রৌপ্য মুদ্রার চলন ছিল, কোম্পানী, তাহাই ব্যবহারের জন্য আদেশ দিলেন। এই টাকার ওজন ১৭৯ রতি ছিল, এবং এক একটী টাকায় ১৭৫.৯ রতি রৌপ্য থাকিত।

সুবর্ণ মুদ্রা।

যাহা হউক ১৮৩৫ সনে সমগ্র বৃটিস ভারতে একই প্রকার রৌপ্য মুদ্রা প্রচলনের আদেশ প্রচারিত হয়। তদবধি, সেই আদেশই বহাল রহিয়াছে।

বৃটিস শাসনাধীন প্রদেশাদি ব্যতীত করদ ও মিত্র রাজ্যের মুদ্রার বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমরা বিষয়ান্তরের পর্য্যালোচনা করিব। মোগল রাজত্বের সময় বৃহৎ বৃহৎ প্রদেশের প্রবল শাসনকর্ত্তাগণ নিজ নিজ টাকশালায় মুদ্রা প্রস্তুত করিতেন। মোগল রাজ্যের পতন হইলেও ইহারা পৃথক মুদ্রাদি প্রস্তুত করিতেন। ১৮৯৩ সালে ৩৪টী করদ ও মিত্র রাজা নিজ নিজ রাজ্যের জন্য নিজ নিজ টাকশালে মুদ্রা নির্ম্মাণ করিতেন। প্রায় সকলেরই মুদ্রার চিহ্ন ও ওজন বিভিন্ন হইত। ইহাতে ব্যবসায় বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইত। ১৮৭৬ সনে গবর্ণমেন্ট বৃটিস প্রদেশে

রৌপ্যমুদ্রা।

প্রচলিত মুদ্রার ন্যায় এক ওজনের দেশীয় রাজ্যে প্রচলিত মুদ্রাগুলি বৃটিস ভারতেও চলিবে এবং এই সকল রাজা গবর্ণমেণ্টের টাকশালে ধাতু প্রেরণ করিলে গবর্ণমেণ্ট মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া দিবেন এরূপ আদেশ দেন। আলোয়ার ও বিকানির এই আদেশ অনুসারেই কার্য্য করিতেছেন। ১৮৯৩ সনে যখন গবর্ণমেণ্ট টাকশালা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, তখন দেশীয় রাজ্যে প্রচলিত মুদ্রার মূল্য হ্রাস হইল এবং সেই জন্য এই সকল রাজ্যের রাজা প্রজা উভয়েরই ক্ষতি ও অসুবিধা হইল। গবর্ণমেণ্ট ইহার নিবারণ কল্পে এ সকল দেশে প্রচলিত মুদ্রার পরিবর্ত্তে নিজ মুদ্রা প্রদান করাতে প্রায় ১৬টী রাজ্য মুদ্রা প্রস্তুত স্থগিত করিয়াছেন।

নোট, কোম্পানির কাগজ।

আমাদের দেশে এবং ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্রই স্বর্ণ ও রৌপ্যাদি নির্ম্মিত মুদ্রা ব্যতীত নোটের প্রচলন আছে। এই সকল নোট বা ঋণ পরিচায়ক নিদর্শন পত্র মুদ্রার পরিবর্ত্তেই ব্যবহৃত হয়; ইহাতে ব্যবসায়ের বিশেষ সুবিধা হয়। লোকে ইহাকে ধাতুমুদ্রারই ন্যায় গণনা করে—তাহার প্রধান কারণ এই যে নোটের ভিত্তি ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রা। প্রথমতঃ যখন কোন দেশে নোটের প্রচলন হয়, তখন এই নোটের পরিবর্ত্তে যখন ইচ্ছা তখনই ধাতু মুদ্রা পাওয়া যায় এবং ক্রমে ক্রমে জনসাধারণ ইহার উপরও ধাতু-মুদ্রার ন্যায় আস্থা স্থাপন করে। গবর্ণমেণ্টের এই প্রকার কারেন্সি নোট ব্যতীত প্রমিসরি কাগজ (অর্থাৎ যাহাকে কোম্পানির কাগজ বলে), প্রভৃতি নোট ও আছে। ইহাদ্বারা গবর্ণমেণ্ট আবশ্যকমত সাধারণের নিকট হইতে কর্জ্জ লইয়া থাকেন এবং নিয়ম মত সুদ ও সময় মত আসল পরিশোধ করেন।

---

## পণ্যের মূল্য।

কোনও দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, অপর একটি দ্রব্যের সহিত ঐ দ্রব্যের তুলনা করিতে হয়। অর্থাৎ, যে দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, উহার পরিবর্ত্তে অন্য আর একটী দ্রব্য কতটুকু পাওয়া যায়, ইহাই স্থির করিতে হয়। যদি দুই সের ডাউলের পরিবর্ত্তে এক সের চাউল পাওয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, এক সের চাউলের মূল্য দুই সের ডাউল। মূল্য কথাটী এইজন্য তুলনাত্মক। যখন বলা হয় যে, একসের চাউলের মূল্য দুই সের ডাউল তখনই চাউল ও ডাউলের মূল্য তুলনা করিয়া মূল্য ধার্য্য করা হয়।

মূল্যের তারতম্য।

মূল্য বলিলেই যখন তুলনার কথা উঠে, তখন ইহাও সহজে বোধগম্য হইবে যে, দুইটী কারণে পণ্যের মূল্যের তারতম্য হয়। প্রথম ঐ দ্রব্যটীরই কোন বিশেষত্ব থাকার জন্য—ইহাকে অর্থনীতির হিসাবে 'আভ্যন্তরীণ কারণ' বলে। চাউলের আমদানী কম হইলে, বা কম চাউল উৎপন্ন হইলে, উহার মূল্য বর্দ্ধিত হয়। এই কারণে মূল্যের যে তারতম্য হয় উহা চাউলেরই জন্য। যদি অতিরিক্ত ডাউল আমদানী বা উৎপন্ন হইয়া ডাউলের মূল্য কমিয়া যাইয়া, কম চাউল দিয়া বেশী ডাউল পাওয়া যায় ( অর্থাৎ চাউলের মূল্য বর্দ্ধিত হয় ) তাহা হইলে তাহাকে 'বাহ্যিক কারণ' বলে। এই জন্য অর্থবিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, সকল পণ্যেরই এক সময়ে মূল্য-বৃদ্ধি বা মূল্য-হ্রাস হইতে পারে না। "সকল দ্রব্যেরই এক সময়ে মূল্য বৃদ্ধি হইল" একথা বলিলে বুঝিতে হয় যে, প্রত্যেক দ্রব্যের বিনিময়েই অপর দ্রব্য বেশী পাওয়া যাইবে। ইহা ভ্রমাত্মক। বস্তুতঃ যখন এক দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হয়, তখন অপর দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পায়। চাউলের মূল্য পূর্ব্বে সস্তা ছিল, একথা বলিলে বুঝিতে হয় যে, পূর্ব্বে যে পরিমাণ

চাউল দিলে অল্প পরিমাণে অন্য কোনও দ্রব্য পাওয়া যাইত, এক্ষণে সেই পরিমাণে চাউল দিলে, সেই দ্রব্য অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। মূল্য কথাটা এজন্য 'বিনিময়াত্মক ;' কারণ কোন দ্রব্য বিনিময় করিতে হইলে অপর কোনও দ্রব্যের কত খানি পাওয়া যাইবে, মূল্য কথাটার দ্বারা উহা জ্ঞাপিত হয়। এই জন্য ইহা 'আপেক্ষিক' ও বটে ; অর্থাৎ এক দ্রব্য অপর দ্রব্যাপেক্ষা কত কম বা বেশী পাওয়া যাইবে, তাহা মূল্যই নির্দ্ধারণ করে। ডাউলের অনুপাতে চাউলের মূল্য বেশী হইলে, চাউলের মূল্যের তুলনায় ডাউলের মূল্য কম হইল ইহাই বুঝায়।

বিনিময়াত্মক।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এক পণ্যের বিনিময়ে, অপর পণ্য বিনিময় করা হয়। এই প্রকার বিনিময় বড় অসুবিধা জনক, এবং এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য মুদ্রার সৃষ্টি হইয়াছে। কোনও দ্রব্যের বিনিময়ে মূল্য স্বরূপ অন্য দ্রব্য না দিয়া লোকে মুদ্রা ব্যবহার করে ; সেই জন্য মুদ্রাকে পণ্যের 'পণ' বলে। এই জন্য পণকে মূল্যের বিশেষ ভাবান্তর ( Particular case ) বলা হয়। এক দ্রব্য দ্বারা অন্য দ্রব্য কত পরিমাণ পাওয়া যাইবে ইহাই নির্দ্ধারণ করিয়া প্রথমোক্ত দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হয়। সুতরাং একটী টাকার পরিবর্ত্তে যখন কোনও দ্রব্য পাওয়া যায়, তখন ঐ টাকাটী ঐ দ্রব্যের মূল্য। কিন্তু মুদ্রা 'পরিমাণ নির্দ্ধারক' (Measure of Value) এবং 'বিনিময়ের দ্বার' (Medium of Exchange) বলিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছে। সেই জন্য মুদ্রা দ্বারা কোনও দ্রব্য কিনিলে, ঐ মুদ্রাকে ঐ দ্রব্যের পণ বলে। যখনই কোনও দ্রব্যের পণের কথা বলা হয়, তখন অপর দ্রব্যের সহিত তুলনার কথা বলা হয়। পূর্ব্বেই

পণ।

মুদ্রা পরিমাণ নির্দ্ধারক ও বিনিময়ের দ্বার।

আমরা বলিয়াছি যে সকল জিনিসেরই এক সময়ে মূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাস হইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কোনও দেশের প্রচলিত মুদ্রার সংখ্যা যদি অকস্মাৎ দ্বিগুণিত হয়, এবং এরূপ ক্ষেত্রে যদি লোক সংখ্যা ও ব্যবসায় বাণিজ্য পূর্ব্ববৎই থাকে, তবে পণের মূল্য বর্দ্ধিত হইবে।

পণ্যের পণ।

অনেকে বলেন যে গ্রাহকতা ও সরবরাহতার উপর পণ্যের পণ নির্ভর করে। বস্তুতঃ তাহাই ঘটে। নিম্নে পণ্যের পণ, গ্রাহকতা ও সরবরাহের সম্পর্কে কিছু বলা যাইতেছে। পণ্যের পণ এরূপ হইবে যে, গ্রাহকতা ও সরবরাহতা সমতুল্য হইবে। কোনও দ্রব্যের পণ কম হইলেই উহার গ্রাহকতা বেশী হয়; অর্থাৎ অধিক সংখ্যক লোকে উহা ক্রয় করিতে অগ্রসর হয়।

গ্রাহকতা ও সরবরাহতা।

আবার যতই পণ বেশী হইতে থাকে, ততই উহার গ্রাহকতা কম হয়। অর্থাৎ মূল্য-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অল্পসংখ্যক লোকে উহা ক্রয় করিবার জন্য অগ্রসর হয়। মনে করুন একটি বাড়ী বিক্রিত হইবে, এবং উহার ছয় জন গ্রাহক আছে; প্রত্যেক গ্রাহকেই বাড়ী কিনিতে আগ্রহান্বিত হইয়া উহার জন্য বেশী পণ দিতে চাহিবে; অবশেষে অপর পাঁচ জন অপেক্ষা এক জন অধিক পণ দিয়া ঐ বাটী ক্রয় করিবে। যখন ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকিবে, তখন পণ এরূপ হওয়া চাই যে, গ্রাহকতা ও সরবরাহতা সমতুল্য হইবে। ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, এই ছয় ব্যক্তি বাড়ীর দর আপনাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার দ্বারা বর্দ্ধিত করিয়া এমন অবস্থায় উপস্থিত হইবে যে, পাঁচ জনের আর বাড়ী কিনিবার সামর্থ থাকিবে না। যিনি অবশিষ্ট থাকিবেন তিনিই বাড়ী কিনিবেন। অর্থাৎ, গ্রাহকতা ও সরবরাহতা সমতুল্য হইল, এবং বাড়ীও ক্রীত হইল।

মূল্যের তুলনায় পণ্য-দ্রব্যকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ—যে সমস্ত পণ্যের পরিমাণ কোনও প্রকারেই বৃদ্ধি করা যাইতে পারে না; এবং সেই জন্য সেই সকল পণ্যের অধিকারিগণ ঐ দ্রব্যগুলির মূল্য যথেচ্ছা মত নির্দ্দেশ করিতে পারে। এই ক্ষেত্রে মৃত চিত্রকরগণের চিত্রের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

পণ্য বিভাগ।

দ্বিতীয়তঃ—যাহাদের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইলে উৎপাদনের মূল্যাধিক্য হয়। কৃষি ও আকর-জাত দ্রব্য সমূহ এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

তৃতীয়তঃ—উৎপাদনের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া যাহাদের পরিমাণ বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে। শিল্প জাত দ্রব্য এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

প্রথম প্রকারের পণ্যের উল্লেখ কালে আমরা মৃত চিত্রকরের চিত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছি। অনেকে পরলোক গত সুরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ছবির প্রশংসা করিয়া থাকেন, এবং অনেকে উহা ক্রয় করিবার অভিলাষী। কিন্তু তিনি জীবিত কালে যে কয়েকখানি মাত্র ছবি অঙ্কিত করিয়াছিলেন, উহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার আর কোন ও উপায় নাই। বর্ত্তমানে এই ছবিগুলি যাঁহাদের অধিকারে আছে, তাঁহারা ইচ্ছানুসারে ছবিগুলির মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে পারেন; অর্থাৎ এবিষয়ে তাঁহাদেরই একচেটিয়া অধিকার। এইরূপ একচেটিয়ার আরও বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। হ্যারিসন রোড্ ও চৌরঙ্গীর বাড়ীগুলির ভাড়া অত্যন্ত অধিক। এই সকল রাস্তার ধারে যে সামান্ত জমি আছে, উহাদের মূল্য অত্যন্ত অধিক। কারণ, ঐ বাড়ীর সংখ্যা বা জমির সংখ্যা বর্দ্ধিত করিবার আর কোনও উপায় নাই। সুতরাং উহাদের অধিকারিগণ ইচ্ছামত উহার মূল্য বৃদ্ধি করিতে পারেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে আমরা কৃষিজাত বা আকরজাত দ্রব্যের উল্লেখ করিয়াছি। কৃষিজাত দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইলে, মূলধনের পরিমাণ ও শ্রমিকের বেতন অধিক করিতে হয়; এবং এইজন্য উৎপাদিত দ্রব্যেরও মূল্য অধিক হয়। যদি কৃষিজাত দ্রব্যের গ্রাহকতা অধিক হয় তবে অল্পোৎপাদিকাশক্তি বিশিষ্ট ভূমির কর্ষণ ও উহাতে বীজরোপন করিতে হয়; ইহাতে অধিক ব্যয় পড়ে, সেইজন্য উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যও অধিক হয়।

কৃষিজাত পণ্য।

অর্থবিৎ পণ্ডিতগণ শিল্পজাত দ্রব্যাদি তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভূত করিয়াছেন। অবশ্য ইহাতেও যে মূল্যাধিক্য নাহয় তাহা নহে; তবে কৃষিজাত দ্রব্যের তুলনায় ইহার মূল্য তত বেশী হয় না। একখানি বস্ত্রের বয়নে যে কার্পাস আবশ্যক হয়, বস্ত্রের মূল্যের তুলনায় তাহা অত্যন্ত অল্প। এই সকল দ্রব্যের গ্রাহকতা অধিক হইলেও, মূল উপাদানের ( Raw Material ) মূল্য সামান্য বলিয়া ঐ অনুপাতে মূল্যাধিক্য হয় না।

শিল্পজাত পণ্য।

কি প্রকারে প্রথম প্রকারের দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারিত হয়, এক্ষণে তাহা বিবৃত হইতেছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, গ্রাহকতা ও সরবরাহতার জন্য দ্রব্যের মূল্যের তারতম্য হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে সরবরাহতা সীমাবদ্ধ। যদি রবি বর্ম্মা বা সুরেন্দ্র নাথের ছবির সংখ্যা ইচ্ছা মত বর্দ্ধিত করা যাইতে পারিত, তবে অনেকেই সে ছবি কিনিতেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তাহা সম্ভবপর নহে। যে সামান্য কয়েক খানি ছবি আছে, উহা সকলেই কিনিতে পারেন না। কেবল যাঁহাদের সামর্থ্য আছে, তাঁহারাই উহার গ্রাহক হইতে পারেন। এই জন্য অর্থবিৎগণ এরূপ স্থলে গ্রাহকতা না বলিয়া 'ফলোৎপাদিকা গ্রাহকতা' শব্দের প্রয়োগ করেন। ইহা দ্বারা তাঁহারা বুঝাইতে চান যে, যাঁহারা সামর্থশালী ও

এই দ্রব্য কিনিতে ইচ্ছুক তাঁহারাই ফলোৎপাদক গ্রাহক এবং এই যে ফলোৎপাদিকা গ্রাহকতা, ইহারই জন্য পণের তারতম্য হয়। ক, খ, গ তিন ব্যক্তি সুরেন্দ্র নাথের একখানি ছবি ক্রয় করিবার জন্য গ্রাহক, এবং প্রত্যেকেই ৫০০ শত করিয়া টাকা দিতে প্রস্তুত। এই স্থলে এই পণে সরবরাহতা অপেক্ষা গ্রাহকতা বেশী। মনে করুন ক ও খ ৭৫০ টাকা দিতে ইচ্ছুক; কিন্তু গ ৫০০ র বেশী দিতে ইচ্ছুক নহেন কিন্তু তথাপি ফলোৎপাদিকা গ্রাহকতা সরবরাহতা অপেক্ষা বেশী। কারণ একখানি মাত্র ছবি এবং গ্রাহক দুইজন। তৎপরে, ক ১০০০৲ ও খ ৯০০৲ দিতে প্রস্তুত হইলেন। এক্ষেত্রে এই ১০০০৲ ও ৯০০৲ টাকার মধ্যে যে কোনও পণে গ্রাহকতা ও সরবরাহতার সমতুল্য হইবে। খ ৯০০৲ টাকার বেশী দিতে চাহেন না, এবং ক ১০০০ টাকার বেশী দিতে চাহেন না। যদি ক জানিতে পারেন যে, খ ৯০০ শত টাকার অধিক দিতে প্রস্তুত নহেন, তাহা হইলে তিনিই কেবল ঐ চিত্রের ফলোৎপাদক গ্রাহক, তিনি ৯০০ শত টাকার কিছু বেশী দিয়া ঐ চিত্র ক্রয় করিতে সক্ষম হইবেন। এই জন্য আমরা বলিয়াছি যে, যদিও প্রথমোক্ত শ্রেণীর পণ্য ঠিক সাধারণ হিসাবে গ্রাহকতা ও সরবরাহের উপর নির্ভর করে না, তত্রাপি গ্রাহকতা ও সরবরাহতা সমতুল্য হওয়া আবশ্যক।

দ্রব্যের মূল্য—বৃদ্ধির; কারণ মূল্যের উপাদান।

দুইটী কারণে মূল্যের তারতম্য হয়। অর্থাৎ, মূল্য দুইটী উপাদানে নির্ম্মিত। প্রথমতঃ—দ্রব্যের উপকারিতা এবং দ্বিতীয়তঃ, দ্রব্য-আহরণের ক্লেশ। সংক্ষেপে উহাকে আমারা 'উ' ও 'আ' বলিব। 'উ' অর্থে দ্রব্যের 'উপকারিতা' এবং 'আ' অর্থাৎ আহরণে যে পরিমাণে কষ্ট বা ক্লেশ পাইতে হয়। এই উভয় উপাদান বর্ত্তমান না থাকিলে কোনও দ্রব্যেরই বিনিময় মূল্য হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পদ্ম রাগ মণির বা হীরকের কথা

ধরুন। রাজা মহারাজারা অঙ্গে বা পরিচ্ছদে এই সকল দ্রব্য ব্যবহার করেন। তাঁহাদের পক্ষে এই সকল দ্রব্যের ব্যবহারে উপকারিতা বা 'উ' আছে। আবার এই সকল দ্রব্যের আহরণে ক্লেশ ও বিস্তর। এই জন্য এই দ্রব্যে 'উ' ও 'আ' বর্ত্তমান বলিয়া হীরকের বা পদ্ম রাগের মূল্য আছে। এক্ষণে মনে করুন যে কোনও কারণে রুচির পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তাঁহাদের নিকট হীরক ধারণ বা পদ্মরাগ ব্যবহারের কোনও উপকারিতা রহিল না। সুতরাং 'উ' লুপ্ত হইল। 'আ' অবশ্যই থাকিল। কারণ তাঁহারা উহা ব্যবহার না করিলেও উহার আহরণে ক্লেশের লাঘব হইবে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উভয় উপাদান বর্ত্তমান না থাকিলে কোনও দ্রব্যেরই মূল্য থাকে না।

কৃষিজাত পণ্য।

এক্ষণে আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর পণ্যের বিষয় বিবেচনা করিব। কৃষিজাত দ্রব্য ইচ্ছা মত বেশী করা যায় বটে, কিন্তু এরূপ বৃদ্ধিতে উহাদের মূল্য বৃদ্ধি হয়। অতিরিক্ত পরিশ্রম ও মূল ধনের প্রয়োগ করিলেই দ্বিতীয় শ্রেণীর পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়। মনে করুন, একটী জনশূন্য দ্বীপে ৫০টী লোক যাইয়া উপনিবেশ স্থাপিত করিল; কয়েক বৎসর পরে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৫০ হইল। অধিক পরিমাণ খাদ্যের আবশ্যক হওয়ায় অধিবাসিগণ অপেক্ষাকৃত অল্প উর্ব্বর ভূমির চাষ করিতে বাধ্য হইল। অবশ্যই ইহাতে চাষের খরচের হার বর্দ্ধিত হইল। অপেক্ষাকৃত অল্প উর্ব্বর ভূমিতে অধিক সার খরচ করিয়া বা দূরের জমী হইতে ফসল গাড়ী করিয়া আনাতে, এবং এই প্রকার অন্যান্য বাবুদে অধিক খরচ হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে দ্বীপের সকল শস্যের দরই বর্দ্ধিত হইল। অবশ্য যাহারা উপনিবেশের নিকটেই অধিক উর্ব্বরভূমি চাষ করিত তাহাদিগের অপরের অপেক্ষা অল্প খরচে ফসল হইতে লাগিল; কিন্তু সকলের সঙ্গে তাহারাও

বর্দ্ধিত হারে শস্ত বিক্রয় করিতে লাগিল। সুতরাং দেখা গেল যে এই শ্রেণীর পণ্যের পরিমাণ আবশ্যক মত বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে, কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি হইবে। খনিজাত দ্রব্যও এই নিয়মের অন্তর্ভূত।

শিল্পজাত পণ্য।

অর্থবিৎগণ শিল্পজাত দ্রব্যকে তৃতীয় শ্রেণী ভুক্ত করিয়াছেন। অবশ্য, অধিকাংশ শিল্প দ্রব্যের উপাদানই কৃষিজাত। সুতরাং কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, উভয়েরই মূল্য একই নিয়মে নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক। বস্ত্র প্রস্তুত করিতে হইলে কার্পাস আবশ্যক। এই কার্পাস কৃষিজাত পণ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে মনে রাখিতে হইবে যে, কৃষি বা আকর-জাত দ্রব্যাদিতে মূল উপাদানের ( Raw material ) অংশই অধিক ; কিন্তু শিল্পজাত দ্রব্যাদিতে মূল উপাদানের অংশের পরিমাণ কম। কার্পাস হইতে কাপড় প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে কার্পাস টুকুকে এতগুলি প্রক্রিয়াদ্বারা সংস্কৃত করিতে হয়, এত শ্রমিক কে ঐ কার্পসে টুকু লইয়া কাজ করিতে হয় যে, কার্পাসটুকুর মূল্য ঐ বস্ত্র খণ্ডে অতি ক্ষুদ্র অংশই অধিকার করে। যদি এই জাতীয় পণ্যের অত্যন্ত প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ গ্রাহকতা সরবরাহতা অপেক্ষা বেশী হয়, তাহা হইলেও মূল্য অধিক বৃদ্ধি হইবে না। পুরাতন যন্ত্র পাতি দ্বারাই কার্য্য চলিবে ; পরিশ্রমের ব্যয় বৃদ্ধি হইবারও বিশেষ কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না, এবং অনেক সময় মূল্যও কম হয়। কারণ, অধিক পরিমাণে দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইলে অনেকগুলি প্রক্রিয়া সংক্ষিপ্ত করা যাইতে পারে, অধিকতর পরিপাটী রূপে শ্রম বিভাগ হইতে পারে, দুইটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্র চালাইবার জন্য যে ব্যয় হয়, বৃহৎ একটী যন্ত্রে তদপেক্ষা অল্প ব্যয় হয়, এবং পরিদর্শকের বেতনের ব্যয় কমিয়া যায়। সুতরাং কোনও কোনও ক্ষেত্রে মূল্য বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, মূল্য হ্রাস হইতে পারে।

সুতরাং উপর্যুক্ত তিন প্রকার পণ্যের মূল্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করা যাইতে পারে :—

প্রথম শ্রেণীর পণ্যের সরবরাহতা সীমাবদ্ধ এবং সেই জন্য ঐ সকল পণ্যের সত্বাধিকারিগণ একচেটিয়া মূল্য দাবী করিতে পারেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর পণ্যের সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, মূল্যবৃদ্ধি না করিলে উহার সরবরাহতা বৃদ্ধি পাইবে না। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমানে অবাধ বাণিজ্য, দ্রব্যাদি দেশদেশান্তরে প্রেরণের সুব্যবস্থা প্রভৃতি কারণে গ্রাহকতা বৃদ্ধি হইলে, অপর স্থান হইতে পণ্য আনয়ন করিয়া মূল্য অনেকাংশ সমতুল্য করা যাইতে পারে।

তৃতীয় শ্রেণী সম্বন্ধে ইহাই বক্তব্য যে, অধিক মূল্যবৃদ্ধি না করিয়া ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

---

## অন্তর্বাণিজ্য।

**অন্তর্বিনিময় ও বহির্বিনিময়।**

মনুষ্যের অভাব পূরণেই জন্যই বিনিময়ের আবশ্যকতা। এক জনের এক দ্রব্যের অভাব থাকিলে ও অপরের ঐ দ্রব্য অধিক পরিমাণে থাকিলে যাহার অভাব থাকে সে প্রচলিত মুদ্রার বিনিময়ে ঐ দ্রব্য কিনিয়া তাহার অভাব দূর করে। মনুষ্যের সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই অভাব বৃদ্ধি পায়। এই অভাব প্রথমতঃ স্বগ্রামজাত দ্রব্যাদি দ্বারাই পূর্ণ হয়; অবশেষে স্বদেশজাত দ্রব্যদ্বারাও অভাব পূরণ হয় না; অর্থাৎ বৈদেশিক দ্রব্য দ্বারা অভাব পূরণ করিতে হয়। যতদিন দেশজাত দ্রব্য

বিনিময় দ্বারা বা একই দেশের দুই ব্যক্তি মধ্যে মুদ্রা প্রেরণে বা হুণ্ডিদ্বারা অভাবের পূরণ করা হয়, ততদিন উহাকে অন্তর্বিনিময় ( Internal Exchange ) বলে। কিন্তু যদি এই দুই ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাস করেন এবং মুদ্রা প্রেরণের নানা অসুবিধা থাকিলে ধাতু মুদ্রা প্রেরণ না করিয়া নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া ঋণ পরিশোধকে বহির্বিনিময় ( Foreign Exchange বলে। )

বহির্বিনিময় বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য।

বহির্বিনিময় কি প্রকারে সাধিত হয় তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইতেছে। মনে করুন আমাদের দেশীয় রাম নামে এক ব্যক্তি, বিলাতে ইউল সাহেবের নিকট দশ হাজার টাকা মূল্যের দুই হাজার মন চাউল বিক্রয় করিলেন। আবার লেডল নামক বিলাতের এক সাহেবের নিকট হইতে আমাদের অন্য একটী বণিক্ শ্যাম দশ হাজার টাকা মূল্যের লবণ ক্রয় করিলেন। এক্ষণে ইউল সাহেব রামকে বিলাত হইতে দশ হাজার টাকা পাঠাইবেন এবং শ্যামও এদেশ হইতে লেডলকে লবণের জন্য দশ হাজার টাকা পাঠাইবেন। কিন্তু এই প্রকারে উভয়কে যদি দশ হাজার করিয়া টাকা পাঠাইতে হয় তবে উভয়ের টাকা পাঠাইতে অনেক খরচ হয়। ইহার পর টাকা 'মারা' যাওয়ার ভয়ও যথেষ্ট। এই সকল অসুবিধা দূরীকরণ মানসে অন্য এক প্রক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাহা নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে।

দৃষ্টান্ত।

বিলাতের ইউল সাহেব এদেশের রামের নিকট দশ হাজার টাকা ধারেন এবং এদেশের শ্যাম বিলাতের লেডল'র নিকট দশ হাজার টাকা ধারেন। এক্ষণে অনায়াসেই রাম শ্যামের নিকট হইতে ১০ হাজার টাকা লইলে ও লেডল

ইউলের নিকট হইতে ১০ হাজার টাকা লইলে সকলেরই দেনা পাওনা শোধ হয় ও মুদ্রা প্রেরণের অসুবিধা ও ব্যয় ভার বহন করিতে হয় না। বহির্বিনিময় বা অন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এই ভাবেই কাজ হয় এবং এই ব্যাপারের জন্য যে বরাতি চিঠি দেওয়া হয় উহাকে হুণ্ডি বা Bills of Exchange বলে। কি প্রকারে এই হুণ্ডি ব্যবহৃত হয় তাহা বলা যাইতেছে। যখন রাম ১০ হাজার টাকা মূল্যের চাউল ইউল সাহেবকে বিক্রয় করিলেন, তখন ইউল বা তাঁহার এখানকার কর্ম্মচারী রামের নিকট ইউলের বাবুদ ১০ হাজার টাকা ধার পাইলেন এই মূল্যের এক অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া দিলেন এবং ঠিক এতদিন পরে ইউল ইহা পরিশোধ করিবেন ইহাও এই পত্রে লিখিত হইল। ঠিক এই ভাবে শ্যাম যখন লবণ কিনিলেন, তখন তিনিও লেডলকে উপর্য্যুক্ত ভাবে এবং ঐ মর্ম্মে আর এক অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া দিলেন। তাহা হইলে রামের দখলে যেমন এক অঙ্গীকার পত্র থাকিল, লেডলের দখলেও সেইরূপ অন্য এক অঙ্গীকার পত্র থাকিল। কিন্তু উভয় অঙ্গীকার পত্রে এই প্রভেদ থাকিল যে প্রথমোক্ত অঙ্গীকার পত্রের টাকা আদায়ের স্থান হইল বিলাত, আর দ্বিতীয় অঙ্গীকার পত্রের টাকা আদায়ের স্থান হইল ভারতবর্ষ। এক্ষণে রাম ও লেডল এই দুই অঙ্গীকার পত্রের বিনিময় করিলে, উভয়েরই স্ব স্ব কার্য্য বিনায়াসে সাধিত হইল; মুদ্রা প্রেরণের যে ব্যয় ও অসুবিধা তাহাও দূরীভূত হইল।

এখন একটী বিষয় বিবেচনা আবশ্যক। আমরা উপরে যাহা বিবৃত করিয়াছি তাহাতে ধরিয়া লইয়াছি যে ভারতীয় ও ইংলণ্ডীয় বণিকের দেনা পাওনা সমান এবং সেইজন্য দুইখানি অঙ্গীকার পত্র বিনিময় করিলেই উভয়ের দেনা পাওনা শোধ হইল। কিন্তু যদি উভয় দেশের বণিক্‌গণের দেনা পাওনা সমান না হয় তবে এইরূপ বিনিময়ে কিছু কিছু

অসুবিধা ও ব্যতিক্রম হইবে। যখন দেনা পাওনা সমান হয় তখন রাম লেডলের নিকট হইতে অঙ্গীকার পত্র পাইয়া যে ব্যাঙ্কের সহিত উাঁহার কারবার আছে ঐ ব্যাঙ্কে তাঁহার নিকটস্থ অঙ্গীকার পত্র প্রেরণ করিলে, ব্যাঙ্ক নিজেদের কমিশন বাবুদ সামান্য কিছু কাটিয়া রাখিয়া বাকি টাকা রামের নামে জমা রাখিবেন অথবা রামকে প্রত্যর্পণ করিবেন। লেডলও এই প্রকারে নিজের ব্যাঙ্কের দ্বারা নিজের অঙ্গীকার পত্রখানি ভাঙ্গাইয়া লইবেন; অবশ্য এক একটী ব্যাঙ্কের * অনেকগুলি মক্কেল আছে। সকল মক্কেলের এই প্রকার অঙ্গীকার পত্রগুলি সময়ে সময়ে সংগৃহীত হইলে ইংলণ্ডায় ব্যাঙ্ক ভারতীয় ব্যাঙ্কের সহিত এই হুণ্ডিগুলি বিনিময় করিয়া নিজ নিজ দেনা পাওনা শোধ করিয়া লইবে। যদি উভয় দেশের আমদানি রপ্তানি এক হয়, তবে আদৌ মুদ্রা প্রেরণ না করিয়া বা অঙ্গীকার পত্র দ্বারা বিনিময়ের সকল কার্য্য সম্পাদিত হইবে।

কিন্তু প্রায়ই এই আমদানি ও রপ্তানি সমান হয় না। মনে করুন, প্রতি বৎসর ইংলণ্ড হইতে ফরাসী দেশে ১০ হাজার টাকা মূল্যের মাল রপ্তানি হয় এবং ফরাসী দেশ হইতে ইংলণ্ডে ১২ হাজার টাকার মাল রপ্তানি হয়। এ ক্ষেত্রে ফরাসী দেশীয় বণিক্‌গণ ২ হাজার টাকা মূল্যের বেশী হুণ্ডি পাইলেন। যখন সমান পরিমাণে ক্রয় বিক্রয় হয়, তখন উভয় দেশের বণিকই মুদ্রা প্রেরণের অসুবিধা দূরীকরণ মানসে হুণ্ডি দ্বারা একে অপরের দেনা সহজেই পরিশোধ করেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যখন ইংলণ্ডের রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি অধিক তখন ইংলণ্ডের কোনও কোনও বণিকের এই দুই হাজার টাকা মূল্যের দ্রব্যের জন্যও

* আমরা সুবিধার জন্য মাত্র একটী ব্যাঙ্ক ধরিয়া লইতেছি। অবশ্য প্রত্যেক দেশেই অনেকগুলি করিয়া ব্যাঙ্ক আছে এবং অনেক ব্যাঙ্কই এইরূপ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যোগদান করে।

মুদ্রা প্রেরণ বা অন্ত উপায়ে দেনা শোধ করিতে হইবে। মনে করুন এই মুদ্রা প্রেরণে শতকরা ২৲ টাকা ব্যয় হয় কিন্তু হুণ্ডি প্রেরণে ।৹ আনা মাত্র ব্যয় হয়। এরূপ ক্ষেত্রে ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্সে মুদ্রা প্রেরণ কারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হইবে এবং ফ্রান্সের উপর বিলাতী হুণ্ডির মূল্য বৃদ্ধি হইবে। অর্থাৎ একশত টাকা মূল্যের হুণ্ডি ১০২৲ টাকার কমে ও ১০০৷৹ আনার উপরে বিক্রয় হইবে। এই বিনিময়ের হার ইংলণ্ডের প্রতিকূল হইল এবং ফ্রান্সের অনুকূল হইল।

**সমকূল, প্রতিকূল ও অনুকূল বাণিজ্য।**

যখন একদেশীয় আমদানি অপর দেশীয় রপ্তানির সমান হয়, তখন অর্থনীতির ভাষায় উহাকে সমতুল বাণিজ্য বলে। আমদানি ও রপ্তানি বেশী কম হইলে প্রতিকূল ও অনুকূল বাণিজ্য বলে।

**আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আবশ্যকতা।**

এইক্ষণ জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে এই বিনিময় বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিশেষ আবশ্যকতা কি? প্রথমেই বলা যাইতে পারে যে অভাব-পূরণের জন্তই এইরূপ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আবশ্যকতা। আমাদের দেশে অনেক জিনিষ জন্মায় না, বা জন্মাইতে হইলে অধিক মূলধন বা অতিরিক্ত পরিশ্রম আবশ্যক হয়। এই অধিক মূলধন বা অধিক পরিশ্রম কষ্টসাধ্য দ্রব্যোৎপাদনে ব্যয় না করিয়া, যে সকল দ্রব্য আমাদের দেশে সহজেই উৎপাদিত হইতে পারে তাহাতেই প্রয়োগ করা উচিত এবং আমাদের যে সকল দ্রব্যের অভাব আছে তাহা সুবিধাদরে অপর দেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া আনাই সমীচীন। ইংলণ্ড ও ফরাসীদেশের কথা ধরুন। ইংলণ্ডে প্রচুর পরিমাণে লৌহ পাওয়া যায় কিন্তু তথায় শস্তাদি উৎপাদনের ভূমি কম। আবার ফ্রান্সে অধিক লৌহ পাওয়া যায় না কিন্তু তথায় শস্তাদি উৎপাদনের স্থান যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রে ইংলণ্ড যদি

ফ্রান্সকে তাঁহার লৌহ দেন এবং ফ্রান্স তাঁহার গম ইংলণ্ডকে দেন তবে উভয়েরই সুবিধা হয়—উভয়েরই অভাব দূরীভূত হয়। এই প্রকারে সকল অসুবিধা দূরীকরণ মানসে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইয়াছে।

'বাণিজ্যিক ভ্রম'।

এই স্থানে আমরা প্রসঙ্গতঃ "বাণিজ্যিক ভ্রম" (Mercantile fallacy) সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এই মতের প্রবর্ত্তকগণ সুবর্ণ, রৌপ্য, বা মূল্যবান প্রস্তরাদি দেশের বাহিরে যাইতে দেওয়া কোনও মতেই সমীচিন মনে করিতেন না। বস্তুতঃ, সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে বৈদেশিক বাণিজ্য দ্বারা দেশে যত অধিক পরিমাণে মূল্যবান ধাতু আইসে ততই সেই দেশের মঙ্গল। এই জন্য অধিক রপ্তানির চেষ্টা হইল। যদি রপ্তানি বেশী হইত ও আমদানি কম হইত তবে অনুকূল বাণিজ্য (Balance of trade favourable) ও যদি রপ্তানি কম হইত ও আমদানি বেশী হইত তবে প্রতিকূল (Balance of trade unfavourable) বলা হইত। যাহাতে রপ্তানি বৃদ্ধি হয়, নানাপ্রকারে উহারই চেষ্টা করা হইত। বৈদেশিক দ্রব্যের উপর শুল্কাদি স্থাপন করিয়া আমদানি প্রতিরোধের চেষ্টা করা হইত এবং পারিতোষিক দ্বারা রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্টা হইত। আদম স্মিথ তাঁহার যুগান্তরকারী পুস্তক প্রণয়ন দ্বারা এই মতের ভ্রম প্রদর্শন করেন। এক্ষণে অনেক দেশই অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী।

ভারতীয় বাণিজ্য।

ভারতবর্ষের বাণিজ্য দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। নিম্নে যে তালিকা সংযুক্ত করা হইল তদ্দৃষ্টে ভারতীয় আমদানি অপেক্ষা যে রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়াছে উহা সহজেই প্রতীয়মান হইবে। সিপাহি বিদ্রোহের পর হইতে রপ্তানি আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে ঐ সময় হইতে রেল বিস্তার ও অধিক পরিমাণে খাল খনন হইতেছে। সুয়েজ প্রণালী উন্মোচনে বাণিজ্য

বিস্তারের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। এই খাল হইতেই ইউরোপীয় দ্রব্যাদি ভারতবাসীদের পক্ষে সহজসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে এবং ভারতবর্ষীয় দ্রব্যাদিও ইউরোপীয়দের পক্ষে সুলভ হইয়াছে। নিম্নের তালিকাদৃষ্টে এ বিষয় প্রতীয়মান হইবে।

| বাৎসরিক মোট | রপ্তানি (কোটী) | আমদানি কোটী | আমদানি অপেক্ষা রপ্তানির আধিক্য |
|---|---|---|---|
| ১৮৪৪ সনে যে দশ বৎসর শেষ হইয়াছে | ১৩.৭৩ | ৯.৭২ | ৪ |
| ১৮৫৪ „ „ | ১৮.৭৫ | ১৪.০৫ | ৪.৭ |
| ১৮৬৪ „ „ | ৩৯.৪৩ | ৩৭.৪৩ | ২ |
| ১৮৭৪ „ „ | ৫৬.৬১ | ৪৪.৭৯ | ১১.৮২ |
| ১৮৮৪ „ „ | ৭৪.৪৯ | ৫৭.৫৪ | ১৬.৯৫ |
| ১৮৯৪ „ „ | ১০২.৬৬ | ৮৩.২৬ | ১৯. ৪ |
| ১৯০৪ „ „ | ১৩০.৯৬ | ১০৫. ৭ | ২৫.২৬ |
| কেবল ১৯০৫ | ১৭৭. ৩ | ১৪৩.৭৬ | ৩৩. ৬ |
| কেবল ১৯০৬ | ১৮২.৩৯ | ১৬১.৮২ | ২০.৫৭ |
| কেবল ১৯০৭ | ১৮২.৮২ | ১৭৮.৮২ | ৪ |
| কেবল ১৯০৮ | ১৫৯.৪৩ | ১৫১.৫২ | ৭.১ |

১৯০৮ সনে ভারতবর্ষ হইতে ১৫৩.১০ কোটী টাকার পণ্য ও ৬.৩২ কোটী টাকার মূল্যের স্বর্ণ ও রৌপ্য রপ্তানি হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১৯.৭৬ কোটী টাকার তুলা, ১৯.৮৩ কোটী টাকার পাট, ১১.৭১ টাকার বীজ, ১২.৪৬ কোটী টাকার চর্ম্ম ২.৩৬ কোটী টাকার উল এবং প্রায় অর্দ্ধকোটী টাকার পশম, ১৫.৭১ কোটী টাকার চাউল, ১.৩৪ কোটী

টাকার গম, ১০.৪৪ কোটী টাকার চা, ১.৩৯ কোটী টাকার কফি, ৯.৩৪ কোটী টাকার অহিফেন রপ্তানি হইয়াছে। আমদানির মধ্যে ১২৮.৭৭ কোটী টাকার পণ্য, ২২.৭৪ কোটী টাকার সুবর্ণ ও রৌপ্য আমদানি হইয়াছে। এই আমদানির মধ্যে ৩৮ কোটী টাকার সুতার দ্রব্য, ১৩.৫৭ কোটী টাকার ধাতব দ্রব্য, রেলওয়ের জন্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য ১১.৯৩ কোটী, পশমি কাপড় ২.৯৯ কোটী, রেশম ৩.৩ পশম ২.৫ কোটী, ১০.৯ কোটী টাকার চিনি, ১.৯৮ কোটী টাকার মদ্য, ৩.৯০ কোটী টাকার খনিজ দ্রব্য, ১.১৯ কোটী টাকার কাচের বাসন, ১.৫৬ কোটী টাকার ঔষধাদি, ১.০৩ কোটী টাকার কাগজাদি উল্লেখযোগ্য।

বিংশ শতাব্দির প্রথম আট বৎসর আমাদের আমদানি অপেক্ষা রপ্তানির পরিমাণ গড়ে বাৎসরিক ৪৬ কোটী টাকা অধিক ছিল কিন্তু ঐ সময়ে গড়ে ২২.৪৫ কোটী টাকা মূল্যের ধন আমরা গ্রহণ করিতাম। সুতরাং আমাদের বৎসরে ২৩½ কোটী টাকা মূল্যের অধিক রপ্তানি ছিল। এখন বৎসর বৎসর আমাদের দেশ হইতে অনেক টাকা বিদেশে যাইতেছে। সুতরাং আমাদের পক্ষে এই বাণিজ্য 'প্রতিকূল' বাণিজ্য বলিতে হইবে। ইহার দুইটী কারণ; প্রথমতঃ ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের অধীন এবং দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের অধমর্ণ। ভারতীয় রেলপথ প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য যে মূলধন ব্যয়িত হইতেছে ও হইয়াছে উহার অধিকাংশই বিলাত হইতে সরবরাহ হইতেছে এবং হইয়াছে। অনেক উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারী, এবং প্রায় ৮০ লক্ষ ইংরাজ সৈনিকের বেতন ভারতবর্ষকে দিতে হয়। এই সকল কর্ম্মচারী প্রভৃতির পেন্সন ও উপার্জ্জন বিলাতে প্রেরিত হয়। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষের জন্য সরকারকে বিলাতে অনেক পরিমাণে অর্থ কর্জ্জ করিতে হয়; এই কর্জ্জকে 'বিলাতি ব্যয়' ( Home Charge ) বলা হয়।

১৯০৮ সনে যে ৫ বৎসর শেষ হইয়াছে, ঐ ৫ বৎসরের প্রত্যেক বৎসরে গড়ে বিলাতি ব্যয়ের পরিমাণ ২৭½ কোটী টাকা করিয়া পড়িয়াছিল। ১৯০৮ সনের ব্যয়ের তালিকা দিতেছি।

১। রেলওয়ে বাবুদ—১২½ কোটী টাকা।

২। পেন্সন, ফার্লো, এলাউএন্স প্রভৃতি—৮ কোটী টাকা।

৩। ভারতীয় দেনার সুদ—২.৮৮ কোটী টাকা।

৪। সৈন্যরক্ষার জন্য ব্যয়—২.১৩ কোটী টাকা।

৫। ভারতবর্ষের জন্য দ্রব্যাদি খরিদ—১.৯৭ কোটী টাকা।

৬। রাজনৈতিক ব্যয় সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেটের আফিসের কর্ম্মচারী-দের বেতন প্রভৃতি—৩৬¼ লক্ষ।

৭। ভারতবর্ষের সহিত পোষ্ট ও টেলিগ্রাফের দরুণ ব্যয়—১২½ লক্ষ।

৮। অন্যান্য বিভাগের ব্যয়— ৭¼ লক্ষ।

একুনে—২৭.৮৫ কোটী টাকা।

উপরের তালিকা দৃষ্টে দেখা যাইতেছে যে মোট যে টাকা ব্যয় হইতেছে ইহার ১৭.৩৮ কোটী টাকার উপস্বত্ব আমরা ভারতবাসীরাই ভোগ করিতেছি। এই টাকা যদি ভারতবর্ষ হইতে উঠাইবার সম্ভাবনা হইত তাহা হইলে আর এই ১৭.৩৮ কোটী টাকা আমাদের বিলাতে দিতে হইত না। সৈন্য রক্ষার জন্য যে ব্যয় হইতেছে, তাহাতে দেশে শান্তিরক্ষা হইতেছে এবং উহাতে আমাদেরই উপকার হইতেছে।

যাহা হউক, যে কারণেই হউক, বর্ত্তমানে আমাদের ২৭ কোটী টাকা করিয়া বিলাতে দিতে হইতেছে। ইহার ফলে দেনা শোধ করিবার জন্য প্রতি বৎসর ভারতবর্ষ হইতে অনেক পরিমাণে কাঁচামাল বিলাতে প্রেরণ করিতে হইতেছে। ভারতবর্ষ হইতে অধিক পরিমাণে মাল,

রপ্তানী হয় কিন্তু আমদানি হয় কম, সুতরাং আমাদের অধিক জাহাজ-ভাড়া লাগে। অধিক পরিমাণে কাঁচা মাল ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানী হওয়াতে দেশের ক্ষতি হইতেছে দেখা যায়। কিন্তু এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে মোটের উপর ধরিতে গেলে ইংলণ্ডীয় মূলধন ও ইংলণ্ডীয় কর্ম্মচারিগণ দ্বারা আমাদের প্রভূত উপকার সাধিত হইতেছে এবং উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। * সকল দিক ধরিলে ভারতবর্ষের পক্ষে যে এ ব্যবস্থা বিশেষ সুবিধাজনক তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

---

* "Relatively to the past India is no poorer because the European Capital and the Labour of European officers which are paid for by this excess of exports, have increased our production by many times the amount of the drain" অর্থাৎ সকল দিক বিবেচনা করিতে গেলে ইংলণ্ডীয় মূলধন ও পরিশ্রমে ভারতবর্ষের যথেষ্ট উন্নতিই হইয়াছে এবং হইতেছে।

# (তৃতীয় পরিশিষ্ট ।)

## অবাধ বাণিজ্য !

অবাধ বাণিজ্য প্রচলিত হওয়া বাঞ্ছনীয় কিনা এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। অর্থাৎ প্রত্যেক দেশের দ্রব্য প্রত্যেক দেশে বিনা শুল্কে আমদানী রপ্তানি হইলে দেশের ক্ষতিবৃদ্ধি হয় কিনা, এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেন।

আদম স্মিথ ও অনেকের মত এই যে প্রত্যেক দেশই অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী হওয়া একান্ত আবশ্যক। ইহাতে যে দেশের যে অভাব সেই অভাব বিনায়াসে পূর্ণ হইতে পারে। মনে করুন 'ক' নামক দেশে যথেষ্ট পরিমাণে চাউল উৎপাদিত হয়। 'ক'র ভূমি যথেষ্ট উর্ব্বরা ও অধিবাসীরা শ্রমশীল সেই জন্য 'ক'র উৎপাদিত চাউলের মূল্য কম। 'খ' নামক দেশের ভূমি অনুর্ব্বরা এবং অন্যান্য নানা কারণে অধিক পরিমাণ চাউল উৎপাদিত হয় না এবং যে চাউল হয় উহার মূল্যও বেশী। 'খ'এ অধিবাসীদিগের আবশ্যকীয় সকল চাউল উৎপাদিত করিতে হইলে অধিক ব্যয় পড়ে। আবার 'খ'এ বস্ত্রাদি সুলভে প্রস্তুত হয় কিন্তু 'ক'যে হয় না। এক্ষেত্রে 'ক' যদি 'খ'র নিকট হইতে বস্ত্র ও 'খ' 'ক'র নিকট হইতে চাউল লয়, তাহা হইলে উভয় দেশেরই সুবিধা হয়।

কাহারও মতে শুল্কাদি বা পারিতোষিকদ্বারা যাহাতে বৈদেশিক দ্রব্যাদি আমদানী না হয় এবং নিজ নিজ দেশেই আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি উৎপাদিত হয় তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে শুল্কাদি দ্বারা বৈদেশিক মাল আমদানীর প্রতিবন্ধক দেওয়া ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে

পারিতোষিক ( Bounties ) দ্বারা যাহাতে অপর দেশে সুলভ কিন্তু নিজ দেশে অধিক ব্যয়-সাধ্য দ্রব্যও প্রস্তুত হইতে পারে তাহাই সমীচীন। প্রসিদ্ধ অর্থবীৎ মিল স্থানবিশেষে রক্ষণীয় বাণিজ্য ( Protection ) অনুমোদন করিয়াছেন। মিলের মতে উদীয়মান জাতির দেশে যে দ্রব্য সে দেশে সহজেই উৎপাদিত হইতে পারে, অথচ দেশবাসীর সে দিকে যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যায় না, সেরূপ ক্ষেত্রে যাহাতে বিদেশ হইতে ঐ দ্রব্যের আমদানী না হয়, এবং দেশবাসী যাহাতে ঐ দ্রব্য উৎপাদনে যত্নশীল হয় তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য এবং সেই হেতু বৈদেশিক মালের উপর কিছু দিনের জন্য শুল্ক স্থাপনা করা যাইতে পারে। অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে ঠিক জানা যাইবে যে কিছু দিন এই প্রকারে সাহায্য করিলে কোন একটী দ্রব্য এই "নূতন দেশে" সুবিধামত উৎপাদিত হইতে পারে, কেবল সেই ক্ষেত্রেই এই নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। *

জর্ম্মন দেশীয় পণ্ডিত লিষ্ট এই রক্ষণীয় নীতির অত্যন্ত পক্ষপাতী। সাধারণতঃ বৈদেশিক দ্রব্যের আমদানী প্রতিরোধ করিবার জন্য এবং স্বদেশীয় দ্রব্যের উৎপাদনের জন্য পুরস্কারাদি প্রদান করিলে, স্বদেশজাত দ্রব্যের মূল্যাধিক্য হয়। কারণ, অনেকস্থলেই লোকে যে দ্রব্য এ দেশে সহজে উৎপাদিত হয় না, তাহা উৎপাদনের চেষ্টা করেন। মূলধন পরিশ্রম অনুপযোগী ক্ষেত্রে ব্যয়িত হয়। সুতরাং এই রক্ষণীয় নীতি অবলম্বন করিলেই দেশের আশু ক্ষতি হয়। লিষ্ট বলেন যে

---

* "The only case in which protective duties can be defensible, is when they are imposed temporarily, specially in a young and rising nation in the hope of naturalizing a foreign industry, in itself perfectly suitable to the circumstances of the country." Mill. Book V. Chap. X.

ভবিষ্যতে দেশের যে লাভ হয়, তাহাতে এই আশু ক্ষতি পোষাইয়া যায়। তাঁহার মতে ইহা দ্বারা দেশীয় শিল্পের উন্নতি হয়। এই জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা বিসর্জ্জন দিয়া জাতির স্বার্থের বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। প্রতি সমাজের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধির প্রতি সকলের দৃষ্টি পতিত হওয়া উচিত; ব্যক্তিগত সঞ্চয়ে দেশের কোনই উপকার হয় না। *

লিষ্টের মতে যে জাতি শিল্পোন্নতি করিতে প্রয়াসী তাহার তিন প্রকার অবস্থা দেখা যায়। প্রথম অবস্থায় যখন কোন জাতি কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, তখন অবাধ বাণিজ্য দ্বারা অন্যান্য দেশের সহিত সংসর্গে আসিয়া নিজেদের অবস্থার উন্নতি, এবং সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার উৎকর্ষ সাধন করিবে। কিন্তু কৃষির যতই উন্নতি হয়, অবাধ বাণিজ্য ততই অসুবিধা জনক হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় অবস্থায় যখন সেই জাতি শিক্ষা লাভ করিতে থাকিবে, তখন শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতির জন্য রক্ষণীয় নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথম প্রথম আমদানীর উপরের শুল্কের হার কম করিয়া, পরে উহার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করিতে হইবে। প্রথমতঃ যে সকল দ্রব্য সর্ব্বসাধারণের উপযোগী, তাহাই উৎপাদনের চেষ্টা করিতে হইবে ও ব্যবস্থা দেখিতে হইবে। যে সকল জাতির আবশ্যকীয় মানসিব ও শারিরীক ক্ষমতা আছে এবং যাহারা নিজেদের শিল্পোন্নতি করিতে পারিবে, তাহাদেরই এই রক্ষণীয় নীতি অবলম্বন করা বিধেয়। তৃতীয় অবস্থায় এই রক্ষণীয় নীতি অবলম্বন করিয়া যখন এ জাতি অর্থ ও ক্ষ...

* "Mere accumulation is of minor importance compared with the organisation of the productive forces of Society. From the national standpoint of productive power, the cheapness of the moment might be far more than counterbalanced by the losses of the future measured by the loss of productive power." (List).

চরমোৎকর্ষ লাভ করিবে, তখন এ জাতি পুনরায় ধীরে ধীরে অবাধ বাণিজ্যের নীতি অবলম্বন করিবে। কারণ এরূপ অবস্থায় রক্ষণীয় নীতি অবলম্বন করিলে, দেশীয় শিল্পের অবনতি ঘটিবে।

তাহা হইলে অধ্যাপক লিষ্টও স্বীকার করিতেছেন যে রক্ষণীয় নীতি স্থায়ী ভাবে অবলম্বন করা কিছুতেই বিধেয় নহে। কার্য্যে সিদ্ধি-লাভ ঘটিলে অর্থাৎ রক্ষণীয় নীতি অবলম্বনকারী জাতি উন্নতির শীর্ষদেশে উঠিলেই এই নীতি বর্জ্জন করিবে। প্রথম ও শেষাবস্থার মধ্যবর্ত্তীকালে স্বদেশী শিল্পিগণ বিদেশজাত দ্রব্যাপেক্ষা সস্তায় বিক্রয় করিতে পারিবে এবং তাহা হইলেই এ জাতির উপকার হইল,—লিষ্টের এই মত; কিন্তু এই অবস্থায় আসিলে রক্ষণীয় নীতি একান্ত বর্জ্জনীয়, কারণ এ সময় অন্যান্য জাতির সহিত প্রতিদ্বন্দিতা একান্ত আবশ্যক, নতুবা মূলধন ও শ্রম অর্থকরী হইবে না।

স্বদেশী শিল্পের উন্নতি কামনায় ভারতে রক্ষণীয় নীতি অবলম্বন করা উচিত কিনা এ সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। আমাদের দেশে যে টাকার দ্রব্য আমদানী হয়, তাহার শতকরা ৬৬.৪ ইংলণ্ড হইতে, ৯.৫ অন্যান্য বৃটিশ শাসিতদেশ হইতে এবং মাত্র ২৪ অন্যান্য বিদেশ হইতে আইসে। [অর্থা]ৎ আমরা দেখিতে পাইতেছি যে আমাদের দেশে যে পরিমাণ দ্রব্য [আম]দানী হয়, উহার $\frac{2}{3}$ অংশ গ্রেট ব্রিটেন হইতে রপ্তানি হইয়া ভারতবর্ষে আমদানি হয়। অবশ্য এই $\frac{2}{3}$ অংশের উপর কোনরূপ শুল্ক স্থাপন সম্ভবপর নহে। *

---

* "Without attempting to determine how far, if at all, such action would in practice be likely to check Great Britain's exports to India, we can say at once that the people of Great Britain, in whose hands the final decision rests, are not likely at present to

অনেকের মতে ভারতবর্ষে রক্ষণীয়নীতি অবলম্বন বাঞ্ছনীয় বা আবশ্যক নহে। তাঁহারা বলেন যে মিল ও সিষ্ট উভয়েরই মতে, শুল্কাদি স্বল্প সময়ের জন্য স্থাপনা করা উচিত ও যে দেশে কোন শিল্প সহজেই উন্নতি লাভ করিতে পারিবে, কেবল সেই দেশেই এই রক্ষণীয় নীতি অবলম্বন বাঞ্ছনীয়। তাঁহাদের মতে আমাদের দেশে তুলা, পাট, চা ও কয়লার কায প্রায় অর্দ্ধশতাব্দি ধরিয়া সুন্দর রূপে চলিতেছে। ইহাদিগকে নূতন শিল্প ( Young industries ) বলা যায় না এবং ইহাদের রক্ষণের জন্য কোন উপায় অবলম্বন করাও বিধেয় নহে। তাঁহাদের মতে রক্ষনীয় নীতি অবলম্বনের কোন আবশ্যকতাই দেখা যায় না। *

আমরা এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে।† মিঃ ওয়েব নামক করাচী বাসী এক বণিক মহাশয় এই প্রকার

---

assent to a measure of this kind. This fact is explicitly set forth in Paragraph 10 of the Government of India's despatch of the 22nd October of which the following extract is the pith. "All past experience indicates that in the decision of any fisical question concerning India, powerful section of the community at home will continue to demand that their interests and not those of India alone shall be allowed consideration. We cannot imagine that the merchants of Lancashire or Dundee, to mention only two interests would be likely to acquiese in such a course." Webb: India and the Empire 67."

* "So far as I can see no case has been made out in favor of protection in India, at present". Economics of British India. 2nd Edi. P. 267. Lee Smith.

† "Even were it practicable, Protection would confer no

রক্ষণীয় নীতি অবলম্বনের বিশেষ পক্ষপাতী। ওয়েব সাহেব বলিয়াছেন যে "যাঁহারা মনে করেন যে অবাধ বাণিজ্যেই ইংলণ্ডের এতাদৃশ উন্নতি হইয়াছে এবং সেই অবাধ বাণিজ্য অবলম্বন করিলেই ভারতীয় ২০ কোটী ব্যক্তিরই তদ্রূপ উন্নতি হইবে, তাঁহারা বিস্মৃত হন যে ভারতীয় জন সাধারণ অজ্ঞ কিন্তু ইংলণ্ডীয় ব্যক্তিগণ উত্তমশীল শিল্পি।" * স্বনামখ্যাত সার ফ্রেডারিক ল, মিঃ ওয়েবের এই গ্রন্থের ভূমিকায় ওয়েব সাহেবের মতের সাপক্ষতা করিয়াছেন। আমাদের ভূতপূর্ব্ব লাট মহোদয়, লর্ড মিণ্টোও ভারতবর্ষের পক্ষে অবাধ বাণিজ্য প্রশস্ত নহে বলিয়াছেন। †

---

benefit on the people of this country. The most it has done has been to temporarily benefit one industry at the expense of all other workers". অর্থাৎ সম্ভব পর হইলেও, ইহাতে ভারতবাসীর কোন উপকার হইবে না। (Morning Post of Delhi. December 14, 1910).

* "It has been honestly but ignorantly assumed, that the principles of free trade, under which England made such wonderful progress during the second half of the last century, are of universal application, and that India with her 200,000,000 of illiterate and primitive agriculturists, must therefore benefit by the adaption of the theory, in exactly the same way, as the United Kingdom has done, with its small population of enterprising and highly skilled manufacturers dependent upon the outside world for raw materials and for the markets of the world in which to sell their finished products" অর্থাৎ "অনেকে বলেন যে ইংলণ্ডে যখন অবাধ বাণিজ্য প্রচলিত তখন ভারতবর্ষেও উহা প্রশস্ত। কিন্তু ভারতীয় অধিবাসী বৃন্দের অজ্ঞতার কথা তাঁহারা স্মরণ করেন না" Webb: India and the Empire. Preface P. VIII).

† "Even whilst he was in India. Lord Minto made no

secrets of his belief that free trade is not suited to the economic needs of this country, and in an interview with an American journalist frankly avowed his belief in protectfon. It is a truism that in every country in the world industrial development has occured only under protection. Great Britain is no exception to the rule. The British Industrial System took root under a rigorous system of protection, and it was only when protection had done its work, that the tariff had to be discarded. We have never yet come across any good reason why India except in a few specially favored industries like those associated with cotton and jute, should be an exception to the rule. This is an issue that before long will have to be squarely faced and threshed out." *Times of India*
অর্থাৎ লর্ড মিণ্টোর মতে ভরেতবর্ষের পক্ষে অবাধ বাণিজ্য প্রশস্ত নহে। এদেশে থাকিতেই তিনি ব্যক্তি বিশেষের নিকট স্বীয় মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ রক্ষনীয় নীতি অবলম্বন করিয়াই ইংলণ্ডের উন্নতি হইয়াছে এবং যখন ইংলণ্ড উন্নতির শীর্ষদেশ আরোহন করিয়াছিল, তখনই ইংলণ্ড অবাধ বাণিজ্য অবলম্বন করিয়াছিল।

---

# (চতুর্থ পরিশিষ্ট।)

## সোণার টাকা।

"It is satisfactory to see that some of the principal Anglo-Indian news papers notably the "Pioneer" and the "Times of India" have mercilessly exposed and severely condemned the grossly misleading articles that have recently disfigured the columns of the "Statist" with the laudable object of Saving India from the ruin that is alleged would follow any attempt to place our currency on the same metallic basis as that of the rest of the civilised world." The Hon'ble M. P. De Webb C.I.E. in the "Commerce".

সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন যে যত দিন যুদ্ধ বিগ্রহাদি না ঘটে ততদিন ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের ভারতের সঞ্চিত সুবর্ণ দ্বারা লণ্ডনের নানা প্রকার ব্যবসায়ে প্রয়োগকারী রীতি অবলম্বনে কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি হইতেছে না। এবং ইহাতে "ব্যবসায়ী ভারতবর্ষের" সকল অভাবই মোচন হইতেছে, পক্ষান্তরে, ইহাও সকলে অবগত, আছেন যে যে ইংলণ্ডের সহিত ইউরোপ বা অন্য কোন দেশের প্রথম শ্রেণীর শক্তির সহিত যুদ্ধ বাধিলে লণ্ডনস্থ বণিক্‌গণের বাজার সম্ভ্রম ( credit ) হ্রাস হইবে এবং খুব সম্ভবতঃ ব্যাঙ্ক নগদ মুদ্রায় দেনা পরিশোধ স্থগিত রাখিবে। এরূপ সময়ে ষ্টেট সেক্রেটারীর সিকিউরিটি গুলির ও বিক্রয় বন্দ হইবে, এবং গবর্ণমেণ্ট যদি ক্ষিপ্রকারিতার সহিত কার্য্য না করেন, তবে টাকার মূল্যও কমিয়া যাইবে।

ইউরোপীয় যুদ্ধ কিছু অসম্ভব নহে এবং সেই জন্যই গবর্ণমেণ্ট সৈন্য

রক্ষার জন্য বৎসরে অনেক অর্থ ব্যয় করিতেছেন। যদিও মুখে মুখে অনেক ইউরোপীয় জাতি "শান্তি শান্তি" বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, তথাপি দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে পূর্ব্বে যে ভাবে এবং যে পরিমাণে সৈন্যাদি রক্ষার জন্য ব্যয় করা হইতেছিল, তদপেক্ষা এক্ষণে অধিক খরচ করিতে হইবে। এই সৈন্য রক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যই হইতেছে যাহাতে বাণিজ্যে কোনরূপ ব্যাঘাত না হয়।

জেভন্স ও বাজহট হইতে প্রত্যেক বিজ্ঞ অর্থনীতিবিৎ অধিক পরিমাণে সুবর্ণ সঞ্চয় করিয়া রাখিবার আদেশ দিয়াছেন। বিলাতের সকল সংবাদ পত্রই একবাক্যে বলিয়াছেন যে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের সঞ্চিত সুবর্ণের পরিমাণ অত্যন্ত কম। বিলাতের চেম্বার অব কমার্স (বণিক সমিতিগুলিও) এই বিষয়ে অনেকবার গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। রাজনৈতিকগণও এই গুরুতর বিষয় বার বার আলোচনা করিয়াছেন। ১৯০৬ সনের মে মাসে আসকুইথ মহোদয় বলিয়াছিলেন যে সঞ্চিত সুবর্ণের পরিমাণ যে কম, ইহা অত্যন্ত চিন্তার কারণ এবং এ বিষয়ে কি করা কর্ত্তব্য তাহাও তিনি বিবেচনা করিতেছেন। ১৯০৬ সনের জুলাই মাসে পরোলোকগত লর্ড গসেন বলিয়াছিলেন "আমাদের দেনা যথেষ্ট কিন্তু তত্রাপি অন্যান্য দেশাপেক্ষা আমাদের সঞ্চিত সুবর্ণের পরিমাণ অনেক কম।" কিন্তু বিলাতে এ যাবৎ ইহার প্রতিবিধান কল্পে কিছুই করা হইতেছে না।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে ভারতবর্ষকেও এ দলে টানিয়া রাখা হইতেছে কেন?* আমাদের প্রকৃত কর্ত্তব্য এই যে গ্রেটব্রিটেনে সঞ্চিত

* "Why should India by the arbitrary decision of the Secretary of State be forced to place all her currency eggs in the one

সুবর্ণের পরিমাণ কম বলিয়া যে আশঙ্কার কারণ হইয়াছে, আমাদের ও উহাতে এ আশঙ্কার কারণ না হয়। ভারতবর্ষে সুবর্ণের অভাব নাই এবং যাহাতে ক্রমাগত সুবর্ণ বৃদ্ধি পায় তাহারও চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এই জন্য আমাদের প্রথম এবং প্রধান কার্য্য হইতেছে যাহাতে ষ্টেট সেক্রেটারী এ বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। তিনি যে এ বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ দিতেছেন না, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। ১৮৯৩ সনে সাধারণের পক্ষে টাকশাল বন্দ করিয়া দেওয়াতে কি ক্ষতিবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা আলোচনার জন্য ১৮৯৮ সনে একটী বৈঠক বসে। এই বৈঠকের নাম "ভারতীয় করেন্সি কমিটী" ( Indian Currency Committee ), এই কমিটি নিম্নোক্ত প্রণালী অনুযায়ী কার্য্য করিবার ব্যবস্থা দেন।

(১) টাকার মূল্য ১ শিলিং ৪ পেন্স ধরিয়া বিলাতী সভেরিণের মূল্য ধার্য্য করিতে হইবে।

(২) অষ্ট্রেলিয়ার প্রচলিত নিয়মানুযায়ী ভারতীয় টাকশাল গুলিতেও সুবর্ণ মুদ্রা প্রস্তুতের অধিকার সাধারণকে দিতে হইবে।

(৩) সোণার টাকার সংখ্যা বৃদ্ধি না পাইলে আর রূপার টাকা প্রস্তুত হইবে না।

(৪) ভারতবর্ষের জন্য আলাহিদা করিয়া সুবর্ণ সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হইবে।

(৫) ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট যখন যথেষ্ট পরিমাণে সুবর্ণ সঞ্চয়ে সক্ষম হইবেন, এবং যতদিন পর্য্যন্ত ভারতীয় খাজনাখানা সমূহে সুবর্ণ পাওয়া

---

admittedly defective imperial basket? Such a policy is folly—pure and simple" Webb. ওয়েব সাহেবের এই মত অনেকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন।

যাইবে, ততদিন ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট নিজ দেনা স্বর্ণে পরিশোধ করিতে পারিবেন।

এই কমিটিতে (ফাউলার, বালফুর, মুর, মোয়াট, বারবার, ক্রসথোয়েট ডেণ্ট, মার্চ্চাণ্ট, হামব্রো, হলণ্ড, ক্যাম্পবেল) যে সকল ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের কথা ব্যক্তিগতভাবে ও সাধারণ ভাবে অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে প্রথম অনুরোধের অংশ ব্যতীত অন্য কোন অনুরোধই রক্ষিত হয় নাই। পক্ষান্তরে কয়েকটী সংবাদ পত্র বলিতেছেন যে সার গি ফ্লিটউড উইলসনের মতানুযায়ী স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলন হইলে ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ হইবে। এই সকল সংবাদ পত্র সাধারণকে এইরূপ ভাবে বুঝাইতে চান যে ভারতবর্ষে কোন দিনই স্বর্ণের টাকার প্রচলন ছিল না এবং এদেশে কোন কালে কেহই স্বর্ণের টাকার কথাও শোনে নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ ভারতে ১৮০৬ সন পর্য্যন্ত স্বর্ণের টাকার চলন ছিল এবং উহাই ষ্টাণ্ডার্ড বলিয়া পরিগণিত হইত। মাদ্রাজ অঞ্চলে প্রচলিত স্বর্ণের টাকা (যাহাকে প্যাগোডা বলা হইত), মাদ্রাজ ব্যতীত, লঙ্কা, মরিশশ এমন কি উত্তমাশা অন্তঃরীপ ও সেণ্টহেলেনায়ও প্রচলিত ছিল। পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বেও সোণার মোহরের প্রচলন ছিল—এই মোহরের ওজন ৩০০ রতি। ১৮০৩ সনে বঙ্গদেশে যে আদেশ প্রচারিত হয়, তাহাতে সোণার টাকাই ষ্টাণ্ডার্ড বলিয়া কথিত হয়। ১৮৪১ সনে সোণার টাকার মূল্য ১৫৲ করিয়া ধার্য্য হয় এবং যদি কালিফর্ণিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ার স্বর্ণ খনি আবিষ্কৃত না হইত, তাহা হইলে খুব সম্ভব এই সোণার টাকারই প্রচলন থাকিয়া যাইত। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি এই আবিষ্কারের জন্য ভীত হইয়াই সোণার টাকার প্রচলন বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

যাহা হউক, ১৮৬৪ সনে বঙ্গদেশ, বোম্বে এবং মাদ্রাজের বণিক্‌সমিতি

যাহাতে স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলন হয় তজ্জন্য আবেদন করেন। ভারতীয় গবর্ণমেণ্টও এই আবেদনের ফলে স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলনে সম্মত হন। কিন্তু ষ্টেট সেক্রেটারী এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না এবং যদিও প্রায়ই তাঁহার নিকট এ সম্বন্ধে আবেদন নিবেদন করা হইয়াছে, তত্রাপি কিছুতেই এ বিষয়ে তাঁহার উপযুক্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে না।

গত বৎসরে ভারতবর্ষে প্রায় ৬,০০০,০০০ পাউণ্ড স্বর্ণের আমদানী হইয়াছে। আমাদের পরম ভক্তিভাজন সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী এদেশে আসাতে, তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে আরও স্বর্ণ আসিয়াছে। তাঁহাদের স্মৃতি রক্ষণের জন্য প্রস্তাব করা হউক, যে পুনর্ব্বার ভারতবর্ষীয় টাকশালে স্বর্ণ মুদ্রা প্রস্তুতের আদেশ প্রচারিত হউক এবং ভারত-বাসীদের পরম আদরের সম্রাটের মূর্ত্তিসহ স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলিত হউক।

সম্পূর্ণ।

**PATNA COLLEGE.**

*Moradpur, (Patna).*

*Dear Sir,*

*I beg to submit herewith a list of my Books and should esteem it a great favor by your kindly adding them to your stock and recommending to your friends.*

*As will be seen they have been spoken of highly by the Press and the Public, and have been patronised by the Government and the them University.*

*Thanking you in anticipation, I beg to remain,*

*Dear Sir,*

*Yours faithfully,*

*Jogindra Nath Samaddar.*

**A LEADERETTE from the Indian Mirror :—**

"Professor Jogindra Nath Samaddar of the Patna College is an indefatigable worker in the field of Bengali Literature. He is a veritable ogre for literary work and the output of his prolific and brilliant pen is simply amazing in its scholarship, depth of erudition and extent of wide reading and researches. He has made the subjects of History and Economics specially his own and has been the pioneer in Bengalee literature in respect of the elucidation of the principles of Economics and Political Science. He has written two interesting and instructive books named ***Arthaniti*** and ***Arthasastra*** which must be regarded as valuable accessions to Bengalee Literature. In these days it is of the utmost importance that the principles of Economics and the Philosophy of Politics should appeal to a large and ever-growing circle of readers and the attention of the average Bengalee-reading public drawn away from the unprofitable study of trashy novels and detective stories. Prof. Samaddar has therefore, deserved well of the Bengalee reading public by presenting them with two such admirable books, replete with such interesting information offering such a rich store of materials for careful study and reflections."

*PRIVATE SECRETARY'S OFFICE,*

BIHAR AND ORISSA.

*October 3rd, 1912.*

DEAR SIR,

I am desired by His Honour the Lieutenant Governor to convey his best thanks to you for the 'Arthasastra and Arthaniti' sent for him with your letter of the 1st inst. and to say that His Honour is glad to see them so favourably reviewed.

Please also accept my thanks for the copies sent for me.

Yours truly,
(Sd.) S. B. BAYLEY,
*Private Secretary.*

*To*

Professor JOGINDRA NATH SAMADDAR,
*Patna College.*

---

**" His Honour the Lieutenant Governor of Bihar and Orissa has been graciously pleased to accept copies of two Bengali Books, Arthaniti and Arthasastra, by Professor J. N. Samaddar of the Patna College. The Director of Public Instruction, Bengal has purchased 56 copies of Arthaniti while the Director of Bihar has purchased copies of Arthasastra for the Colleges of his Province. The Maharajadhiraj Bahadur of Burdwan has purchased 12 copies of both the books as an encouragement to the young author."** *(***Statesman, Nov., 15, 1912.***)*

# প্রকাশিত হইয়াছে

প্রথম খণ্ড—ইহাতে ৩৭জন গ্রীক ও রোমান গ্রন্থকারগণের চিত্তাকর্ষক বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিত ভূমিকাসহ—১॥০

দ্বিতীয় খণ্ড—ইহাতে মেগস্থেনিসের বহু মূল্যবান বৃত্তান্ত বিস্তৃত পাদটীকা, প্রাচীন ভারতের মানচিত্র ও বিশ্বকোষ-প্রণেতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় লিখিত সুদীর্ঘ ভূমিকাসহ—১॥০

## উভয় খণ্ডই উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ছাপা কাপড়ে বাঁধা কভারের উপর সোনার জলে সুদৃশ্য ডিজাইন।

## (যন্ত্রস্থ)

তৃতীয় খণ্ড—আরিয়ানের "ইণ্ডিকা"—"পৃথিবীর ইতিহাস" প্রণেতা শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় লিখিত ভূমিকা ও প্রাচীন মানচিত্র সহ—

চতুর্থ খণ্ড—"পেরিপ্লাস"—"Indian Maritime Activity" প্রণেতা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত ভূমিকা সহ—

অষ্টম খণ্ড—ফা-হিয়ান—রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় লিখিত ভূমিকা, মানচিত্র ও বহুচিত্র সম্বলিত—

## সমসাময়িক-ভারত সম্বন্ধে

# কতিপয় অভিমত

মাননীয় জজ শ্রীযুক্ত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী শাস্ত্রবাচস্পতি ভাইস-চ্যানচেলার মহোদয় :—

" I am very pleased to read what you have sent ; it will do very well."

মাননীয় জজ শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহোদয় :—

" A great enterprise " : " A valuable collection."

মাননীয় জজ শ্রীযুক্ত প্রতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয় :—

" I duly received your note of the 19th and also the book you have so kindly sent. I put off the reply till I could go through your book and the result is this great delay in sending you the acknowledment you naturally expected.

Your book supplies a long-standing want and deserves high praise for your industry and research. This and other works of the same kind appear to me to indicate that the historical spirit which we have so long ignored is once more asserting its right to be given some scope in our literary life. If we cultivate it and give it fair play, perhaps many good things will come in its train. Thanking you again and wishing all success to your labor and enterprize."

---

## সুসঙ্গের মহারাজা বাহাদুরের অভিমত ঃ—

"The work undertaken by you is a stupendous one and when complete it will surely be a precious jewel in the store house of our literature."

ঢাকার মাননীয় শ্রীযুক্ত আনন্দ চন্দ্র রায় মহাশয়ের মত :—

"I have been able to read only your নিবেদন and some of your notes. These notes are very valuable. May God grant you time and health to finish the stupendous work you have undertaken."

---

মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় বেঙ্গলী পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিয়াছেন :—

"There was a time when European Scholars spoke of the neglect of the study of Indian History by Indian scholars. Those days are happily gone by. The work of the Bangiya Sahitya Parishad and of the Varendra Society are too-well-known to need any recapitulation. From time to time we have spoken highly of Prof. Mukherjee's researches and the activities of Prof. Sarkar in the domain of Mughal History. And yet we have another—the ambitions scheme of Professor Jogindra Nath Samaddar of the Patna College who is bringing in 25 decent and well-printed volumes the accounts in Bengali of all foreign travellers whose valuable narratives throw such a flood of light on the History of India. No where in any other country has such an attempt 'a great enterprise' as the Hon'ble Mr. Justice Choudhury has rightly

characterised it, been undertaken by a single scholar. The entire series will be divided into 4 Kalpas viz. Greco-Roman, Chinese, mahomedan and European and thanks to the munificence of the Hon'ble Maharaja of Cossimbazar, the Macaenas of Bengali literature, the Second Kalpa will be fully illustrated. Eminent men of letters like Professors Jadunath Sarkar and Radha Kumud Mukherjee, Rai Bahadur Sarat Chandra Das and Rai Bahadur Jadunath Mazoomder, Mahamahopadhya Dr. Satish Chandra Vidyabhusan, Pandits Durgadas Lahiri and Nagendra Nath Basu have come forward to contribute valuable introductions to the series and thereby increase our historic knowledge. We have received the first two volumes of "Shamashamayika Bharat" for review: they are highly interesting and the notes are very valuable, reflecting great credit on the young author, who, we are confident, will receive help and sympathy for the service he is rendering. We wish him all success in his endeavour to collect materials for the History of his country and thereby have the way for future workers we commend the series to our readers."

অমৃতবাজার পত্রিকা বলিয়াছেন :—

"Samashamayika Bharat."—We are glad to announce that the first two Volumes of Professor Jogindra Nath Samaddar's "Samashamayika Bharat" are out. The entire series will be published in 25 volumes and will treat of all the travellers who ever visited India from the times of Chandra Gupta down to the end of the Mahomedan rule. The second Kalpa, consisting of the Chinese travellers will be fully illustrated with the reproductions of

valuable pictures for which Professor Samaddar has obtained the necessary sanction from the Hon'ble the Secretary of State, the Government of India, the Government of Bengal, Mr. Vincent Smith and the Claredon Press. Dr. Spooner and Professor Jackson of the Patna College have also helped Mr. Samaddar with many interesting photos. One of the special features of the work will be the inrroductions to the 24 vols. (the last one being a complete index to the 24 vols.) by eminent Bengali litterateurs. The series will be a unique addition to the Bengali literature. The price for subscribers is Rs. 50 only. Intending subscribers are requested to write to Messrs Samaddar Bros., Moradpur, Patna for prospectus and order form."

---

মূল্য—১৷০ আনা

( পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিত ভূমিকাসহ। )

*Recommended by* PROF. JADUNATH SARKAR, M.A., P.R.S.

"I have seen it very well-reviewed."—
The Hon'ble MR. H. LE MESURIER,
C.I.E., I.C.S., C.S.I.

"Very well-written"—The Hon'ble MR. KUCHLER, C.I.E.

"ভারত ইতিহাস সঙ্কলনের পক্ষে এই গ্রন্থখানি যে অত্যাবশ্যক তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। বাঙ্গালী পাঠকগণের নিকট হইতে আপনি সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতা লাভ করিবেন, ইহাই একান্ত মনে আশা করি।"

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

"আপনার অনুবাদের ভাষা অতি সরল ও সরস এবং তাহার টীকা টিপ্পনি আপনার পাণ্ডিত্যের প্রচুর পরিচয় দিতেছে। অর্থশাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া আপনি বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন।"

শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

"কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ভারতের অতীত যুগের অত্যুজ্জ্বল গৌরবস্পর্দ্ধী নিদর্শন। ০ একখানি উপযুক্ত বঙ্গানুবাদ দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলাম। আপনি সেই অভাব দূর করিয়া আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন। আপনার অনুবাদের মধ্যে মধ্যে অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে কিন্তু এরূপ সুপ্রাচীন অভিনব গ্রন্থের অনুবাদ করা কত কঠিন, তাহা বেশ বুঝিতেছি। আপনি এই অনুবাদে কৃতকার্য্য হইয়া যে অতি সাহসের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অতিশয় প্রশংসনীয়।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।

"All students and lovers of Bengali literature must ever remain grateful to one who has taken such pains to bring that most difficult and yet useful work within their easy reach and comprehension. I only hope that the present translation is but a prelude to many others to follow which will enrich our mother-tongue and help on its harmonious development in all direction."

*Prof.* RADHA KUMUD MUKHERJEE, M.A., P.R.S.

"It will undoubtedly form a very useful and rare addition to Bengali literature."

*Mahamahopadhaya* DR. SATISH CHANDRA VIDYABHUSAN.

**Extract from the Amrita Bazar Patrika** :—He has made a solid addition to Bengali literature and like his **Arthaniti,** he has placed the Bengali reading public under a deep debt of gratitude and **these two works will make his name immortal in the field of Bengali literature.**

**Extract from the Bengali** :—Mr. Samaddar has **done a public service by placing before the modern student an accurate translation of the same.**

---

Patronised by the Directors of Bengal and
Bihar & Orissa : Also by the
Calcutta University.

মূল্য—১৲

*(with an Introduction by the late Professor Benoyendra Nath Sen)*

**Sir Guroodas Banerjee**—বঙ্গভাষায় অর্থনীতি বিষয়ক পুস্তক নাই। সুতরাং আপনার গ্রন্থ নিশ্চিতই উৎসাহ পাইবার যোগ্য।

**Sir Taraknath Palit**—"Your books are a storehouse of information and your language is simple and attractive. I do hope you will find a large number of readers for it is only by study of such subjects in the Vernacular that their knowledge will spread far and wide."

**Sir Theodore Morrison**—"I am highly pleased to observe that economic problems are being discussed in Bengali."

"Your book will form a most valuable addition to our Bengali literature. You are the Pioneer in the field of Political Economy in Bengali in the oriental method &c." *(Mahamahopadhya Dr. S. C. Vidyabhusan M.A.Ph.D.)*

"I have lately had your book on Economics translated to me and I think it should prove a very useful one and I expect it must have taken you much study and work to write it." *(Prof. W. V. Duke, Indian Educational Service).*

"If is an epoch—making book." *(Prof. Satyendra Nath Bhadra of Dacca College, Editor, Dacca Review.)*

---

**The Director of Public Instruction, Bengal has purchased 56 copies and The Calcutta University has purchased 50 copies of Arthaniti and Arthasastra.**

***Bengalee, 5th June 1912.***

It is an encouraging sign of the times that our countrymen are more and more turning their attention to the production of useful literature. There was a time—and that not very long ago—when the vast majority of our writers would think of nothing but poetry, works of fiction or short stories. These were good things in their way, but the intellect of a nation cannot be permanently fed upon works of this kind. Literature of the useful order—literature that conveys information materially helpful to the individual, the family and the nation—is as much needed for the satisfaction of man's hankering for knowledge and for his general well-being as literature that pleases or even instructs. From this point of view something like a revolution has been effected in the field of Bengali literature during the last decade or so. Educated and accomplished youngmen have abandoned what might be called the traditional path and devoted themselves with earnestness and assiduity to the production of books on diverse subjects having a distinct bearing on the material welfare of our people. Politics and Sociology, History and Political Economy, Agriculture and Manufactures, Trade and Commerce—these and other subjects are beginning to receive an increasing measure of attention at the hands of our writers, especially in this Province, the most self-conscious of Indian Provinces. Some of the productions are in English, presumably because their authors wish their books to be read in Provinces other than Bengal. But there are others, like the volume before us, which are in Bengali.

**We accord a cordial welcome to this publication.** In it the author endeavours within the limits permitted by the scope and size of the book, to present truths of political economy to those of our countrymen who have no opportunity of reading the master-pieces on the subject in English or any other European language. Undoubtedly the **production of books of this kind in Bengali is of the highest value and of the greatest importance from the point of view alike of enriching the Bengali language and literature** and making it self-sufficient and thus placing

useful knowledge within the reach of the common people who know no other language except their own. But another purpose which the book tries to serve, also within obvious limits, **is to present economic truths with special reference to Indian conditions.** As Prof. Benoyendranath Sen says in the admirable " Foreword " with which he introduces the volume to the public, Political Economy is now studied not as an abstract science, the principles of which are " universal and invariable "—in the sense in which those of mathematics, for example, are—and are entirely independent of national and social conditions, but in relation to other cognate sciences, and with special political, physical, even religious conditions of particular peoples. Surely, therefore, if the subject of Political Economy is to be properly studied in India, it must first of all be treated from the Indian stand-point and preferably by Indian writers. In other words what is necessary is that there should be a distinctively Indian school of political economy just as there are German and American schools. So far as we know only two books, both of them in English, in which a systematic attempt has been made to traverse the whole range of Indian economic conditions : we mean Prof. Jadunath Sarkar's wellknown hand-book of Indian Economics and Babu Pramathanath Banerjea's highly interesting book on the same subject (leaving aside the great works of Messrs. Ranade, Dutt, Digby and Naoroji and the speeches of Mr. Gokhale, which, regarded as treatises on political economy, which they were never meant to be, are naturally unsystematic). **The special feature of Prof. Samaddar's book, which is an attempt in the same direction and on the whole a successful attempt, is that it is in Bengali and, therefore, may be expected to reach a larger circle in this Presidency than the other books. We have no hesitation in commending the book to our readers.**

---

***Amrita Bazar Patrika 20-5-12.***

Prof. Samaddar needs no introduction at our hands. By his prolific writings, in English as well as in Bengali, **he holds an almost unique position among the writers of the day.** It was announced some time ago, in the 'Patrika' that **the Hon'ble Moharajah of Cossimbazar** has promised to bear the cost of publishing Prof. Samaddar's 'Arthaniti' and the combination of these two names naturally aroused the greatest interest. The book has been very well got up, the printing and the binding leave nothing to be desired, while the price enables every one to purchase a copy. It is principally divided into 3 parts, Production, Distribution and Exchange, besides 4 appendices and an index, the last one being a novel departure in Bengali books. The author has all along taken a moderate view of the questions, while in controversial topics he has given the pros and cons of the subjects. With the exception of the chapter relating to taxation, **he has all along compared Indian Economics, with the Economics of other countries and this has considerably enhanced the value of the book.** His treatment of the questions of labour and capital, education and co-operative Credit, Grain Banks and Protection are full and learned and these deserve to be read by one and all. **The book, we are also sure, will be of great use to the B. A. candidates who have taken up Economics as one of their subjects as** it may very well occupy the place of the so-called Notes, while it has the additional advantage of combining in one book English and Indian Economics.

The introduction of the book written by an erudite scholar like Prof Benoyendra Nath Sen M.A. of the

Presidency College very aptly calls on our countrymen to devote greater attention to the study of Economics and to encourage those, **like the author, who inspite of the greatest difficulties have devoted themselves, to the study of History and Economics and have taken up these subjects as their lifework..** Indeed, it is the crying need of India that greater attention is not being paid to the study of Economics. In Bengal specially, while novels and books of stories are coming up every minute like so many mushrooms it is a pity that we are not having more and more books on Economics, like the one under review and we therefore welcome it all the more. **We recommend this book to one and all** and we confidently assure the author that ere long he will be called upon to bring out a second Edition. We desire also to thank the Hon'ble Maharajah Bahadur of Cossimbazar for having borne the expenses of the publication of this important work **which will undoubtedly enrich the Bengali literature.**

---

***Commerce 29-5-12.***

Bengali literature does not, we believe, contain many standard works on Political Economy, but the defect is being gradually remedied the latest attempt in that direction being the publication of " Artha-Niti " or " Elements of Political Economy," the author being Professor Jogindra Nath Samaddar, of St. Columba's College, Hazaribagh. It is a small handy volume of 158 pages, priced at a rupee and published by Mr. D. N. Lahiri, Howrah. **The author**

**who is well-known in literary circles,** deals with the requisities of production, and his treatment of Land Labour and Capital **with special referene to India,** seems **to be very full and complete.** Professor Samaddar's reflections on Co-operative Credit Societies and Grain Banks are interesting, and we agree with him when he says that his countrymen are not devoting as much attention to these subjects as they ought—which is a pity.

The Professor's views have the great virtue of being moderate and **there is a perceptible undercurrent of loyalty to the throne and appreciation of the blessings of British rule in India.** He has, in fact, tried, successfully we think, to controvert many of the fallacious theories and arguments advanced by a certain section of the public and the vernacular press, on topics like the "perpetual drain from India." We might add that Mr. Samaddar seems to be a Protectionist, while in regard to the vexed Gold Currency question, he is a staunch supporter of the Hon. Mr. Webb of Karachi. We understand that the Hon. the Maharaja Bahadur of Cossimbazar has, in the spirit of true "Swadeshi," borne all the expenses of the publication. **India, Bengal, especially, is in great need of many more works like the one before us.**

---

***Empire.***

Professor Jogindra Nath Samaddar has written a little volume, entitled "Artha Niti" (Elements of Political Economy). In it he has dwelt on the following subjects: Wealth, Production, Land, Labour, Capital, Distribution, Rent, Wages, Profit, Revenues, Exchange, Price of Co

modities and International Trade. He has also devoted some attention to the subjects of interest charged in India, co-operative credit, free trade, and gold standard. In a book of 160 pages, it is not possible to deal with these subjects exhaustively; **but the author has spared no pains in explaining the principles of political economy in clear and simple language** In certain respects, **it is the first of its kind in the Bengali language and should command a large sale.** It is well got up and nicely bound and is priced one rupee.

**Calcutta Review.**

*April, 1912.*

This is a small but well-got-up book on Political Eco-omy—**the first book of its kind in Bengali**—Professor amaddar's book is mainly divided under 3 headings—Production, Distribution and Exchange, but under these eadings he has discussed all the main topics, including o-operative credit, Grain Banks, Currency Questions and ıch other interting topics. His delineation of these as been done with care and judgment and the treatment as been lucid and scientific; we believe it is the first ook of its kind in Bengali and this being so, the author eserves encouragement. The Hon'ble Maharajha Baha-ur of Cossimbazar has borne the expenses of the publi-ation and its dedication has been borne by that genleman. rof. Benoyendra Nath Sen of the Presidency College as written a short introduction.

**Indian Daily News**

*June, 1912.*

Professor J. N. Samaddar of St. Columba's Coll has brought out a neatly got-up Bengali book entitle 'Arthaniti' or the Elements of Political Economy in wh within a small compass, he has embodied the br principles of the science of wealth on the lines of F cet and other European economists of note.

---

**Hindusthan Revie**

*August, 1912.*

Professor Samaddar needs no introduction to the r ders of the Hindusthan Review, as he has long bee regular and valued contributor. He has just broug book called **Arthaniti,** in bengali, on Political Econ So far as we are aware of, **it is the first attem Bengali** and we congratulate the author heartly. H book is mainly divided into Production, Distribution an Exchange of wealth, but four big appendices deal wi the four important questions of Co-operative credit soc ties, Grain Banks, Protection and Gold Currency. Th language in chaste and lucid. A large number of tab has been given on a variety of subjects and this added considerably to the value of the book. It ap that while the author has dealt with **topics relatin foreign countries, he has all along compared the sition of those countries with that of India and has undoubtedly enhanced the value of the b** Professor Benoyendra Nath Sen M.A. of the Presid

College, has written a short but valuable introduction to the book. In introducing the author, who happens to be his student, Professor Sen requests his countrymen to devote greater attention to the study of economic questions and to encourage authors who are devoting their energy and attention to those studies. The expences of the publication have been borne by the Maharaja of Cossimbazar. The get up of the book is good. **It would be a suitable prize book for its get-up and subject matter, for the author has all taken along a moderate view and we can safely recommend the Educational authorities to encourage Professor Samaddar by making his treatise one of the prize books for the schools.**

---

"সমাদ্দার মহাশয় সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত। অর্থনীতি তথ্যে ইঁহার অভিজ্ঞতার পরিচয় পূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থে পরিচয় অক্ষুণ্ণ। অর্থনীতি বড় জটিল। বাঙ্গলা ভাষায় যত সহজ করিয়া ইহা বুঝান যাইতে পারে, গ্রন্থকার তাহা করিয়াছেন। বহু বিদেশী অর্থনীতিকের তথ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার বিদেশী অর্থনীতিজ্ঞতার গুণ-গরিমা প্রকাশে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। অর্থনীতি সম্বন্ধে বাঙ্গালায় এ গ্রন্থ নিশ্চিতই আদরণীয়"—( বঙ্গবাসী। )

---

"অধ্যাপক সমাদ্দার মহাশয় অর্থনীতি-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। অর্থনীতির অধ্যাপনায় তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত গ্রন্থ যে সুন্দর হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। আমরা এই গ্রন্থখানির বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব ইচ্ছা করিয়াছিলাম; কিন্তু, সময় ও স্থানের অভাবে

তাহা হইয়া উঠিল না। বাঙ্গালায় অর্থনীতি শাস্ত্রের কোন গ্রন্থ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এরূপ অবস্থায় অধ্যাপক সমাদ্দার মহাশয় এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। সকলেরই এই গ্রন্থ পাঠ করা কর্ত্তব্য।"—(বসুমতী।)

---

"আলোচ্য গ্রন্থখানি পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে, যোগীন্দ্র বাবু বিশেষ পরিশ্রম করিয়া নানা গ্রন্থের মতামতের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া এই অর্থনীতি সঙ্কলিত করিয়াছেন। কোন এক বিশেষ লেখকের মত সঙ্কলন করেন নাই। তা' ছাড়া যোগীন্দ্র বাবুর লিখন প্রণালী প্রশংসনীয়। তিনি বেশ সহজ বোধ্য ভাষায় এই কঠিন ও নীরস বিষয় পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে পারিয়াছেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের নিমিত্ত এক্ষণে এই গ্রন্থখানি পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইলে আমরা পরম সুখী হইবে। গ্রন্থখানি সুলিখিত, সুখপাঠ্য এবং বিশেষজ্ঞ দ্বারা রচিত।"
(সময়।)

---

কয়েকটি মতামতের স্থানবিশেষ উদ্ধৃত হইল :—

"এই গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষার গৌরব"- নব্য-ভারত। "আমাদের দেশে এরূপ পুস্তকের অভাব ছিল। গ্রন্থকারকে আমরা এই অভাব মোচনের জন্য ধন্যবাদ দিতেছি।"—মানসী। "প্রশংসনীয় উদ্যম"—সুপ্রভাত।

"বাঙ্গলা ভাষায় এরূপ গ্রন্থের অভাব আছে। আমরা যোগীন্দ্রবাবুর গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয় মনে করি।"—সাহিত্যসংহিতা।

**"ভারতী," "আর্য্যাবর্ত্ত" এবং "সাহিত্য-সংবাদের" বিস্তৃত সমালোচনা বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত হইল না।**

---